$$
\begin{gathered}
\text { পখিিদের শহরে যেমন } \\
\text { স্মরণজিৎ চর্রেব্তী }
\end{gathered}
$$



জয় একজন বিজনেসম্যানের ডানহাত। त্ত্রী কেয়ার সঙ্গে তার বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। কাজের ক্শেত্রেও টেনশন বাড়ছে জয়ের। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ, অবৈধ ডলারের ডেলিভারি আর বস সুতনুর ব্যক্তিগত জীবন্নে ত্রিভুজে আটকে পঢ়ে জয় খুঁজছে বেরোবার পথ। এক বর্ষার রাতে নিয়তির অদোঘ টানে সে এগিয়ে যায়। রथী সদ্য ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে। তার প্রেমিকা ब্বসম আর যোগাযোগ রাখতে চাইঢে না। বাড়িতেও সমস্য।। অন্ধকার জগৎ ছেড়ে ब্লসমের কাছে চলে যেতে চায় রথী। কিক্তু তার আগে একটা লেষ কাজ করে দিতে হবে তাকে। রথীও ক্রমশ এগিয়ে যায় বর্ষার রাতটির দিকেই। বিষাণ মুখচোরা বলে ওয়াটার-পিউরিফায়ারের সেলসম্যান হিসেবে ব্যর্থ। তাকে দিয়ে বন্ধু নিজ্রেের পত্রিকার কাজ করিয়ে নেয়, দাদা অন্যায়ভাবে হেনস্থা করে, বস চাকরিতে নোটিস ধরায়, আর কুমুদ্ব্তী অక্ভুত এক দূরত্পে ভেসে থাকে। ঘুরে দাঁড়াতত চায় বিষাণ। এই তিনটি গল্পকে গেঁথে রাথে বর্ষাকাল, কপিল নামে এক বৃক্ধের নিরন্তর প্রশ্ম, আর বাড়ির কার্নিশে বা ভ্রিজে বসে ভেজা পাখিদের দল। পাখিদের শহরের মতো মানুষের শহরেও মানুষ চায় ভালবাসার ধারাস্নান।

# পাখিদির শহরের যেমন 

 স্মরণজিৎ চক্রবর্তীসায়েকা, তুতুল, দিদু, মুন, মন, মুনমুন- এইসব আসলে যার নাম— আমার মামোর জন্য

প্রশ্লচচিহ্।। দাঁড়़ নয়, প্রশচিহৃ দিয়েই আমদের জীবনটা তৈরি। অন্তত কপিলের তাই মনে হয়। যেদিকে তাকায় সেদিকেই নানা প্রশ্ন দেখতে পায় কপিল। পুরনো বাড়ির পিছনে প্রোমোটারদের মতো, সুন্দরী মেয়ের পিছনে পাড়া-বেপাড়ার ছেলেদের মতো, বসতির পিছনে রাজনৈতিক দাদা-দিদির মতো, প্রশ্নচিহুও নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে রয়েছে জীবনের পিছনে। কপিল অবাক হয়ে এই সব ‘হুক আর ডটের’ সারিদের দ্যাখে। দ্যাখে, অত্যাচারী বরের হাতে বেল্টের মার খেয়েও মেয়েটি যত্ন করে সিঁদুর পরছে, দোলের গারত চৃড়ান্ত অবাহেলা পেত়েও মা ভ়গবানের কাছ় তার মঙ্গন প্রার্থনা করছে, মেয়েটি জীবন থেকে ছেলেটিকে নিখুঁতভাবে বাদ দিলেও ছে,লেটি যেতে পায়ছে না অন্য কোথাও, লোকে ভুল ইংরেজিতে কথা ক্কিলি যাচ্ছেন ফোনে, নীরবতা পালনের সারিতে সবাই হাসছে ফি ব্র ক করে, সবাই কুকুরের সঙ্গে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় কথাইাে না! কপিল অবাক হয়ে দ্যাখে, ভিখিরির বাচ্চাটl ফুটপাথে ব্র্টেঁছ়ঁড় পুতুল নিয়ে খেলছে আর হাসছে, रেসেই যাচ্ছে। কেন ? কপ্পিन জানে না। মান হয়, এক সমুদ্র জ্ঞান পড়ে রয়েছে ওর সামনে। তাই প্রশ্ন করে যায় কপিল। বেঁচে থাকা, না-থাকার ফাঁকগুরোতে রেখে যায় ওর প্রশ্নদের আর উত্তরের আশায় ঊদগ্রীব হয়ে বসে থাকে। উত্তেজনায় গায়ে কাঁটা দেয় কপিলের।

এই এখনও যেমন দিছ্ছে। মাথার উপর দিনের আলোর ছাতা বন্ধ করে আনছে সক্ধ। উঁচুতে, খুব উঁঁুতে একটা তারা চকচক করছে। জলের উপর ণ,থকে বয়ে আসছে হাওয়া। এসব কে করছে? কে ওই সামনের আবছা অন্ধকরে একটা ছছলে আর একটা মেয়েকে বসিয়ে রেখেছে? মেয়েটের মাথা ছেলেটার কাঁধে রাখা। ছেলেটাও একটা হাত দিয়ে

জড়িয়ে রেখেছে মেয়েটার কাঁধ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা কাঁদছে। চারদিকের গাছের খসখসে আওয়াজ আর শেষ আরললায় পাখিদের সারাদিনের কথাবার্তাগুলোর সম্মিলিত কিচিরমিচিরের উপর দিয়েও মেয়েটার ফোঁপানো ভেসে আসছে এদিকে। কপিল জানে মেয়েটা কেন কাঁদছে। জানে, ছেলেটা মেয়েটার কাঁ九ে হাত রাখলেও কোনওরকম সাষ্ব্রনা ও দিতে পারছে না। কপিল জানে, ছেলেটা একাু পরে ওর গলার নীলের উপর সাদা টিপ-টিপ টাইটা খুলে ব্যাগে তোকাবে। জলের বোতল বের করে ছিপি খুলে মেয়েটককে দেবে। জানে, তারপর নিজেই দু’হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকবে। গত মাস-দু’য়েক ধরে তো এসব প্রায় রোজই দেখছে ও।

Ғু'-একবার হাঁটার ভান করে কথাও শুনেছে ওদের। শুনেছে, ছেলেটা বেসরকারি বিমা সংস্থার হয়ে পলিসি বিক্রি করে, মেয়েটার মুযে ‘সোনা’ ডাক শুনলে ছেলেটার নাক্রিলাল লাগায় দম বন্ধ হয়ে আসে, মেয়েটার নাকি বিয়ের কথা ब্পেছি! ছেলেটা এখনঞ তেমন সুবিধে করতে পারছে না কাজে।

বুড়োবয়সের কৌঢহহলে জ্রি কর্গে করত ইচ্ছে করে, ওদের নাম কী? বাড়িতে কে আছে? ইচ্ছেরক্রের্র জানতে, ওরা সত্যি কতটা ভালবাসে একে অপরকে!

তবে ভালবাসা কতটা তা কি আর মাপা যায় ? কপিল তো কোনওদ্ন বুঝতেই পারল না ভাব-ভালবাসা, প্রেম-টেম ব্যাপারগুলো। তাই হয়তো বিয়ে করে উঠতে পারেনি।
"কী ভাবছ কপিল ?" একদলা কফ পাশের বোপের দিকে থুঃ করে ছুড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল গোপীনাথ।

কপিল বলল, "না, ওই সামনের দু’টিকে দেখছিলাম। আচ্ছা গুপিদা, প্রেম ছাড়া কি বিয়ে হয় ? জরা যে এখানে বসে প্রেম করে, জদের বিয়ে হবে?"

গুপি আর একবার থুতু ফেলে শ্বাস নিল একটু। বর্ষাকাল পড়লেও তেমন বৃধ্টি হচ্ছে না। চারদিকে কেমন যেন একটা দমধ্রা ভাব। পশ্চিম

আকাশে মেঘ জমছে। কেব্ল-এ দের্খছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে বলা হয়েছে বঙ্গোপসাগরর গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হুয়েছে।
"কী গুপিদা, কপিল कী জিঙ্ঞ্স করঢছ?" জগৎ বাঁধানো দাঁতের কিটকিট শব্দ .তুলল কনুইয়ের r.খ゙াচা দিল গুপিকে।
 বাঁধিয়েছে না, হাওয়ার কি জো আছে একটুও ঢোকে? তা কপিল কী বলছিলে? বিয়ে হবে কিনা ?"
"না, ঠিক তা নয়," কপিল টাকের মধ্যে জেগে থাকা দুর্বল ঘাসের মতো চুলে হাত বোলাল, "জিজ্ঞেস করছিলাম প্রেম ছাড়া কি বিয়ে इয়?"
"কেন ? এই সত্তর বছর বয়সে প্রেম করার ইচ্ছে হয়েছে না বিয়ের ?" গুপি কথা শেষ করে নাক টানল।
"‘দুর, আমার না, ওই যে সামনের ছেক্রেম্যে দে’টটোর।"
"ও, নবকাত্তিক আর শ্রীরাধিকার থতগুপি হাঁপাল একটু, "ওসব ভেবে তোমার কী লাভ ? তা ছাড্ট OR' দু’টো তো শুধু ফ্যাঁচফ্যাচ করে
 আর প্রেম ছাড়া বিয়ে? অ্র্ডীদক দেদার হচ্ছে। এই যে আমি বিয়ে করেছিলাম। দু’-চার পিস বাচ্চ!ও নামালাম, তারপরেও কি বউয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল? হয়নিł এখন আশি বছরে এসে মনে হয় প্রেম করাটা মিস रয়ে গেল।"
"গুপিদা!" জগৎ বিরক্ত হল, "এত বয়সেও বাজে কথা গেল না তোমার! তোমায় যে বইটা দিয়েছিলাম, পড়েছ ?"
"ধম্মের বই?" গুপি আবার ফুসফুস ঝাড়া দিল, "চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনি। শোনো ভাই, করতাম পিওনের কাজ। যথেষ্ট টাকাপয়সা উপরি হিসেবে নিতাম। বউকে দিয়ে সবটা হত না বলে, কালীঘাটের টিনের ঘরে মালতীর কাছে যেতাম। আমার সর্ব-অঙ্গে পাপ কিলবিল করছছ। ধম্মের এন্ট্রি হবে না ভাই। আশি তো হল, আর ক’টা বছরই বা থাকব? নিজের মতোই থাকতে দাও। আমার খাঁচাটা ধম্মের জন্য নয়।"

এত কফ, শ্বাসকষ্ট, কিন্ত গোপীনাথ কথ্ধা পেলে আর কিছ্র চায় না। এত বয়সেজ তার মুখ যথেষ্ট আলগা। তবে লোকটা দুঃখ পপয়়ছে জীবনে। দুই ছেলে ও স্ত্রীর মৃত্যু দেখতে হয়েছে। এথন বড়ছেলের বউ, তার বাচ্চা আর বউয়ের ভাইয়ের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে। অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়।

সেদিক থেকে দেখলে জগতের অবস্থা ভালই বলতে হবে। ওরও শ্র্রী গত হয়েছে। তবে বাচ্চাকাচ্চাও নেই। ভাগনির বাড়িতে থাকে। বয়স কপিলেরই মতো। সারাদিন ঠাকুর-দেবতা আর ধম্ম-কম্ম নিয়ে আছে। পারলে সারা পৃথিবীকে সেই সব বই পড়াবে। জগৎ বলে, "চারদিকে এত হানাহানি, এত মারামারি। এর কারণ জানো? ধর্মের অভাব। ধর্ম মানে ঠাকুরের নাম জপা নয়। ধর্ম মানে ডিসিপ্লিন। নির্দিষ্ট এক সুস্থ জীবনের ছাঁচ। এটাই এখন কেউ বোঝে না। তাই তারা সব বিপথগামী। সবার তাই ধর্মকথা শোনা উচিত।"

এর উত্তরে গুপি বলে, "আশ্ছা, ব্ক্ণী হরেই ধম্ম-ধম্ম করে নৃত্য করতে হবে, সেটা কি সরকার ঞ্জে নিয়ম করে দিয়েছে? বুড়োদের শখ-আহ্রাদ নেই?"

আজকেও জগৎ আর ধ্র্পেণীানাথের একটা তর্ক ববধে উঠতে পারে। এসব একদম ভাল লাগে না কপিরের। ওর মনে হয়, কী হবে অনর্থক তর্ক করে? নিজের মত প্রতিষ্ঠা করে কী এমন রাজার ধন লাভ করে মানুষ? তার চেয়ে এমন সুন্দর সন্ধের মুখে জনের ধারে বসে থাকা, চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখাটা বেশি ভাল নয় কি?

বাড়িতেও দাদার সংসারে এভাবেই থাকে কপিল। যদিও দাদা মারা গিয়েছে। দাদার বউ আর তার দুই ছেলে নিয়ে সংসার। বড়জনের তো বিয়েও হয়েছে। সংসারের সব কিছুতে অংশ নিলেও মনে-মনে একাু সরে থাকে কপিল।

সংসার থেকে একটু আলগা থাকলেও সব কিছুর থেকে কিস্তু মন সরিয়ে রাথয়ত পারে না ও। এই এখন যেমন সামনের সিমেন্টের সিটে বসা ছে,লেটা আর মেয়েটার থেকে মন সরাতে পারছে না। মেয়েটা

এখনও কাঁদছে। ছেলেটা কপারলল হা丁 দিয়ে বగস রয়েছে। আচ্ছা, এত ঝঙ্পাট সন্ত্রেও লোকে c.প্রম কা,র .কেন ?
"শালা বুড়োটার আলুর গ.দায আए.ছ মাইরি। সাম.ন মোয়েটার দিকে দেখছে দ্যাথ? এই বয়াসসও এত? কত ব্যাটারি আছে রে ?"

কথাটl চাবু.কর মাতা এসে লাগল কপিলের কানে। কপিল আহত রচা:খ তাকাল। আবছা অম্ধকারর ওদের থেকে হাত-পনেরো দূরে দু’টো ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছেলে দু’টো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। আর যেতে-যেতে, কপিল লক্ষ করল, গোপীনাথের দিকে দেখল রোগা অসভ্য ছেলেটা। একদম কার্পে বলোপীনাথও দেখল ছেলেটাকে আর সঙ্গে-সঙ্গে কেমন ুৌ্ চুপসে গিয়ে জগতের সঙ্গে ক্রুসেডের ইতি টানল।
 এলেই কাজ শুরু হ.ব। জধ্ৰের্র ঢ্যামনা.মা সব বের করব এবার। শিবিদা বলেছে, ঝাপুবাবু..."

আর শুনতে পেল না কপিল। শুধু শুনল পাশের থেকে গোপীনাথ অস্ফুটে বলছে, "ও, তা হলে ওর সময় হল! আমি তো..."

সামনে. মনখারাপ করে বসে থাকা ছেলেটা-মেয়েটা, পাশের আচমকা হতভম্ব হয়ে যাওয়া গোপীনাথ আর দু’টো ছেলের খারাপ কথার সঙ্গে কপিলের চোখ গেল পশ্চিম কোণে জমতে থাকা মেঘের দিকে। আচমকাই শিরশির করে উঠল ওর শরীর। মনে হল, এসবই যেন কীসের এক ইঙ্গিত বহন করছে। কী যেন একটা প্রস্তুতি চলছে। মনে হল, সামনে অন্য়রকম দিন আসছে।

প্রথম দিন
জয়, ২৭ জুন: সকাল

আজ চার বছর হল। চুল আঁচড়ে চিরুনিটা রাখতে গিয়ে টেবিল ক্যালেড্ডারে চোখ পড়ায় কথাটা মনে এল জয়ের। চার বছর। দেখতে-দেখতে কেমন করে যে কেটে গেল বছরগুলো! চার বছর আগের এই দিনটায় জয়ের মনে হয়েছিল, ও আর বেঁচে থাকতে পারবে না। মনে হয়েছিল, বেঁচে থাকার কোনও কারণই যে আর নেই! কিন্তু দ্যাখ্যা, চার বছুর কেটে গেল। চারটে গ্রীম্ম, শীত, বর্ষা পেরিয়ে এল জয়ের শরীর। সেই যে মনে হয়েছিল বেঁচে থাকার কোনও কারণ নেই, তা হলে কি এতগুলো বছর এমনি-এমনি বেঁচে রইল ও?

নিজেকে ভাল করে দেখল জয়। মাথার সামনে চুল সামানা উঠে গিয়েছে। চিবুকে এক পরত বেশি মাংস। বাবা বসাচ্ছে। কিস্তু তবু এখনও যথেষ্ট সুপুরুষ ও। এখনও বয়ার্তী চেয়ে অনেক ছোট মেয়েরা অন্যরকম চোখ নিয়ে ওর দিকে অচ্পিশ্য। কেয়াও তো ওর রূপ দেখেই ধরা দিয়েছিল। বাড়ির বিরুদ্ধে দি ক্রু, পাড়ায় লোকাল হেডলাইন তৈরি করে, হিন্দি ছবির ক্ক্যাইম্যা( জদের। তখন কেয়া পাগলের মতো ভালবাসত ওকে। বলত, "তোমায় आমি সবচৌ্যে বেশি ভালবাসি। তোমার জন্য আমার বুকের ভিতর একটা চন্দনকাঠের বাক্স আছে।"

তখন ওকে খুব ভালবাসত কেয়া। তখন ওকে আগলে রাখত ভালবাসা দিয়ে। কিন্তু সবই ‘তখন’। কারণ এখন ছবিটি পালটে গিয়েছে। এখন কেয়া কেমন যেন বয়ার মতো দূরে ভেসে থাকে। এখন কেয়া মাঝে-মাঝেই খুব কঠিন কথা বলে। এখন কেয়ার বুকের ভেতর চন্দনকাঠের সেই বাক্সট। আর নেই। কিন্তু যতই দূরে-দূরে থাকুক, কেয়া জয়ের সব কিছ্মু গুয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দেয় আজও। দয়া করে? না বোঝাতে চায়, আমি তোমার চেফ়ে সুপিরিয়র? আমার মন বড়? জানে না, জয় ঠিক বুঝতে পারে না।

নিজের অজান্তেই দীর্ঘপ্পাস বেরিয়ে এল জয়ের। জীবন যদি পোষা! কুকুন হত, তা হলে চার বছর আগের সময়টাকে চ.চন দিয়ে বেঁধে রাখত囚

জানলাं দিয়় ব|ইার ঙ|কাল জয়। অনেক উচৃত্ত পাখিরা উড়ছে। আর তার চালচচ্ত্র !u আকাশ, তার মুখ বেশ ভার। এবার বিশেষ বৃষ্টি হচ্ছে না। কে বলরে বর্ষা চলছছ ? টিভিতে, খবর কাগজে, চারদিকে গ্লোবান ওয়ার্মিং নিয়ে কথ্া শোনে জয়। শোনে, এভবে চললে পৃথিবীর খুব দুর্দিন আসছে। দুর্দিন! হাসি পায় ওর। আরে বাবা, আজকে বাঁচলে তো কালকের কথা ভাববে। চারদিকে এত লোক পিলপিল করছে। সবাইকে তো খেয়েপরে বাঁচতে হবে। কিস্তু সুযোগ অল্প। তাই তো সবাই আঁকাবাঁকা পথ নেয়। তার ফলে পৃথিবীকেও ভুগতে হয়। তা ছাড়া...

ধুস! মাথাটা নাড়াল জয়। কীসব আবোল-তাবোল ভাবছে। গত কয়েকমাস ধরেই এই এক সমস্যা হচ্ছে ক্রুয়র। মাঝে-মােেই মনটা হাবিজাবির দিকে চলে যাচ্ছে। ঠিক৫̧ীমলাতে পারাছ না। এতে
 সুতনুর কাছে বকাও খাচ্ছে।

শোওয়ার ঘর থেকে কৌ্রে এল জয়। সাড়ে আটটা বাজে। গড়িয়া থেকে লেক গার্ডেন্স যেতে হবে ওকে। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, ন’টার ভিতর প্ৗঁছতে পারবে কিন্না, কে জানে! সুতনু অফিসে বেরোয় সাড়ে ন’টা নাগাদ। জয়ের দেরি হওয়া মাে সুতনুরও দেরি হয়ে যাওয়া।

খাওয়ার টেবিলে মামাশ্ণশুর বসে রয়েছে। নাম জগৎ। কিন্তু জগৎসংসারের কোনণ কিছুর উপর এর কোনও টান আছে বলে মনে হয় না। সারাদিন মোট-মমাটা ঠাকুর-দেবতার বইয়ে মুখ গুঁজে রয়েছে মানুষটা। কারও সঙ্গেই বিশেষ’কথা বলে না। বিকেল হলে অটোয়অট্টায় পোঁছে যায় রবীন্দ্রসরোবর। এত দূরে রোজ গির্য কী আনন্দ পায় কে জানে! সেখানেও তো মনে হয় বিশেষ কথা বনে না কারও সাঙ। তাব মানুষটা ভাল। ঠান্ডা। আর জয়কেও পছন্দ করে। কে বলবে, এদের বাড়ির ললাকজনই জয়কে বিয়েটা মানতেই পারেনি!

জয় বলল, "তোমার জন্য কিছু আনতে হবে মামু?"
"আমার জন্য?" জগৎ মুখ তুলল।
"হ্যা। গত পরশু বলছিলে যে ইসবগুল শেষ হয়ে আসছে। সেটা আনতে হবে কি? আর ভিটামিনের ক্যাপসুলটা?"
"আজ চার বছর হল, না জয় ?"
ধক করে উঠল জয়ের বুকটা। মননষটা মনে রেখেছে? তখন তো সবে এ বাড়িতে এসেছিল। অতটা ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয়নি। তাও দিনটা মনে রেখেছে?
"আজ একটা পুজো দিও। এমন দিনে ঈশ্বরের কাছে যেতে হয়।" জগৎ বইয়ে মুখ ডোবাল আবার।

ঈশ্বর! কোথায় থাকে সে? তার ঠিকানা কী ? কাছাকাছি ল্যান্ডমার্ক? পিনকোড কত? শালা! ঈপ্পর বলে কিচ্ডু হয় না। এসব ভিতু মনুষদের ফাঁদে ফেলার জন্য ধান্দাবাজ মানুষদের কল্লু এমন দিনে ঈশ্বরের কাছে যেতে হয়! হঁঃ! যদি সেই ব্যাটা থাক্টু তা হলে কি এভাবে বাড়িটা শূন্য থাকত? তবে কি টলমলে পাম্DP.

খট শব্দে বাথরুমের দরজ্জু য়্য়ল বেরল কেয়া। স্নান সারা হয়ে গিয়েছে। লাল সায়ার উপাঁ্যাল র্মাউজ। আর এসবের উপরে লাল শাড়িটা আলগোছে জড়ান্না। কত ছোট কেয়া জয়ের চেয়ে ? বড়জোর বছরতিনেক। বলে, মেয়েরা নাকি সহজে বুড়িয়ে যায়। একদম বাজে কথা। কেয়ার যেন বয়স কমছে। এমনিতেই পাতিলেবুর মতো গায়ের রং কেয়ার। তার উপর লাল শাড়ি গায়ে। ইদানীং মাথার চুলেও ডোরাকাটা খয়েরি রং করিয়েছে। এইসব মিলিয়ে কেয়াকে দেখলেই পেটে গুড়গুড় করে জয়ের। নিজের বউকেই পরশ্ত্রী লাগে।

এখনও কেয়ার দিকে চোরাদৃষ্টিতেই তাকাল জয়। ওুড়ুড় ভাবটা আরও নীচের দিকে নামছে। কতদিন যে কেয়াকে ও ধরেনি! কেয়া আর ওর সঙ্গে শোয় না।
"তুমি এখনও বেরোওনি?" কেয়া নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।
"না, বেরব এবার। এই মামূর কাছে জানতে এসেছিলাম, কিছু লাগবে কিনা।"
"যশের সও্গে কথা বাল্লছা,লে গতকাল!" .কেয়া জি.্ঞেস করল।
"যশ!" জয় থমক|ল একটু। এই রে, নামটা চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু কী বলতে গিায়ে r.কয়া বলেছিল নামটা ঠিক মনে করতে পারছে ना 心।
"র্যঁঁ যশ! গতকাল তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না ওর সজ্গে ? সন্ধে আটটায় ওর বেলতলার অফিসে যেতে বলেছিল না তোমায় ?"
"ও!" জয় চোয়ালাল শক্ত করল। এই রে, একদম ভুলে গিয়েছিল। আসলে কেয়া একটা বিউটি পার্লার খুলতে চায়। তার জন্য একটা ঘর মোটামুটি ঠিক হয়েছে মহুয়া সিনেমার কাছাকাছি। সেই সম্বন্ধেই কথা বলার ছিল। কেয়ার একটা লেড্ডিস টেলারিং শপ আছে। তাতে থদ্দেরও বেশ ভাল হয়। ফলে সন্ধেবেলা দোকান ঢ্রেড় বেরতে পারে না কেয়া। সেই জন্য জয়কে কয়েকদিন আগে বট্ট্রেররূখছিল যশের সঙ্গে দেখা করার জনা। হাজার ঝঙ্জাটের মধ্দেণ্টাই ভুলেছে ও।

জয় অপরাধীর মতো মুখ ব্র্র্র্র তাকাল কেয়ার দিকে। ও দেখল, পাতিলেবু রাগের চোটে নু, হলে আর জ্ঞান থাকে না। এই কমলা রঙের মুখের মেয়েটাকে বেশ ভয় পায় জয়।

কেয়া বলল, "এতটা ইরেসপনসিবল কী করে হুলে তুমি?"
"আমি... মানে..."
"মানে? কীসের "মানে? যত্তসব বাজে কথা মনন থাকে! এখনই সুতনু কিছু বলুক, লেজ ঘাড়ে করে দৌড়রে তখন। আর আমার কথা মনে থাকে না, না?"
"শোনো কেয়া, ক’দিন ধরে হাজারটা ঝঙ্ঞাট চলছে। তারই মাঝে এটা, মানে...তুমি রাগ কোরো না।" জয় এগিয়ে গেল কেয়ার দিকে।

কেয়া দু’পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "একদম কাছে আসবে না। ইরেসপনসিবল ! অসভ্য একটা লোক! কেন যে বাড়ির অমতে..."
"আমায় বিয়ে করে খুব পস্তাচ্ছ, না?" জয় দেখল, জগৎ বইপত্তর গুছিয়ে নিজের ছোট্ট ঘরটায় पুকে গেল।
"‘্যাকামো হচ্ছে, না? ন্যাকামো? কেন যাওনি যশের কাছে? কেন ? আমি কিছু করি তুমি চাও না, সেটা বললেই হয়।"
"আমি চাই না তুমি কিছু করো? তোমার এই টেলারিংত্যের দোকানটা কে ঠিক করে দিয়েছে? কে মেশিন, আসবাবপত্তর কিনে দিয়েছে ?"

কেয়া বলল, "লজ্জা করে না, কাজ করে আবার বলছ ? সারা জীবনে আমার জন্য আর কী করতে হয়েছে তোময়্ ? একটা-একটা..."

জয় মাথা নিছু করে ডাইনিং টেবিলের পালে রাখা ডিভানটায় বসে পড়ল্। ভাল লাগছে না এসব। সকালের মনখারাপটা ক্রমশ রাগের দিকে বাঁক নিচ্ছে। রাগ, এই রাগই একসময় সর্বনাশ করেছিল জয়ের। সেই দিনটায় পুলিশের সজ্ে রাগারাগি না করলে হয়তো...এই রাগটাকেই ও ভয় পায় সবচেয়ে বেশি। ও জানে, কেষ্রুখন অনেক কথা বলরে ওকে। কিস্তু সে-সবে কান দিলে হবে ক্ণী হলে রাগ আরও বাড়বে। কেয়াকে কিছুতেই ও বোঝাতে প্র্রেবে না যে গত কয়েকটা বছর কীভাবে কেটেছে ওর।

সুতনু রায় জয়ের বস। সঙ্গে। সুতনু লোকের কাছে জয়ের পরিচয় করায় পিএ হিসেবে। কিন্তু জয় জানে পিএ-র চেয়েও জয়ের দায়িত্ন অনেক বেশি। সুতনুর জন্য প্রয়োজনমতো শরীর পেতে গুলিও নিতে হবে জয়ক্। আলো, অন্ধকার, সুতনুর সমস্ত কাজের জনাই, জয়কে দরকার।

গত কয়েকদিন স্ক্র্যাপের লোহার টেন্ডারটা নিয়ে খুব অশান্তি গিয়েছে। লিলুয়া ওয়ার্ডের লোহার স্ক্রাপের উপর এতদিন দখল ছিল ঝাপুবাবুর। সেটা ভেঙে সেখানকার স্ক্রাপ কেনার জন্য গত বছরখানেক খুব চেষ্টা করেছিল সুতনু। সঙ্গে অবশ্য জয়ও ছিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে সফল হয়েছে ওরা। স্ক্রাপেপে বরাতটা পেয়েছে। এই নিয়ে গত চার মাসে দু’টো কাজ ঝাপুবাবুর প্রায় মুঠো খুলে বের করে নিয়েছে ওরা। এই স্ক্র্যাপের কাজটা পাওয়ার পর ঝাপুবাবু ফোন






 কিডন্যা!পর রমরম ব্যবসার ক্ষেত্রেও ওর নাম শোনা যায়। তাই এমন গুণধর লোক দুঃখ পেলে ডাউনচেনের মানুষজনও খুব একটা সুখে থাকে না।

তবে সুতনু রায়ও কিছ্হ যোগীপুরুষ নয়। তারও নানা ধূসর ব্যব̣সা আছে। বেআইনি ডলার ভাঙানো, লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীর স্মাগলিং, ब্লু-ফিল্মের প্রোডাকশন থেকে আরও নাজ্ড ক্ষেত্রে প্রায় ‘গ্রুপ অফ
 লোক পাচার করার ব্যাপারটাঞ্ஆंजनू মনোযোগ দিয়ে ভাবছে। ইউরোপ, আমেরিকায় সস্তার্প্পুবারের চাহিদা বেশ ভাল। ডিমান্ডসাক্লাইয়ের হিসেবে ভাব্ক্রের্রিজগার নেহাত মন্দ হবে না।

এসবের সঙ্গেই অ্যাশ হ্যান্ডলিং, কুলিং টাওয়ার, রেলের স্ক্রুাপ, কাস্ট আয়রন মোল্ডিংয়ের ব্যবসাটাও রেখেছে সুতনু। এই কালো-সাদা সমস্ত কাজেই জয়কে ছায়ার মতো লেগে থাকতে হয় সুতনুর সজ্পে। সকাল ন’টা থেকে রাত এগারোট-সাড়ে এগারোটা অবধি ও সুতনুর সঙ্গে থাকে।

কিন্তু এখনই প্রায় ন’টা বাজতে দশ। আজ দেরি হবেই। ডিভান ఁথকে এবার উঠে দাঁড়লল জয়। কেয়া অনেক চিৎকার-চেচচামেচি করে সদ্য ঘরে গিয়েছে। আবার কিছু ঙুরু করার আগে বেরিয়ে পড়তে হবে। পা!শর টেবিল থেকে বাইকের চাবিটা তুলে নিল ও। আর ঠিক তখনই
 বলাই এই০। আরে, হঠাৎ হাতকাটা বলাই ফোন করল এ সময় ?
"そা, বन।" সংক্ষেপে বলল জয়।
"শিবি নড়াচড়া শुরু করেছে। তুমি ঠিকই বলেছ জয়দা।"
"হম," জয় গভীর হল, "শোন, সময়-সময় জাস্ট খবর দিয়ে যাবি আমায়। আর আমায় না জানিয়ে কিম্মু করবি না। বুঝেছিস ?"
"乡্যা জয়া," বলাই थूব বাধ্য গলায় বলन।
"পরে যোগাযোগ করছি। এখন রাঘা" জয় ফোনটা কেটে পকেটে जোকাল। ভুরুটা आপনা থেকেই কুঁচে গিয়েছে। এমনটা যে হবে ও আন্দাজ করেহিল। ঝাপুবাবু তে হুপ করে বসে থাকার লোক নন। শিবি ঝাপুবাবুর হয়ে কাজ করে। মানে অন্ধকার কাজকর্ম। তবে শিবিির দনেও বলাই লোক ফিট কটরর রেথেছে। সেখানাকারই থবর আর कী! তবে এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। আরও দু’-একটা দিন না গেলে বোঝা যাবে না বে ঝাপুবাবু কী করতে চায়!
ফোনটা আবার ককিয়ে উঠন। ওঃ, এত্রুহুয়ছহ এক অশান্তি! সাড়ে

 সবার কাছে আছে।
 কানে তুলল জয়।
"প্রায ন"ঢা বাজ্জ। তুমি এখনও এলে না তে ? ঢুমি কোথায় ?" সুতনুর চকচকে ভীষণ ভদ্দ গলাটাকে আজ কেমন এবুু কঠিন শোনাল।
"দাদ, বাড়িতে কেয়ার এবদু শরীরটা খারাপ হয়েছে, তাই এখনও বেরতে পারিনি" জয়্ সটান মিথ্যে বনে দিল।
"ও", একু সময় নিল সুতনু, তারপর বনन, "ঠিক आছে, শোনো কিছ্ ডলার আসছে। মাক্কেটের হাফ প্রাইস। নিউ মার্কেটের পিছেনে শামিম থাকবে। ঢুমি ওর সল্গে দেখা করো। প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো মান। প্রথতম তিরিশ লাখ দিতে হবে। বুঝতেই পারহ, তোমায় को করতে হবে।"

জয় দীর্ঘপাস ছাড়ল আবার। আজ্. দীর্ঘষাসের দিন।






↔！্য় গ গলার ভিতর আচমকা রবারের বল আটকে গেল যেন। যেন ：।．．। ইল，জীবন বেরিয়ে যাবে একদম। মटে হল，আর কোনওদিন কথা বল！৩ পারবে না। তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিতে－নিতেে বলল， ＂দাদা，আমি ঠিক পৌঁছে যাছ্ছি। আপনি ভাববেন না।＂
＂সত্যি তুমি ঠিক আছ তো？＂সুতনু আবার জিজ্ঞেস করল।
＂衣া দাদ।। আমি পপাঁছে যাচ্ছি।＂
ন’টা দশ। ঘড়িটা দেখে একবার শামিমর্রুকোন করে জয় বলে নিল কখন কোথায় দেখা করবে। অন্ধকার ফ্পিন কাজে গেলে জয় সা়্ি
 টাকা দাম। সুতনুই কিনে দিমা কি কিন্তু আজ সঙ্গে নেবে না। কারণ জানে শামিম নিজেরটা নিচ্ট্রু বৈরবে। তা ছাড়া আজ এসব ধরতে ইচ্ছে করছে না।

জুতোর র্যাকটা কেয়ার ঘরের পাশে রাখা থাকে। সেখান থেকে জুতোটা নিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়̣ল জয়। ঘরের ভিতর মোবাইলে কথা বলঢ়ে কেয়া। কিছুক্ষণ আগের সেই রাগ আর নেই। বরং মুখে চওড়া হাসি। বুকটা আচমকা জ্রলে গেল জয়ের। কী এত হাসির কথা যে ルজাকর দিনেও হাসতে হবে？জয় দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল।

य। গুনল তাতে শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় এসে জমা হল ওর। －॥জ心（ফানে বাঁশির সজ্গে গক্প্ করছে！বাঁশি কী খেয়েছে，কাল কখন 111．9 y｜ম／য়াছছ，তা জেনে কেয়ার कী লাভ？বাঁশির সঙ্গে কথা বলার



ও? বলেছে বে, নরকের לুকরোগুেনো এখনও. বেঁচে আছে জয়ের মধ্যে!

রथী, २৭ জুন: সকাল
ভাঙ্ মোম রং ঘবে-ঘষে আকাশটকে সূর্यাત্তের মতো খুনখারাপি লাল করে দিচ্ছে ছেনেটে। ছোট মাথাট ঝুঁকে আছে কাগজের উপর। াঁহাত দিত্যে ধরে রয়েছে কাগজটাকে। आর ডান হাতের ছেৃয়ায় নীল আকাশের কিছুটা লাল আর কিচ্টা বেগুনি হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি মিনিট
 পেনসিলের বাশ্সও নেই৷। সবকটা রণই কেমন ময়না, ভাঙা আর ছেট্ রথী জানে, ভাল বাড়ির ছেলেরা এমন রংন্ব্রুন্লসিল বাতিল করে দেয়। সেই বাতিল রং দিত্যে ছেলেটা এমন দাট্পছপি आঁকছে ! ওর মরো ন’-


 করার সুৰ্যাগ পাওয়া ভেত ! কিন্তু জীবন বাচ্চাদের ক্রিবেট নয়। এখানে আউট মানে আউট। কোনণ সেকেন্ভ চাে্ের জায়াা নেই।
এই গলিটা সরু। পাশ দিয়ে কানো-জল-বওয়া ড্রেন চলেছে। তবে সতি-সত্যি জল বইছে না ততত। বহং দাঁড়़িয়ে রয়েছে। জনের উপরের তनটা কেমন থকথকে হয়ে আছছ। অস্বস্থ্রর পরিবেশ। গলির একদম শেষপ্রান্তে একটা প্ৰাস্টিক আর টানির जাপ্রি মারা চায়ের দোকান। হিমি চা আনতে গিয়েছে সেখান থেকে। রথী বনেছিন, খােে না। কিস্তু হিমি শোনেনি। সাধ্য বিশেষ কিছু নেই হিমির। কিন্ুু তবু ব্যেক্ আছছ, তা দিত্রেই রথীকে आপ্যায়ের ঢেট্টা করে মেয়েটট।। কে বলবে, এই মেয়ে বিকেল হাে রং মেথে ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁ়়ায? কে বলবে, এই মেয়ে ছ্য়াটে চেহারার লোকগুনোর নীচে ওুয়ে রোজ রাতে পিষ্ট হয়?






 c.২!.ゅ !,মরে দেওয়া স্ট্যাম্পটা ঘষতে-ঘষতে নেলো বলছিল, "শশালা এমন দেগে দেয় কেন বলো তো? সরকারের অন্য কাগজে দ্যাখ্যা আবছা, প্রায় চোথে দেখতে পাওয়া যায় না এমন স্ট্যাম্পের দাগ। আর আমদের হাতে দ্যাথো, যেন গরুর গায়ে ছাপ্রা লাগিয়েছে! শালা!"

নেলোর সজ্গে জেলেই অ!লাপ হয়েছিল রথীর। প্রথম দিন পুরনো হোমরা-চোমরা কত্যেদিদের চড়চাপড় র্যে রাতে যখন এককোণে বসেছিল রथী, নেলো এসে একটা বিধ্টে এগিয়ে দিয়ে বত্নছিল, ‘কী বস, একটু নাট পেঁচিয়েছে বলেইুপ্রুন ফোকাস নিভিয়ে বসে আছ? তাও তো পিছনে টুনি জ্বলেনিা
"মনে?" বিরক্ত গলায়্ণিজ্ঞেস করেছিল রথী।
"ও মাল, তুমি কে (গাে? জেলে এসেছ আর এসব শিৰে আসোনি? যাক গে, নাও বিড়ি খাও। মনটা চনমনে হবে একাু।"

রथী বলেছিল, "আমি সিগারেট খাই, বিড়ি খাই না।"
"কী?" নেলো এমন মুখ করে তাকিয়েছিল যেন জীবনে প্রথম এমন কথা ওনছে।
"কী হয় বিড়ি খেলে ? জাত যায় নাকি ?"
"ब্লসম রাগ করে।" প্রায় মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল রথীর। তবে © বাললনি। বরং বলেছিল, "মুVে গন্ধ হয়।"
"ऊँ॥", গন্ধ হয়!" নেলো বলেছিল, "এখানে কে তোমায় চুমু



কথা বলরেও লোকটা যে ভাল, বুঝতে পেরেছিল রথী। তারপর ক্রমশ এই ছ’মসে বুঝেছে, লোকটা রথীকে পছন্দই করে।

গতকাল ঘটনাচক্রে একসঙ্গে ছাড়া পেয়েছে দু’জন। তবু নেলোর যেন যেতে ইচ্ছে করছিল না। বলছিল, "এঃ, শালা আবার খোচড়গগিরি করতে হবে। তার চেয়ে জেলেই ভাল ছিলাম। তা রথীবাবু, তুমি এথন কোথায় যাবে, দিদির বাড়ি না প্রেমিকার কাছে?"
"প্রেমিকা ?" থতমত খেয়ে গিয়েছিল রथী। নেলো জানল কী করে ? গত ছ’মাসে তো ব্লসমের নাম একবারও ভুলেও কাউকে বলে দেয়নি! তা হলে?
"শোনো শালা, ন্যাকামো কোরো না। আমি কি ঘাসে মুখ দিই नাকি? তোমার প্রেমিকা নেই?"
"कী যা-তা বলছ?" বেকায়দায় পড়ে গভ্ভীর হওয়ার চেট্টা করেছিল রथী। ও চায় না ন্লসমের কथা এদের মত্রের্লোক জ:নুক।
"যা-তা বলছি? শালা বিড়ি খেলে e্erz গন্ধ হয়! প্রেম না করলে


রথী কিছু না বলে চুপ করৌো।
নেলো আবার বলেছ্ছির্র্র "সে যা হোক। তোমার পেরাইভেট ব্যাপারে আমি চুলকোতে যাব না। তা এখন কোথায় যাবে ?"

দিদির বাড়িতে যে যাওয়া যাবে না সেটা ভালই জানত রথী। গতকাল দিদির মেয়ের জন্মদিন ছিল। এ দিনটায় দিদি কেয়ের স্কুলের কিছু ছেলেমেয়েকে নেমম্তন্ন করে। কেক কেটে, লুচি-মাংস থেয়ে, দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়েরা হইচই করে ওদের ছোট্ট বাড়িটা জুড়ে। এমন দিনে ‘জেলফেরত মামা’ ব্যাপারটা ঠিক খাপ খাবে না।

রথী বলেছিল, "দেখি।"
নেলো ছাড়েনি ওকে। এক মদের ঠেকে নিয়ে গিয়ে গলা অবধি বাংলা খাইয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে শুকনো লঙ্কা দিয়ে তৈরি মুরগির নাড়িঁুঁড়ির চাট।

রাত দশটায় কলকাতাকে পাহাড়ি অঞ্চল বলে মনে হচ্ছিল রথীর। পা







〔々ঝ্ন এক খদ্দের ছেড়ে আবার বেরনোর তোড়জোড় করছিল। এমন সময় রথীকে দেখে থমকে গিয়েছিল।
＂এই নাও চা।＂হিমি ছোট্ট কাচের ঞ্নাসটা রথীর সামনেন ধরল।
রথী হেসে বলল，＂এবার চলে যাব। একবার ছানুর কাছে যেতে হবে।＂
＂ছানু？＂হিমি অবাক হয়ে তাকাল।
সত্যিই তো，হিমি জানবে কী করে？র্ক্রুত্র নিজেকে বোকার মততা লাগল। বলল，＂ওই，আমার বন্ধু। অর ee কাজ আছে একটু।＂
＂মান তো সেই গুল্ডাগিরি＂তিপ＂রথীর থেকে চোখ সরাল না।
＂नা－না！＂রथী গরম চায়ে সাম্তব চুমুক দিল। তাড়াতাড়ি শেষ
 দিতে শুরু করবে।
＂তুমি বোঝো না এসব খারাপ？ভদ্রবাড়ির বিএ পাশ করা ছেলে হয়ে গুল্ডামো করে ছ’মাস ঘানি ঘুরিয়ে এলে। এতে কি তোমার মান বাড়ল？＂

রথী প্রাণপণে আর একটা চুমুকে চা－টা শেষ করল। পানসে，গরহ একটা তরল জিভের বারোটা বাজিয়ে নেমে গেল পেট অবধি। ও অন্যদিকে মন ঘোরানোর চেষ্টা করল। হিমির কথা শোনার কোনও มান্ন হয় ना।

অনা কেউ হুলে কিন্তু রথী তাকে আরও দশটা কথা শুনিয়ে দিত।
 શ｜৩か｜ট̈｜বলাইয়়ের গ্রুপের চারজন একবার তাড়া করেছিল রথীকে।

হাতে ওয়ানশটার আর চপার ছিল। সেদিন মৃত্যু নিশ্চিভ ছিল রথীর। কালীঘাট ব্রিজ দিয়ে দৌড়ে নেমে ও এই গ্গোলকধ্ধাধায় ঢুকে পড়েছিল। পিছন্ে ধেয়ে-আসা পায়ের আওয়াজ ক্রমশ দূরত্ন কমাছ্ছিল। একটা গুলি প্রায় কোমর ছুঁয়ে বেরিয়ে গিত্যেছিল। মৃত্যুভয় দিশেহারা করে দিয়েছিল রথীকে। সামনের বাঁ-দিকে একটা গলি পেয়ে তার ভিতর আচমকা লেফট টার্নে ঢুকে গিবয়েছিল Є। তারপর কিছ্ছো দৌড়ে উপায় না দেথে টিনেন দরজা দেওয়া এক্টা টৌকো ঘরের ভিতর নিজেকে থ্রায় ছড়ে দিত়েছিল রथী।
"কী হল, কথা কানে ঢুকছে না ?" হিমি आড়ল দিয়ে Cখখাচা দিল রথীর পেটে। ছ’ফুট লম্বা শরীরটা একটু ঝুঁকল সামনে।

রথী হাসল, বনল, "আমি আসি হিমি। ছ’মা পিছিয়ে পড়েছি জীবন থেকে। এক-একটা মুহ্র্ত এখন আমার কার্ভু দামি।"

হিমি হাসল, "যাও। তবে সাবধানে
 কলেজে যাওয়ার সময়ও মা বার ‘সাবধানন।’’

কার থেকে সাবধান ? থের থেকে সাবধান ? ভা জানভ না রথী। হয়ততা মা-ও জানত না। কিন্তু সংস্কারবশত বলত, "সাবধানে।"

সাবধানতা রথীর জীবনে নেই। ছোট থেকেই ডানপিটে ও। ছ’ ফুটের শরীরট! লোহা দিয়ে তৈরি। মারপিট করত্তও পিছপা হত না। কলেজে ভর্তি হয়ৌই অমন দশাসই চেহারার জন্য সহজেই ও সকলের নজরে পড়ে গিত্যেছিল। না বুঝেই করলেজ পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েিিল। কলেজে রুলিং ইউনিয়নের একটা ছেলের সঙ্গে সামান্য কথায় একদিন ঝগড়া শুরু হয়েছিল। হাত চালিয়ে দিয়েছিল রথী। ছছলেট। মার !খয়ে অজ্ঞ্যন হয়ে গিয়েছিল একদম। আর কলেজের নির্রাপীরা রহীকক 'আমাদের ছেলে’ বালে মাথায় নিয়ে নাচানাচি শুরু কর়র দিয়েছিল।

পড়াশোনায় কোনওদিনই সুবিধে করতে পারেনি রথী। কেউই কোনজদিন ওকে নিয়ে ন।চানাচি কররনি। ফলে জীবনে প্রথম ‘হিরো’



 সা．；か心 かたরা।＂
＂就 কজ！＂র রথী অবাক হয়়ছিন।
লোকটা হেসে বলেছিল，＂দেশোদ্ধার ভাই দেশোদ্ধার！এই তো দেশের কাজে বাঁপিয়ে পড়ার বয়স। তোমার পোটেনশিয়াল আছে। না হলে বরেনদার মত্তে এমএলএ তোমার কথা বলেন ？গত ইলেকশনে ডুমি তো এক্দম ক্যান্টার করে দিয়েছ！＂

আর厅 কিছুহ্ষণ কথা বলার পর রথী রাজি হয়ে গিয়েছিল লোকটার সঙ্গে কাজ করতে। কিন্তু ঠিক কী কাজ করবে，তা বুঝ্তে পারেনি। তবে
 করেনি।

লোকটা যাওয়ার আগে হেসে নুপキミল，＂মন দিয়ে কাজ করলে এ লাইান উন্নতি বাঁধা। তবে খত্রুাছে। পারবে র্ত？＂

রথী নিজের হাত মুঠো বলোর্রিল，＂সেটা দেখে নেবেন।＂
＂গুড！＂ল্লাকরা হেসেছিল। তারপর চলে যেত্ গিয়েও থমকে দাঁড়িয়া প：ড়़ছিল মুহ্রুকাল। বলেছিল，＂কাল থেকেক আমার অरিসে এসো। এই．নাও কার্ড। আমার নাম শিবরতন ！．ঘায়। ত．ব সবাই আমায় শিবি বলে।＂

ছানুর একটা পানের দোকান আছে। সেখানে অবশ্য সাট্টার বোর্ডও বরে। তবে বাইরে ণেকে পানটাই বোঝা যায়। ইদানীং ছানু পুরিয়ার লাইনেঙ ঢেকার চেষ্টা করছে। শিবির কান এড়িয়ে ব্যাপারটা ঘটাতত চায় ও। কারণ ছানুর কথা，＂বিড়াল শাল৷ জানলেই কমিশন খাবেi＂ শিবির চোখটা ধৃসর বলে ওকে পিছনে রথীরা বিড়াল বলে। রথী ছানুকে এই বাবসায় ওডড়াভে বারণ করেছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে？বরং

ছানু নানাভাবে রথীকে নিজের কাজে লাগাতে চায়।
তবু ছানুকে পছন্দ করে রথী। ছেলেটার মধ্যে একট। অদ্রুত সারল্য আছে। জেনে যাওয়ার দু’দিন আগে ওর কাছে বাইশ হাজার টাকা রাখতে দিয়েছিল রথী। টাকাটা নিতে হবে এবার। ওখান থেকে হাজারপাঁচেক দিদির হাতে ধরাতে না পারলে দিদি বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

বলতে খারাপ লাগলেজ এটা সত্যি যে, রথীর দিদি, মানে রণিতা, পয়সার ব্যাপারটা ভাল বোঝে। ছোট থেকেই নিজেরটা গুছোতে জানত ভাল। বিয়ের পর জামাইবাবুর প্রতাপে টাকা নিয়ে খিটিমিটি করতে পারত না। কিক্তু দেড় বছর আগে জামাইবাবুর আচমকা মৃত্যুর পর দিদি যেন আরও টাকার লোভী হয়েছে। যদিও কথায়-কথায় বলে, ‘‘টাকা না গুনে রাখলে আমার চলবে? মেয়েকে তো আমাকেই মানুষ করতে হবে।" জামাইবাবুর জমানো টাকার সুদ আর বৃদ্ধ শ্বশুরের পেনশন দিয়েই সংসার চলে দিদির। তাই শ্বঞুরমশাউ্রোপীনাথকে দিদি বিশেষ কিছু বলে না। যা বলার বলে রথীকে।

রথী কী করবে? কোথায় যাবে ঔ9 বাবা-মা দু’জনেই মারা গিয়েছে। থাকার মধ্যে দিদি। তাই তার কু ভাতটা তো মুখের কাছে র্রে। একা ঘর ভাড়া করে থাকলে সেটাও তো হত না। অবশ্য ভাতের সঙ্গে মুখঝামটাণভ পায় রথী। কিন্তু গায়ে মাখে না। জানে, দু’-আড়াই হাজার টাকা ফেনলে দিদি চুপ করে যাবে। টাকার চেয়ে বড় শান্তিরক্ষক আর কেউ নেই সংসারে। শালা, সব্বাই টাকার বশ!

কিন্তু এবার দুই-আড়াইয়ে হবে না। ছ’মাস জেলে ছিল রথী। দিদির মুখ বন্ধ করতে হলে মিনিমাম পাচ হাজারের নোট ছাড়তে হবে। তাই ছননুর কাছে না গিয়ে উপায় নেই রথীর।

পান বানানোর জন্য ছানু একটা নতুন ছেলে রেখেছে। আর দোকানের বাইরে বড় কোন্ডড্রিঙ্ক রাখার ফ্রিজটার পাশে টুল নিয়ে বসে রয়েছে নিজে।

৩রে ছানুর সক্গে কথা শুরুর আগেই ছানুর ఢথকে হাত-দশেক দূরে দাড়ানো দু’টটা ছেলে আর একটা মেয়ের দিকে নজর গেল রথীর। একটা ভাল চেহারার লম্বা ছেলে চামড়ার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে টাই ঝুলিয়ে দঁাড়িয়ে রয়েছে। রথীর অভ্যস্ত চোথ বুঝল ছেলেটা বেদুবাবু। ঘুরে-ঘুরে কিছু বিক্রি করে। গলার টাইটা দিয়ে মশারিও টাঙানো যায়। দ্বিতীয় ছেলেটার কাঁধ অবধি কোঁকড়া চুল। গোঁফটা কামানো। কেমন বদখত একটা ফ্লোরাল প্রিন্টের শর্টশাঁ্ট পরে রয়েছে। পিঠে কোনাকুনি করে নেওয়া একটা ব্যাগ। এমন কটিংয়ের পিস দেখলেই জুতোতে ইচ্ছে করে রথীর। ওর কলেজেও এমন কিছু যন্তর ছিল। কেউ কবিতা লিখত, কেউ গান গাইত; আর এমন ভাব করত যেন সকান-বিকেল নোবেল প্রাইজ় রিফিউজ় করছে।

ভাল জিনিস শেষে খাওয়ার মতো সবচেয়ে দরনীয় জিনিসটার দিকে শেষে চোখ গেল রথীর। চাপা জিন্.সর প্রার্য আর লস্বা ঝ্লেলের একটা
 সুন্দর ত্বকই তো আসল মেক-আীপীটিতেে শোন্স কথাগুলো মনে পড়ে. গেল রথীর। আর আচ ুু তলপেটে একটা মোচড় লাগল। গত ছ’মাস কোনও মেয়ে স্পশ করেনি ও। যেন ভুলেই গিয়েছে মেয়েদের ধরতে কেমন লাগে। মেয়েটাকে দেখে শরীরের ভিতরের একটা ঘুমন্ত রাক্ষস জেগে উঠল যেন। রথীর মনে হল, এক্ষুনি রাক্ষসটার থাবার চাই।
"ওভাবে দেখিস না," ছানুর কথায় সংবিৎ ফিরল রথীর।
ও চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে রে মালটা? এ পাড়ায় থাকে?"
"না। এ পাড়ার জিনিস নয়। ওই টাই-পরাটা এ পাড়ার ছেলে।"
রথী দীর্ঘশ্ধাস ফেলে বলল, "শালা, এদের কারা পায় রে বিছানায় ?"
"ब্লসম ঠিকই করছে তা হলে!" ছানু উত্তর দিল।
"কে? ভ্রসম? মনে?" রथী বুঝল না কোন কথার কী উত্তর দিচ্ছে ছানু।

ছানু টুল থেকে উটে রথীর কাঁধে হাত দিয়় বলল, "শশান, শিবি তোকে ডেকেছে। তার আগে এটাও শোন যে, ভ্রসম ভাল মেয়ে। ভাল ছেলেরও কিন্তু অভাব নেই।"
"মানে? কী বলছিস তুই? শালা কথার প্যাচ মারছিস ?" রথীর đৈর্য থাকছে না আর। ওর মনে হচ্ছে, ছানু কী য.যন বলতে চায়।
"অन্য মেয়ের শরীর না দেণে নিযজের পপাষা ম্যেয়েটির দিকে তাকা। গত ছ’মাস ক্লসমের সঙ্গে তো যোগাযোগ নেই রতার। তুই কি জানিস, আজকাল অন্য একটা ছেলের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ওকক?"
‘कী?" রথী ভুরু কোঁচকাল।

হাত তুলে ছানুকে থামিয়ে দিল রথী। ন্লসম অন্য !ছ:লের সাঙ্গ ঘুরছে? কেন ? রथী কি মরে গিয়েছে ? না, রথীকে ভুলে গিয়েছে ভ?

বিষাণ, ২৭ জুন: সকাল্
 কথা হবে।’ এমন বলে কেন রে ? কোথায় যাবে বল তো ? সবাই ‘চলো’ ‘চলো’ করে মাথাখারাপ করে দেয়। রাস্তায় যেতে-যেতে চারদিকে যত কথ! শুনি, তার বেশির ভাগই কথা শেষে কোথায় যেন যেতে বলে। ব্যাপারটা কী বল তো?" কপিল চিত্তিত মুখে বিষাণের দিকে তাকাল।

এ লোকটার মাথায় একটু ছিট আছে। সবসময় এমন-এমন সব কথা বলে , যে, কোনও ঊত্তরই দেওয়া যায় না। সেদিন বলে কী, চাঁদে তো জল পাওয়া গিয়েছে। তা সেখানে আবহাওয়া নেইই বলে মনুষ বাচ্তে পারে না। কিন্তু মাছ্ছেদের তো জল হলেই হয়। তা বিজ্ঞনীরা বেশ
 উত্তর দেবে? তাজ সাশ্যো্সের ছেলে হললে না হয় কিছ্জ বলা যেত। জর তো অ্যাকাউন্টেপ্পি অনার্স ছিল। নপ্পর心 খুব ভাল ছিল ন।। কেউ-ককউ

বলেছিল সিএ পড়তে। কিন্তু নিযাণ（স－রাস্ত। মাড়ায়নি। আরে বাবা，



巾 गু．। শ心। জিানস f্বক্রি করার মতে। কঠিন আর কিছু হয় ন।। লোককর পকেট থেকে একটা চার আনা বের করার চেয়ে বোধহয় পৃথিবীর সব কাজ সোজা। অন্তত বিষাণের তই মনে হয়। তা ছাড়া ওদের কোম্পানিটা চেন্নাইয়ের। খুব একটা নামকরাও নয়। טিভিতে বিজ্ঞাপন দেয়，কিন্তু তাতে পুরনো দিনের বাতিল এক অভিনেন্র্রী চোখ－ মুখ উলটে এই পিউরিফায়ারের জল কত সুস্বাদু তা বোঝানোর চেষ্টা করেন। বিজ্ঞাপনটা যতবার দ্যাখে，বিষাণের মনে হয়，ভদ্রমহিলা ওদের পিউরিফায়ারের জল খেয়ে সত্যি চোখ－হ্থ উলটে পড়ে যাচ্ছিলেন না তো！তা ছাড়া বাজারে নানারকমেষ্ণুপপউরিফায়ার এসে যাওয়ায় কম্পিটিশনও খুব টাফ। ফলে বিষ্নু৭্যুব－একট। সুবিধে করতে পারে না। সারাদিন এ দরজায়－ও দররু⿰丬士 ঘুরে－ঘুরে বাড়ির বউদি，মাসিমা， কাকিমা，দিদিমাদের মুখঝা খায়। মাসের শেষে কমিশনকে মুখ্ামটা দিয়ে ভাগ করে দেখে হাতে পড়ে রয়েছে মনখারাপ।

তবে এই সেলসম্যান ছাড়াও বিষাণের আর একটা পরিচয় রয়েছে। ও প্রাইভেট টিউশনিও করে। দু’টো ছেলে আর একটা মেয়েকে পড়ায়। ক্লাস টেন অবধি অঙ্ক আর ইলেভেন－خুয়েনভে অ্যাকাউন্টেন্সির đাঁকা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বিতরণ করে। এই দুই রোজগারের যোগফলের থেকে নিজেরইুকু বাদ দিয়ে সংসারে হাজার দেড়েক টাকা দেয় ও। এ निয়ে বাড়িতে আর কেউ কিছু না বললেও দাদা চন্দ্র মাঝে－মাঝেই থুব ঝামেলা করে। বলে，টাকা বাড়াতে，তা না হলে যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ও।

বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে？কোথায় যাবে？বাবা তো মারা গিয়েছে বছর－দশেক আগে। এখন মা আর দাদা－বউদি ছাড়া কে আছে ওর？

দাদার কথায় বউদি প্রতিবাদ করে মাঝে-মাঝে। কিন্তু দাদাটা বড্ড মুখরা। বিষাণকে দু’-একবার চড়-থাপ্পড়ও মেরেছে। মা বরাবরই শান্ত। ফলে কিছুই বলতে পারে না। মুখ বুজে ছোটছেলের হেনস্থা দেতে। আর চন্দ্র অশাত্তি চরমে তুললে বলে, "আমি তো গোটা টাকাটাই সংসারে দিই। জ তো চেষ্টা করছে। ওকে আর কিছ্হ বলিস না।" তা ছাড়া বিষাণ বোঝে শত অত্যাচার করলেও মা কোথায় যেন চন্দ্রকে একটু বেশি ভালবাসে।

চেষ্টা করাই নাকি জীবনে সব। সাফল্য নাকি সেকেন্ডারি ব্যাপার। হুঃ, বিষাণ বেঝে, এগুলো স্পিচ ঝাড়ার ব্যাপারে আদর্গ ডায়ালগ হলেও আসলে একদম ফালতু কথা। ভাবে, ও यদি একটা ভাল চাকরি জোটতে পারত, তা হলে এই বয়সে ইাটুর ব্যাথা নিয়ে মাকে আর বাচ্চাদের স্কুলে পড়ানোর ঝকি নিতে হত না। ওর অপদার্থতার জন্য মা-ই মাঝখান থেকে কষ্ট পাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ওর মনে হয়, জীবনে যেন গিট লেগে গিয়েছে, ছাড়াতে পারছে না চাকরির ভীষণ দরকার ওর। কিন্তু কোপ্ৰপ্প চাকরি? অনেক তো দেখল, পেল না তো কিছুই। মা মাঝে-মাৰ্নেজিলৈ, অজুকে বলতে। কিন্তু লজ্জায়
 প্রচুর হাত। তা বলে বন্ধু হক্ধু বন্ধুর কাছে হাত পাতবে ? ও জানে আর পারবে না। করমচা গাছে কি আর আঙুর হয় ?
"কী রে? বললি না তো! তোকে কী জিজ্ভেস করছি?" কপিল আবার থেঁচাল।

বিষাণ বলল, "তুমি টাইয়ের নট বাঁধতে পারো?"
"কী?" কপিল এমন মুখ করল যেন গরুকে খুঁটোর সঙ্গে বাঁধতে বলা হয়েছে।
"‘টাইয়ের নট। দ্যাখো, খুলে গিয়েছে। রোজ কত সাবধানে গলা থেকে খুলে রাখি যাতে নটটা না গণুগোল হয়। কিন্তু দ্যাথো, আজ দেখি টাইয়ের নটটা খোলা। নিশ্চয়ই মায়ের কাজ। এখন কে বেঁধে দেবে এটা?"

巾াপল টেবিল থেকে রেডিয়ো তুলে নব ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, "৩। आমি কী করব? आমি তো আর খুলে দিইনি। যা দোয়েলকে বल।"

দোয়েল মানে বউদি। মেয়েটা বিষাণের সমবয়সি। বুদ্ধিমতী। বিষাণকে যাৰ,থষ্ট আগলে রাగখ। বিষাণ জানে, দোয়েলকে বললেই বেঁধে দেবেে চট করে। কিন্তু দোয়েল তো স্নান করতে গিয়েছে। দোয়েলের এটাই একটা প্রবলেম। স্নান করতে যাওয়া তো নয় যেন অগস্ত্যযাত্রা। মাঝে-মাঝে চক্দ্র চিৎকার করে খুব। বলে, কী আছে বাথরুমে যে জখানে অতক্ষণ সময় কাটতে হবে? কিন্তু তবু দোয়েল শোনে না। দোয়েল বাথরুমে মানে একঘন্টার জন্য বাথরুম বুক্ড। সেই দোয়েল সবে বাথরুমে पুকেছে। দোয়েলের বাইরে বেরনো অবধি অপেক্ষা করতে গেলে অফিস যাওয়া ডকে উঠবে। কিন্তু টাইটা যে অফিসের কাউকে দিয়ে

 টিমের মাথায় যারা টিমলিডার থাট৩) তারা যেন এক-একজন হিটলার। পান থেকে চুন খসিয়েছে কী মুছে ইস্ত্রি করে ছেড়ে দেবে। এ যেন স্কুলের ডিসিপ্রিন!

কপিল রেডিয়োটা খুটখাট করতে-করতে বলল, "আজকাল কিছু বিক্রি করতে বেরুলে টাই পরতে হয় কেন রে ?"

বিষাণের বিরক্ত নাগল। কপিলের প্রশ্নের শেষ নেই। বুড়ো মানুষ, কোথায় চুপচাপ বসে ভগবানের নাম করবে, না সারাদিন এটা কেন? ওটা কেন ? কান ঝালাপালা করে দেয় একেবারে!

কপিল সম্পক্কে কাকা হয় বিষাণদের। বাবার নিজেরই ভাই। আগে বাইরে থাকত। বাবা মারা যাওয়ার পর ওদের সজ্গে থাকে। এই ঘরটাতে কপিলের সঙ্গেই বিষাণ শোয়। আর যতক্ষণ জেগে থাকে এই প্রশ্নবাণ সামলাতে হয় ওকে।
"কীরে, বললি না তো কেন টাই পরে কোনও কিছু বিক্রি করতে বেরুতে হয় ?"

বিষাণ বলল, "যাও না, দাদার ঘরে একটা ছেলে এসেছে। টাই পরা। ও-অ কিছু বিক্রি করতে এসেছে। ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।"
"অँ্যা? চন্দ্রর ঘরে ?" কপিল চুপ করে গেল।
বিষাণ জানে, কপিল মরে গেলেও চন্দ্রর ঘরে ঢুকবে না। চন্দ্রকে যমের চেয়ে ,বশশি ভয় পায় ও।

কপিল চুপচাপ রেডিয়ো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর কোনও প্রশ্ন করল না।

ওদের এই বাড়িটা তিনতলা। তিনতলাতেই ওরা ভাড়া থাকে। বাড়িওলা একতলায় থাকেন। স্বামী-ক্ত্রীই থাকেন শুধু। দু’জনেরই বয়স হয়েছে। হাঁটুতে ব্যথা, তাই নিজেরা নীচের তলায় থেকে উপরের দু’টো ক্লোর ভাড়া দিয়েছেন। এই তিনতলায় উঠতে মায়েরও কষ্ঠ হয়। কিন্তু কী আর করা যাবে ?

বিষাণ পায়ে-পায়ে দাদার ঘরে গেল। শ্শুধঘণ্টা আগে এসে বসেথাকা লোকট এথনও বকে যাচ্ছে। অবף ল্লোক না বলে ছেলে বলাই
 দাদাকে। কোথায় কত টাকা রা ক্ত (র্রাথ হবে, কোথায় ডিভিডেল্ড ভাল, কোথায় ট্যাক্স বের্ষির্টে পা পয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিষাণ দেখল দাদা খুব মন দিয়ে শুনছে।
"দাদা।" বিষাণ ভয়ে-ভয়ে ডাকল।
চন্দ্র মুখ তুলল। বিরক্তি যে কারও খুলির মধ্যে ছাপা হতে পারে, চঁন্দ্রকে না দেখলে সেটা বিশ্বাস করা সম্বব নয়। চন্দ্র বিরক্ত গলায় বলল, "তোর আবার কী হন ? দেখছিস না কাজ করছি?"
"খুব জরুরি দরকার।" বিযাণ নিচু গলায় বলল।
"তাড়াতাড়ি বল। এই কাজটা শেষ করে আমাকেও অফিস বেরতে হবে।"
"টাইটা একটু বেঁধে দিবি ?"
"টাই ?" চন্দ্র থতমত খেল একাু। ভ সরকারি চাকরি করে বলে টাইফাইয়ের বালাই নেই। চন্দ্র বলল, "তুই এটাও পারিস না ? কেন করিস
 পারব ন।।"


 !ग|न


|イयা| (ছ,লাটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "প্লিজ।"
(ছ!.লটা নিঙজজঙ একটা টাই পরে রয়েছে, নীলের উপর সাদা টিপটিপ। বিযাণ হেসে টাইটা বাড়িয়ে দিল। ছছলেটা দু’মিনিটের ভিতর ডাব্ল নটের টাই বেঁধে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ঘরে এসে ব্যাগটা গুছিয়ে নিল বিষাণ। এবার বেরবে।
"ছ/তাটা নে, घখন-তখন বৃষ্টি আস্ট্বী" কপিল কথাটা বালে উঠে দাড়াল।
"ছাত?" বিষাণ চিন্তা কর্র্য় ছাত ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগে না ওর। তার চেয়ে রেনকে小ে ভাল। কিন্তু রেনকোট পরে বাসে উঠলে বিস্তর গালাগাল খেতে হয়। দোনোমনো করে ছাতাটাই নিল ও। যদিও জানে, এই পলকা ছোট ছাতাগুলো কোনও কন্মের নয়। অন্নকটা ওর নরো।
"আচ্ছা, আমাদদর সময় তো লোকক এমনি-এমনি জল খেয়ে নিত। আর এখন সবাই এত ‘ওয়াটার পিউরিফায়ার ছাড়া জল খাব না’ বলে লাফিয় কেন রে?"

ণিষাণ দ্খখল, বাজারের ব্যাগ হাতে আবার ঘরে উদয় হয়েছে


|িग\|। এনার কড়া কিছ্হ বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টাঁ-টাঁা


হল বিষাণ। এমন সময় তো ফোন করে না অজ্য! তা হলে? নিশয়ই কোনঅ দরকার আছে। বিকেলে আবার জর সঙ্গে ,কাথাঙ যেতে হবে নাকি?

অজুর পুরো নাম অজেয় বোস। বিষাণের স্কুলজীবনের বন্ধু। স্কুলে থাকতেই অজুর মাথায় কবিতার পোকা ঢুর্কেিল। কলেজে সেটা আরঞ বাড়ে। আর এখন তো ও নিজেই পোকা হয়ে গিয়েছে। অজুকে দেখনে রীতিমডো ঘাবড়ে যায় বিষাণ। চোখ দু’টো সব সময় এমন ঢুলুুুলু করে রাখে যেন মহাকাব্য লিখল বলে। অজুর বగপের প্রছৃর বড় ব্যবসা আর দেদার টাকা। কিস্তু অজু কিছু করে না। অাবশ্য এট। বলালে ও খুব রেগে যায়। বলে, "আমি বাংলা ভাযার স্বাস্থ্যরক্ন কর্থর। জানিস, লিট্ল ম্যাগাজ্রিন বের করা কত কঠিন কাজ?"
 ম্যাগাজ়িন বের করিস। তাও দু’ফর্মার। কিু বলে না। ন্小ী হাব বলে? অজুর যা করার তা করবেই। সব মননাeৃ আর একরকম হয় ? অজ্র
 মননষজনে পৃথিবী ভর্তি হ!য় রে
 ছেলে। কাম-ধান্দা ছেড়ে কবিত মারাচ্ছে। জাাননাযার্" মাকে ঊদ্দেশ করে চন্দ্র বনে, "তোমার ছছাটছেলেরে বললে দাভ, ওই মমায়গের বুাঁটির
 ছোটটাকেও জুত্রিয়ে বাড়ি থেকে (বর করে দেব। সব ফ্রিললোডার্সের দল। বিনে পয়সায় বেঁচে থাকতে এসেছে!"



"झালে।।" কোনটা কান্ন ধরলল বিষাণ;।

"এবার বেরব।"

|イम|વ| ৭লল, "না, আছে। কেন ?"
"৩r. ঊর যাব ন।। তুই তাড়াতাড়ি পাড়ার মোড়ে আয়। পানের



 শ!?! $\uparrow \dot{j} \mid$ জায়গায় বেশ কিছু বাড়িতে চেজ় করতে হবে ওকে। তাদের -।|৷|भ|ম দিয়ে অন্তত ফিডব্যাক ফর্ম ভরাট করে আনতেই হবে। অজ্, ঋটকে দিনেই বিপদ।

সকালেই রুুটি-তরকারি খেয়ে নিয়েছিল বিষাণ। তাই এখন আর খাওয়ার ঝঞ্জাট নেই। খাবার টেবিল থেকে মায়ের তৈরি করে রেথে যাওয়া চাউমিন-ভর্তি টিফিনবাক্সট। ব্যা.গুুকুকিয়ে জুতে। পরতে শরু

 বিক্রি বাড়ে। এটাই যা আশারের

কপিল বাজারে বেরিব্ট্রুগয়েছে। দোয়েল স্নানে। থাকার মধ্যে চন্দ্র। বিষাণ আর ওই ঘরের দিকে গেল না। "দাদা আসছি," চেঁচিয়ে বরল দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল। কে জানে কাকে निয়় অজু হাজির হয়েছে। ছেলেটা নিজে কাজকন্ম করে না বলে ভাবে r.কউ-ই করে না। এমন সময় কেউ আসে ? এই নিয়ে কিছু বললেই অজ্জ, বলাব, "বেশি সময় দেখাস না। ভুলে যাস না আমার ম্যাগাজ়িনে তুইও একজন সদস্য। প্রত্টট সংখ্যায় ‘বিষাণ দেব’ নামটা ছাপা হয়।"
fিযাণের বলতে ইচ্ছে কর্র, "ভারী ত্তের ম্যাগাজ়িন রে! কীসব

 s!"e 小া.. "পারব না, या!"


পাথর চাপিয়ে দেয়। কঠিন কথা বালল অনোর মৃখ ম্লান করে দেওয়ার শিল্পটা শেখা হয়নি ওর।

পাড়ার মোড়ের পানের দোকান মানে ছননুদার দোকান। এখান (ংাকক মাঝে-মধ্যে মায়ের জন্য পান কিনে নিয়ে যায় বিষাণ। ছানুদার সঙ্গে ভালই আলাপ আছে ওর।

পাড়ার রাস্তাটা সোজা গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। ওই বাঁকের পাশেই দোকানটা। ফলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না অজুকে। বিষাণ দ্রুত পা চালাল। যতটা সংক্ষেপে সম্ভব কথা শেষ করে ওকে কাটতে হ, ব।

বাঁকটা ঘুরতেই হুাৎ হাতত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল বিষাণের। জিভ ওকিয়ে গেল। একটা ছোট্ট বিদ্যৎকণা নিম্মেষের মধ্যে শিরদাঁড়ার গোড়া থেকে মুড়ো অবধি ওঠানামা করে নিল খানিক। বিষাণ দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছানুদার দোকানের থেকে একটু দূরে জুজ্যু পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুমু। একটা চাপা জিন্স আর লম্বা বাঞ্রের্রে পরেছে। ক্লিপ দেওয়া থাকলেও কপালের উপর কয়েকট্ট্ীিনপিটে মুল লাফিয়ে পড়েছে। এই মমঘলা জু,ের সকালে এমন তো বলেছিল বিষারণের মু ল্রিখবে না। বলেছিল, অপদার্থ বিষাণ যেন কখনও না আসে ওর সামনে। जা হলে সেই কথা ভ্লে হুাৎ এল কেন কুমু? ও জানে না, ওকে দ্দখলে বিষাণের কত কষ্ট হয়?

জয়, ২৭ জুন: বিকেল
"পরশু দিন সকালে তিরিশ লাঘ টাকার জোগাড় করাড় হবে। কিন্তু পরশ তো রোববার!"

শামিমের কথাটা এথনও কননে বাজছে জয়রর। বাচ্চা ছেলে ! পককটে মেশিন নিয়্য় ঘুরনেই কি সব হয়? এই আটত্রিশ বছরের জীবনে জয় যা দেখেছে, তা দ্খাত হলে শামিমকে আর心 দু’বার জন্মাতে হবে।

ব|ન| মার। যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতেই থাকত




 U|ஈং.ン (.পরেছিল। দিদিমা মারা যাওয়ার পর মামারা তাড়িয়েই [4? ? ? |bc অকে।
(.সসময় কী কাজ না করেছে জয় ? রธের মিস্ত্রি, ছুতোরের হেল্ছার, খালাসি, পোর্টের কুলি, আরও নানারকম। সেখান থেকে সাঁতরাতেসাঁতরাত্ত এত অবধি আসতে হয়েছে জয়কে। শামিমরা ভাবতেই পারবে না সেই পথ। মায়ের ণথেকক রূপটা পেয়েছে জয়, কিন্তু মায়়র মততা চঞ্চল মন পায়নি। কারজর ব্যাপারর জ্র্যেব ময়ান্যা।গী। আটচল্লিশ

 লেনদেন্ন রবিবার কোনজ অ্তুব্য় নয়।

যে লোকটা ডলার বিত্রি, বে, সে তেইশ টাকায় ডলার দিচ্ছে। কিন্তু নোটগুলো জেনুইন কিনা ডার জন্য রামনকে পাকড়াও করতে হবে। টাকার চেয়ে এই ব্যাটাকে ধরাটা বেশি জরুরি আর কঠিন। রামনের যেন পায়ের তলায় সর্বে আহে। কখন যে কোথায় থাকে! তবে নোট চেনার ব্যাপারে মাস্টার লোক। সারা পৃথিবীর কারেন্সি প্রায় মুখস্থ। ওকে নিয়ে রোববার যেতে হবে ডলার কিনতে। কিন্তু তথন থেকে রামনের মোবাইলে ট্রাই করে যাচ্ছে। কিছুতেই পাচ্ছে ন।। মমাবাইল সুইচ্ড অফ। গাড়ির সামনের সিটে বসে অস্থির লাগছে জয়ের। ওর ইচ্ছে করছে, কলকাতার যে দু’-তিন জায়গায় রামনের ডেরা আছে সেখানে একবার নিজে पুঁ মারে। রামন ব্যাটাচ্ছেলে অন্য কাউকে দেখলে একদম ভাগিয়ে দেবে। একমাত্র জয়ই পারে রামনকে কথা শোনাতে। একমাত্র জয় বলনেই রোববার কাজ করতে রাজি হবে ও।

আসলে রোববার কিছু:তই কাজ করতত চায় না রামন। বলে, "ভগবান পর্যন্ত ছ’দিন ইউনিভার্স বানিয়ে একদিন রেস্ট নিয়েছিলেন। আর আমি নেব না?"

এমন লোককে কাজ্রে নামাতে হলে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করতত হবে। কিন্তু তার বদলে কী করছে জয় ? না, পাহারাদারের চাকরি।

কলকাতায় আকাশটা আজ বড্ড নিচু হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে, কে যেন মেঘলা রঙের একটা মশারি টাঙিয়ে দিয়েছে শহরটার মাথায়। এত মেঘ কোনওদিন জমতে দেখেনি জয়। এখনও তেমন বৃষ্টি হয়নি। এবার মন্ন হচ্ছে, সেই ঘাটতি সুদে-আসলে উশুল করে ন্নবে প্রকৃতি।

ঘড়ি দেখল জয়। প্পৌন পাঁচটা। সূর্যটা আকাশের ঠিক .কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধে হতে এখনও অনেক বাকি, তবু অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর এর ভিতর এই ঝুপ্বুস গাড়ির মধ্যে বিরক্ত লাগছে জয়ের। সেন্টের গন্ধে নাক আর মাথা দুই-ই জ্রট্রি যাচ্ছে একদম।
 বাড়িতে বউ থাকত্রে কেন যে্রেন্য মেয়েমনুমের কlছে লোক যায়,
 অন্য মেয়েদের দিকে তাকাবে। যতই ,কেয়া ওর থোক নি,জা,ক সরিয়ে রাখুক, তবু জয় অন্য মেয়েরেরের দিকে নজর পর্যন্ত দেয় না।

অবশ্য সবাই যে এমন হবে তা নয়। সবাই যে জয়ের মতো একনিষ্ঠ হবে তার কোনও মানে নেই। ওর নিজের মা-ই তো অন্যরকম ছিল।

গাড়ির পিছনের সিটে বসে থাকা মেয়েটার নাম জিনা। বয়স একুশবাইশ। সামান্য মাজা রং। চাপা নাক। কিন্তু চোখ দু’টট। বিশাল বড়। ঠোঁটটাভ চওড়া আর ছোট্ট।

একটা জান্তব আকর্ষণ যে আছে, তা অস্ধীকার কর। যায় না। কিন্তু তা বলে এর সঙ্গে এতটা বাড়াবাড়ি করা সৃতনুর উচিত নয়।

সুতনুর স্ত্রী সিমি, মানে বউদি খুব ভাল। কখনও বউদিকে জ্েেরে কথা বলতে শাানননি জয়। সুতনু যা বলে, মুখ ব্রেজে মেনে নেয়। এমনকী

 ব|গ! হয়! কিন্তু ও নিরুপায়। সামান্য , বেতনভুক। পয়সার ওজনে জিভ


সৃতনুদের বাড়িট৷ বিশাল বড়। একটা অংশে সুতনুরা থাকে আর -লब। অংশে থাকে ওর দাদা বিতনু। এই বিতনু মানুষটা খুব সৎ। একটা বড় চার্টার্ড অ্যাকাউস্টেন্সির ফার্ম আছে ভদ্রলোকের। দেদার পয়সা। งণব সাদা পয়সা। সুতনুর মরতো কালো পয়সা নয়। বিতনুর সামনেই একমাত্র সুতনু সংযত থাকে।

ত্বু কেন যে এই জিনাকে নিয়ে সুতনু এমন বাড়াবাড়ি করে! গিরিশ পার্কের কাছে জিনাকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে সুতনু। সজ্গে দু’জন आাদরেল চেহারার মহিলাকেও রেখেছে সেখার্ন। তারা কাজের সঙ্গে-

 शাতে জিনাকে ছড়়ত ভরসা পাযুৃ@ সুতনু। আটচধ্মিশ বছর বয়সের লোক যখন নিজের অ.ধ্ধকেরুয়ে কম বয়সের মেয়ের প্রেমে পড়ে তখন এমনই হয়।

তবে জিনা যন্তর জিনিস। যাকে বলে একদম কম্পালসিভ ফ্লার্ট। জয়রে পপলেই জিনা শরীর আর কথা বাঁকাতে শুরু করে। নানা ऊাছিলায় জয়কে ,ছোয়ার চেষ্ঠা করে। বিরক্ত হরেেও জয় তা দেখাতে পারে না। ঞুধু নিজে.ক সরিয়ে রাখে।
"ত্তোমার পুরো নাম ব্যে কী?"
পিছনের সিট থেকে সামান্য ফ্যাঁসফ্যাসসে গলায় প্রশ্মটা ভেসস এল।
জয়ের দীর্ঘশ্ধাস পড়ল একটা। মেয়েটা আবার বকতে শুরু করল। ওফ! ও বলল, "জয়সেন রাউথ।"
"সেন রাউথ। দুর, এমন কোনও টাইটেল হয় নাকি?" মেয়েটা হাসল। যেন খুব মজার কথা বলে ফেলেছে।
"আমার পুরো নাম জয়সেন। সেনটা নামেরই অংশ।" গাড়ির

ড্রাইভার বিষ্ণুর চোঁটে আলতো হাসি দোখ জয় আারও গঙ্ডীর হয়ে গেল।
"‘, জাস্ট লাইক তানসেন, না ?" কাচ ভাঙার মর্তা হাসির শব্দ এল পিছনের সিট থেকে।

আবার রামনের মোবাইনে ট্রই করল জয়। এখনও বন্ধ! শালা করছেটা কী? আজ তো রোববার নয়, আজ শুক্রবার। তা হলে ? কোন চুলোয় আছে যে মোবাইল বন্ধ করে রোখাছছ?
"আচ্ছা তোমার ওয়াইফের নাম কী ?" জিনা প্রশ্ন করল।
"কেয়া।" উত্তর না দিলে জয় জান্ন মেয়েটা আরও বাড়াবাড়़ করবে।
"ইজ্র শি প্রিটি ?"
"六াঁ, খুব সুন্দরী।" কথাটা বলা মাত্র সকালে ,কেয়ার লাল পোশাকে মোড়া শরীরটা ভেসে উঠল চোখের সা়্রের্রে হাসিটা ভেসে উঠল। বাঁশির সঙ্গেই না কথা বলছিল? বুর্কেক্ধী心তর কে যেন এক বিকার অ্যাসিড ঢেলে দিল জয়ের। বাঁশিত্ৰির্গে অমন করে কথা বলে কেন কেয়া?

কেয়ার যে লেডিস টেল্দর শপটা আছে, সেখানে কাজ কার্র বাঁশি। ও ছাড়া আরও তিনজন ম্যেয়েও কাজ করে সেখানে। বাঁশির বয়স সাতাশ-আঠাশ বছর। মিশমিশে কালো রং আর দৈত্যের মতো চেহারা। ভাল নাম বংশী। কিন্তু লোকের মুখে সেটা বাঁশি হয়ে গিত়েছে।

দোকানের মাল আনা-নেওয়া থেকে শুরু করে বাইরের সমস্ত কাজ বাঁশি একা হাতে করে। কেয়া খুব নির্ভর করে ছেলেটার উপর। তবে ইদানীং মান মাস-দু’য়েক হন একটু বেশিই নির্ভর করঢছ। বাঁশিির বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। বাবা পুরুতগিরি করে। ফলেে বাঁশির উপরই সংসার। এমন একটা ছেলেকে কেয়া সাইকেল কিন্ন দিగয়াছে। মোবাইলও কিত্ন দিয়েছে। কখনও-কখনও রাতে বাঁশির সজ্গে ফোনে গল্প করতেও শনোছে কেয়াকে। কষ্টে, হিংসায় মরে গিয়েছে জয়ী। আর ঈুধু গিত্যেছে নয়, যায়। এই গাড়ির মধ্যে বসেই ওর শরীর একদম দুমড়ে আসছে

স丬্রণায়। আজকের দিনটাতেঅ কেয়া কী করে পারে সব ভুলে হেসে কথ！বলতে？
＂সুতনু তোমায় বলেছে যে আজ আমার বার্থডে？＂জিনা আবার প্রশ্ন করল।
＂না।＂জয় ভাবন，ও কে ঝে বলবে？আর বনেই বা হবেটা কী？
＂তুমি কি ভেবেছ，রোজ রোজ এই গিরিশ পার্ক থেকে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে সুতনু আমায় আসতে দেবে？জনো না，ও একটা স্বার্থপর দৈত্য？আমি খুব করে বলেছি বলেই শপিং－এ আসতে অনুমতি দিল। তাও তোমার সঙ্গে।＂
＂আয়াম সরি। দাদা আসতে পারবেন না। কিছ্玉 ক্লায়েট্ট এসেছে বাইরে থেকে। তবে রাত আটটার পর তো．．．＂
＂জানি，আসবে। হাফ ড্রাঙ্ক হয়ে，খানিকটা নাচানাচি করবে，তারপর হেদিয়ে খূমিয়ে পড়বে।＂জিনা বিরক্ত হয়্রুকেলে।

জয়ের লজ্জায় মরে ，য়ে ইচ্ছে করঞ্প্রে এসব কথা কি 心কেই বলতে
 ড্রাইভার। यদিও সুতনুর অনুমম্ক্sি না। এমন একজনের সামর্র্র্র্র্র এসব বলার কোন® যুক্তি আছে？বন্ধ দরজার ওদিকে সুতনু জিনার সঙ্গে কী করে তা কি ，লোকের সামনে না বললে হচ্ছে না？

লর্ডসের পমাড়ের জ্যামে গাড়িটা আটকে আছে। এখানে খুব জ্যাম হয়। ধ্ৰোয়া আর মেঘে এই লর্ডসের মেড় যেন আরভ কালো হয়ে আছে। আর রাস্তায় ওই গ্যাঞ্জামের ভেতরই ছেলেটাকক চোথে পড়ল জয়ের। বিষাণ！

গায়ে রোয়া－ওঠা শার্ট，গলায় সস্তার টাই，নীল প্যান্ট আর পিঠে ঢাউস একটা ব্যাগ। লম্বাচওড়া আর লাজুক এই ছেলেটাকে সুতনুদের বাড়িতে কখনও－কখনও দেখা যায়। সুতনুর বড়দা বিতনুদের অংশৈ আসে ছেলেটা। সজ্গে অবশ্য আর একটা ছেলেও থাকে। অজু। অজ্জ যতটা কিষ্ভূত হয়ে থাকে，এ ছেলেটা ততটাই সাদাসিধে।

বিতনুর স্ত্রী आনন্দী বউদি। বউদি কবিত লেখেন, থৈব চড়া ..गক.আআপ করেন জার কলকাত শহরের প্রায় সমস্ত পাট্টিতেই উপস্থিত থাকেন। বউদি একটা ম্যাগাড়িনণ বের করেন। মানে, বউদি টাকা দেন আর কী! বের করে ওই অজু। সঙ্গে বেগার খাটে এই বিষাণ।

আনন্দী বউদির সঙ্গে প্রায় কোনভ কথাই বলে না জয়। কিন্তু বউদির মেয়ে ক্মমদ্বতী খুব মিশ্কে। কে বলে সুন্দরী মেয়েয়ের অহংকার থাকে? বরং ভীষণ আপন কর্র কথা বনে সবার সঙ্গে। মেয়ে আর মা-তে বিশাল ফারাক!

জয় দেখল বিষাণের ফরসা মুখটl লাল হয়ে আছে। গাড়ির ঠান্ডার ভিতরে বসে থাকলেজ জয় জানে ম্মে-চাপা কলকাত স.সেদ্ধ হচ্ছে গররম। এভ কট করর বিষাণ ক’টা টাকা পায়? এমন মানু,ষর কষ্ট দেখলে জয়ের নিজের ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ওকেঙ একসময় খুব কষ্ট কর:তত হয়েছে।

মলের সামন্ন গাড়ি থেকে নামল জ্রêt জিনাকেও দরজা খুলে দিল। বিষ্ণেকে পার্কিংত্যে গাঙ্ডি লাগাcে স্টু@ এগিত় গেল দরজার দিকে।


 ভেঙে সে অবাক রোখে তাকিয়় గ্রখাছা মানুমজনকে।

গাড়ি থথকে নেমেই গরম লাগছিল জয়ের। মলের ভিতরে पুকে আবার ভাল লাগল। বেশ ঠান্ডা-ঠান্ড। ভাব চারিদিকে।

জিনা একদম গায়ের কাছে খঘঁশে এল আচমকা। জয়ের হাতে শরীর ঠঠকিয়ে आাদুরে গলায় বলল, " ত্রম আমায় কোনও গিফ্ট কিনে দেবে ना?"
"আমি? কেন ?" ভুরু ক্রুচকেকে গেল জয়ের।
"বারর, আজ আমার জন্মদিন না !" জিনা জয়ের গায়ের সঙ্গে লেগেই া.গল একেবারে।

এ (.ज) মহা মুশকিল! সুতনু জয়াকে ভরসা করে. মেয়েটার সক্গে
 তাড়াতাড়ি সরে গেল। বলল, "প্লিজ্র। এমন কোরে৷ না।"
"ডেন্ট ইউ লাইক মি? তোমার আমায় ছুঁতে ইচ্ছে করে না?"
"জিনা!" জয় শক্ত গলায় বলল, "দাদা আমায় তোমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন। দাদা এসব জানলে কিন্তু রেগে যাবেন।"
"ছাড়ো তো!" জিনা মুখ বাঁকালো, "ওর ধক জানা আছে আমার। নেহাত টাকার দরকার আমার তাই...না হলে...তুমি এখনও এত হ্যাঙ্ডসাম কী করে আছ? আমার ত্েোর সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে।" হাতকাটা পিস্ক কালারের টপের ওপর জেগে থাকা দু’টো বুক দিত্যে আলতো করে জয়ের হাতটা ছूঁয়ে দিল জিনা।

জয়়র শক লাগল যেন। বহুদিন পর এমন স্পর্শ পেল ও। নিম্মেষ কান লাল হয়ে পগেল জয়ের। ও চোয়াল শক্ত করল। দদখল জিনা চোঁট

 দেখঢ় জ? সতিই দেখাছ তো?

উপরে ওঠার এসকালেট্রে একদম উলটোদিকে নীচে নামার এসকালেটর। আর সেটা ক্রি ভেসে-ভেসে নীচে নোে আসছে কেয়া। পরনে সেই ল্াল শাড়ি। আর কেয়ার পিছনে দু’-তিনটে প্যাকেট হাতে বাঁশি! দু’জনে খুব হেসে-হেসে কথা বলছে। মনে হচ্ছে, দু’জনের চারদিক থেকেই পৃথিবী মুছে গিয়েয়ে একদম। যেন আর কাউককই দ্দখতে পাচ্ছে না ওরা।

এত দূর গড়িয়েয়ে ব্যাপারটা? এখন একসঙ্গে শপিংగ়ে যেতে ঔরু করেছে? আর কী-কী করছে একসক্গে ? কোথায় ফাচ্ছে? মাথার ভিতরট ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে জয়ের। কেয়া এমন করতে পারছে ওর সয়্গ? বাঁশি আছে বলেই কি জয়কে আর দরকার পড়ে না? कী পেত্যেছে জরা? কী ভেবেছে ? জয় কিছু জানতত পারবে না ? বুঝতে পারবে না ? দাঁড়াভ, আমি দেখ্খি। জয় পকেট থেকে মোবাইল বের করে দ্রুত একটা নম্বর ডায়াল করে কাননে লাগাল। ফোনে এই লাইনটা পাওয়া খুব দরকার।

বিষাণ, ২৭ জুন: বিকেল
লর্ডসের মোড়টা পৃথিবীর সবচেয়ে হিজিবিজি জায়গার একট।। এখানে আসলেই ভিড় আর গাড়ির হট্টগোল দেখলে বিষাণের মনে হয়, পৃথিবীর সব মানুষের যাতায়াতের পথই যেন লর্ডস মোড় হয়ে যায়!

আজ কাজে বিশেষ সুবিধে হয়নি। যে ক’টা বাড়িতে গিয়েছে সব জায়গাতেই সে অসফল হয়েছে। পিউরিফায়ার বিক্রি করা যে এত ঝক্কির হবে, কে জানত! আসলে ও বুঝতে পারেনি যে কাজটা কঠিন। বুঝতে পারেনি যে, লোকের পকেট থেকে টাকা বের করা ভীষণ শক্ত। প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেল ও এই কাজটা করছে। কিক্ু রেজান্ট খুব খারাপ।

ওদের কোম্পানি থেকে ট্রেনিং-এর নামে দু’সপ্তাহের একটা পিণ্ডি হয়েছে। ততে পিউরিফায়ারের ভিতরে 杂কী থাকবে, তাদের কাজ কী, অন্য পিউরিফায়ারের চেয়ে তারা ক্টৌায় আলাদা, এসব শেখানো হয়েছে। কিন্তু সেসবই এমন ভাস্ৰ৭ौঁসা যে, কোনও কিছ্রে সম্বন্ধেই স্পষ্ট করে জেনে উঠতে পারে বিষাণ। আর খদ্দেররাজ সব একএকজন মহাপজ্ডিত!

আজকেই রে প্রায় কুড়িটা বাড়িতে ভিজিট করেছে। তার পনেরোটতে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল। বাড়ির মহিলারাই কথা বলেছে। আার সব এমন-এমন প্রশ্ন করেছে যে তাদের কাছে কপিলকাকু বাচ্চা! এক ভদ্রমহিলা তো বললেন, "আমি পলিমার নিয়ে পড়াশোনা করেছি। ফিন্টারের বডি মেটিরিয়ালের স্ট্রাকচারট্ৰ বলুন দেখি? মানুষকে জল খাওয়াতে বেরিয়েছেন আর পিউরিফায়ারের বডির পলিমার স্ট্রাকচার জানবেন না, তা তো হয় না!"

আর একজন বলেছেন, "আগে একমাস জল খাব, তারপর টাকা দেব। রাজি?"

বিষাণ সারাদিনে একটা ব্যাপার বুঝ্েেছে, উপার্জন করা ভীষণ কঠিন এক কাজ। ত। ছাড়া আজ আর একটট সমস্যাও হচ্ছিল। বারবার

এ|ゅ,জাড়া চোখের কথা মনে পর্ড়ছিল গর। ফ্ষুধার্ত, হিংস্র একজোড়। く.চ|च। এমন দৃষ্টি কোনఆদিন দ্দেেনি ও। ওই চোখ দু’টো দেখার পর «.থকে সারাটা দিন অস্বস্তি হচ্ছে ওর। একটা রাগ পাক খাচ্ছে মনে। চাপা, মনখারাপ মেশাদ্না একটা রাগ।

লোকটা দাঁ|ড়িয়েছিল ছানুদার পানের দোকানের সামনে। অজু আর কুমুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই ল্লাকটাকক চোৰে পড়েছিল বিষাণের। দোহারা লম্বা আর গালটা সামান্য ভাঙা। তবে আসলে যেটা চোখে পড়েছিল তা হল চোখ। যেন পৃথিবীর সমস্ত আগুন ঢুকেছিল চোখের ভিতর। আর সেই আগুনের লক্ষ্য ছিল কুমু। ভীষণ রাগ হচ্ছিল বিষাণের। ভীষণ মনখারাপ লাগছ্লি। ময়, হচ্ছিল, দু’হাতে গলা টিপে শেষ করে দেয় লোকটাকে। কুমুর দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর একমাত্র শাস্তি रচ্ছে মৃত্রুদ্ড:

তবে বিষাণ জান্, ফাঁসির দড় (ছাট জ্ষ পথথবী বিশাল বড়। প্রায়


 ওর সঙ্গে কথা বলে?

সকালে লোকটার দৃষ্টি মনের মধ্যে ফোস্কা ফেলে দিয়েছিল বিষাণের। আর সারাদিন ধরে ফোস্কাটা খুব ভুগিয়েছে ওকে। তাব শুধু ফোস্কা নয়, কুমুও কষ্ট দিচ্ছে ভকে।

সিগন্যালটা লাল হয়েছে এবার। গাড়ির স্রোত (থেমে গিয়োছে। পিঠে গন্ধমাদন নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাত্ত রাস্তা পেরল বিষাণ। গল্যগ্রিন্নর রাস্তায় কিছুটা হেঁটে এক কবির বাড়ি যেতে হবে। অজ্রুর পত্রিকার জন্য চারটে লেখা দেবেন ভদ্রলোক।
‘অজুর পত্রিকা’ কথাটা অবশ্য টেকনিক্যালি ঠিক নয়। টেকনিক্যালি বলতে গেলে পত্রিকাটা আনন্দী আন্টি, মানে কুমুর মায়ের। কিন্তু সহযোগী সম্পাদক হিসেবে রয়েছে অজু। বছরের বত্রিশ পাতার দু’টো ম্যাগাজিন বের করে কী ৷ে মোক্ষলাভ হয় আর এতত বাংলা ভাষার কী

যে উপকার হয়，ভগবান জানে！কিন্নু আন্টির কাহছ ওই দু’টো সংখ্যার প্রকাশকালই বছরের শ্রেষ্ঠ মুহৃর্ত। দু’টো সংথ্যাই রীত্মতো ঢকত্রেল বাজিয়ে প্রকাশ করে আন্টি।

বড় ব্যাংকোয়েট হল ভাড়া করে，ককটেল পাটি দিয়ে，প্রেস ডেকে， সে এক রাজসূয় যজ্ঞ করে আন্টি। সেই পার্টিতে সাহিতা，নাটক， ফিন্মজগতের লোকজন আসেন। খচাথচ শব্দে ক্যামেরা ঝলসায়，গ্নাস আর প্লেট হাজে পোজ় দেয় সবাই। আর তেমন দু’－একটা ছবি পরদিন কোনও－কোনও কাগজে বেরোয়জ।

এসব অনুষ্ঠানগুলোয় যেতত কী যে থারাপ নাগে বিযাণের，ও কাকে বোঝাবে？ভ একদম এই ইভেন্টগুলোয় যেভে চায় ন।। অত আলো， ঝলমলে পোশাক，মিথ্যে হাসি，ভান—একদম সহ্য হয় না জর। বরং কষ্ট হয়। একঘর ভর্ডি লোকের সামনে ধথকে প। গুটিয়় ফুটে। ৷মজা লুকিয়ে রাখার মততা নিজেকে লুকিয়ে রাদ্যুত চায় জ। মনে হয়，এত अতিরিক্ত কিছ্天র মধ্যে ও বেমানান। জীব্রই তো ওর ব্যক্তিগত
 কোথাও সাপ্লাইয়ের বাড়াবাড্ডি সহ করতে পারে না বিষাণ।

কিন্ত যেতে হয় জকে।｜ অ্যাকটিভ কমী তুই，এভাবে পিছিয়ে গোলে চলবে ！＂তাই গেলেও এই সব পারিগুলোয় একদম মনে－মন্ন মরে গিতয় এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকক ঞ। আর ছিঁ：সুর্টর মতো দেখে，সকলের লুক্ধ দৃষ্টির সামরে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কৃমুদ্বতী।

তাব এমন একটা অনুফারে গত্তবার গিত্য়ছিল বলেই না এই চাকরিছা হ！্য়িল ওর। সে যতই যেমন চাকরি হহাক，ডলজ্যান্ত চাকরি তো এক্টা！তবে বিষাণ জানন．অর শুরো কক্র心্টিাই লাবানার।

লাবানা，মানে লাবানা মিত্র，এখনকার উয়্যি গাাযকা। এই ব্যাডের
 সাজির্যে স্টেজের মধো দাঁড়িয়ে একা弓 গান কর্র। আর হলভর্তি লোক


かっ बয়াস হ．ব লাবানার？ততইশ कী চব্বিশ！বিষাণের চেয়ে দু’－ l－．। বছ！রর ছোটই। ভবু কী সাংঘাত্কিক কনফিডেন্স！কী দুর্দাস্তভাবব ！ম！：！｜টl নি！জেকে ক্যারি করততে পারে！প্রথম দিন দেত্থ তো ভীষণ ＇॥1।ب় গিハয়েছিল বিষাণ।

।．সাদ০। কলকাতার একটা নামি হোটেনে ম্যাগাজ্রিন－প্রকাশ্রে পাটি




 এসে দাঁড়িয়েছিলি লাবান।।





 হয়় গিয়েছিল আরভ।
 হাত্র সিগাররটটা পুড়ে শেষ হায় আসছিল ক্রমশ। লাবানা বিষাতের ，মাবাইল নাম্বর，অ্যাড্রেস চাইছিল। জিজ্ঞেস কর্রছিল，！কাথায় চাকর্র করে s！বলেছ্ছিন，গর সা্স যোগাযযেগ করললে ঞ একটা কাজজর

 এক্দম। চোখের দৃষ্টিটা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আর্সছিল। শেষের fিrক লানানা বিষাণের একটা কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে－আস্তু শরীরের সঅশ্ট ভার ছে：ড় দিয়়ছিল ওর উপর। ভড়ানো গলায় বালেছিল，＂পাপ্পি আইড় আর সেক্ষি আইজ্ ।＂

আনन্দী আन্টি লাবানার অবস্থা দেখে চরেল এగসছিল ওদের সামনে। বলেছিল, "মেয়েটার লিমিট জ্ঞান নেই দেখছি! এঃ, এখন ওকে কে বাড়ি পৌঁছে দেくে • ডিসগাস্টি!!"

অজু বলেছিল, "বাইরে ড্রাইভার আছে, য। বিষাণ, তুই পপেঁঁছে দিয়ে আয় ওকে।"
" আমি?" आँতকে উঠেছিল বিষাণ।
"ইয়েস, তুমি যাও," আগ্টি যেন আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচে, "ড্রাইভারকে বলে দিছ্ছি। ও নিয়ে যাবে। অ্যাড্রেস আছে আমার কাঢ, ""

হলভর্তি লোক এমনভাবে বিষাণের দিকে তাকিয়োছিল যেন ঞ
 ওকেই পার করিয়ে দিতে হবে।

গাড়ির পিছনের সিটে বসে লাবানার সহ্য করতত-করতে ওর
 গাড়ির ভিতর বসে রাতের ছমছর্টে ৎীন্নিকাত্ত দিয়ে যেতে-বেতে বিষাণ ভাবছিল, ও একট। বিশাল চির্রাখানার ভিতর আটকে গিয়েছে আর সবাই ভকে নিভ্জের মর্তে

সেই লাবানাকে বাড়ি ৫পাঁছে দেওয়ার পর আর পাটিতত ফিিরে যায়নি। ফোন করে লাবানরর প্পাঁছনোর সংবাদ অজুকে দিয়ে ও চলে গিয়েছিল বাড়িতে।

এর দুদ্দিন বাদে সকালে মোবইইলে একটা ফোন পেয়েছিল বিযাণ। অচেনা নাম্বার দদVে দোনামনা করে ধরেছিল। ওপাশ থেকে একট। গলা উচ্ম্রসিত হয়ে বাল্ছিল, "হ্যালো বিষাণ! লাবণ্য বলছছ। কেমন आছ?"
"লাবণ্য?" বিষাণ থতমত খেয়ে গিায়়ছিল।
" $\operatorname{Kin}_{\pi}$ লাবণ্য। মানে লাবানা ইয়ার। আমার ভাল নাম লাবণ্য। লাবানাটা ইল স্পাইডারম্যান। মানন পিটার পার্কার যেমন স্পাইডারম্যান। তেমন আমিঙ স্টেজের জনা লাবনা। আমি ফোন করেছিলাম টু সে থ্যাংকস।

 জッা৷ল গাত দাওনি তো?"
"••।l!.।!" প্রশ্নের বহর দেখে आঁতককে উঠেছিল বিষাণ।
" आর্র, জাস্ট জোকিং ইয়ার," ফোনের ওপারে খিকখিক করে ı.ই!.সাছन লাবানা, "তবে আই রিমেমবার আদার থিংস। আমার ।.মসোর একটা ছোট্ট রেফারেন্স আছে। আমি ফোন নম্বরটা মেসেজ করছি। সেখানে ফোন করে নাও। ইউ মে গেট আ জব। তবে নাথিং (স্পশাল, জাস্ট আ স্টেপ ওয়ান। কেমন ?"

লাবানার মেসোর এক বন্ধুর এই পিউরিফায়ার কোম্পানিত্র স্টেক আছে। তার কথায় চাকরি হয়েছে বিষাণের। না, খুব ভাল কিছু নয়। কিস্তু তবু কানা মামা ভোে! ছাত্র ঠঠঙিক়ে আর কাজ করে যা আসে তাতেই কোনজমভভ চলাছ বিযাণণের।

চাক্করিটl পাওয়ার পর পুরো ঘটনটা
 পারতিস। কে লাবানা না সাবান্য়াকে বলতে গিয়েছিস কেন ?"
 এলএস। এর চেয়ে গলায় রুমাল বেঁটে ফুটপাথে দাদের মলম বিক্রি করতে পারতে! কোনজ স্ট্যাল্ডার্ড নেই তোমার ? একটা মেয়ে তোমার গায়ে পড়ল আর তুমি লোভীর মতো দু’ টাকার জন্য তার ফেনে দেওয়া হাড় চৃষতে ছুটটলে ! তুমি তো খুব গ্রিডি ! গগট আ লাইফ বিষাণ। গেট আ রিয়াল লাইফ।"

কুমুর এমন আচমকা অক্রমণে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বিষাণ। ও ভাবতে পারছিল না কেন কুমু এমন বলছে! তবে মাথা নিছু করে निয়েছিল ও। কী হবে মানুষের সঙ্গে তর্ক করে?

পরে অজু বলেছিল যে, কুমুর বয়য্রেড্ডের সঙ্গে ব্রেক-আপ হয়েছে বলে ও আজকাল হঠাৎ-হঠাৎ রিঅ্যাক্ট করে। তাই বিষাণ যেন কিছু মরে না করে।

ব্রেক-আপ হয়েছে শুনে মনের গোপন একটা কোনায় দুম করর হাউই ফেটেছিল বিষাণের। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়নি ও। কারণ ও তো জানে, বুঝতে দিয়ে কেনওও লাভ নেই। বরং তাতে ও-ই হাসির খোরাক হবে সবার।

এই চাকরিটা নেওয়ার পর থেকেই কেন কে জানে কুমু অন্যরকমভাবে কথা বলে বিষাণের সঙ্গে। আগে যেমন বিষাণকে নিয়ে এখানে-ওখানে যেত দরকারি কাজে। এখন আর যায় না। তার উপর গত দু’সপ্তাহ আগে আর একটা বিপত্তি হওয়ায় ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে গিয়েছে। বিষাণ জানে না, এর থেকে কীভাবে মুঁত্ত হবে ও।

পকেটের মোবাইলটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল। সবসময় ভিভ়় থাকভে হয় বলে মোবাইলটাকে ভাইব্রেশন মোডে দিয়ে রা,খ বিযাণ। !ফানটা বের করে ঘাবড়ে গেল বিষাণ। চন্দ্র ! দাদা! ও তো আজ পর্যন্ত কোনওদিন ফোন করে না বিষাণকে! তা হলে? হঠাৎর

বিষাণ ছাঁটা থামিয়ে কনে ফোনটা ব্dinf, "হাঁ, বল।"
"কোথায় তুই?"
"কাজে আছি। কেন রে? কৌ্রু দরকার ছিল?"
"শোন, আজ সন্ধে কক্টুsঁn ভিতর বাড়িতে আসবি। খুব জরুরি দরকার আছে। অন্য কোথাও কোনও রাসকেলের সঙ্গে গ্যাজাতে বসে যাবি না। ইট্স ভেরি আর্জেন্ট। মনে থাকে !যন!" চন্দ্র বিষাণকক আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে কট করে লাইনটা কেটে দিল। কী কেস রে ভাই! বিষাণ মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুলটা ঘেঁটে নিল একদু। চन্দ্র কী বলবে ? কয়েকবার তো আলাদা হয়ে যাব বলে ছংকার দিয়েছেেে, সেটাই কাজে পরিণত করবে না তো? ভয় আর নিরাপত্তাহীনতায় একটা ঠান্ডা বরফের টুকরো দ্রুত পিঠ বেয়ে নেমে গগল। কী বলবে চন্দ্র? শরীর হঠাৎ দুর্বল লাগল বিষাণের। পা দু’টো যেন জবাব দিয়ে দিল। আর ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছছ না।

কলকাতা আরও কালো হয়ে এল মেঘে। আরও গভীর হয়ে উঠল তার আকাশের অন্ধকার উদর। দু'-চারটে আগুনের রেখা সাপের মতো

গ|priক করর উঠল আকাশে। দমকা হাওয়ায় আশপাশের গাছপালা -॥। t.থয়ে উঠল। দূরে প্লাস্টিকের ত্রিপল উড়ল থানিক। লোকজনের ধস্ততা হুাৎই বেড়ে গেল একটু। আর এরই ভিতর দু’টো-চারটে করে かমশ অর্বুদ সেনানিসম্মে বৃষ্টি আক্রমণ করল কলকাতাকে।

রথী, ২৭ জুন: সক্ধে
কাকের গলার রঙের আকাশ এখন কালো হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে বিক্লেলে আর এই সন্ধেতেও তার গতি বাড়েনি। কুধার্ত বুড়ির একঘেয়ে বিলাপের মতো হয়ে চলেছে বৃষ্টি। বড় রাস্তা থেকে এই পর্যন্ত आসত়ত গিয়ে চটির সর্ড্গে ছিটছিট কাদা জিন্স আর হাফশার্টের
 কোনভ ঘানঘানে জিনিসই অসহ্য লাঙ্ফের।
 আর বড়জোর কুড়ি মিনিট দৌর্তু তারপর বেরিয়ে যাবে। শিবি কি ভেবেছে ও-ই একমাত্র বক্টুু লোক? আর অন্য কারও কোনও কাজ নেই? সৌই পৌনে ছ’টা থেকে এখানে বসে রয়েছে ও। শরীরে শিকড় গজিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমনিতেই মেজাজ পুরো খাট্টা। তার উপর এমন অপেক্ষ!! রথীর রাগ হচ্ছে খুব।

শিবি কেন ডেকেছে কে জনে! ছানু ঠিক বলতে পারেনি। শুধু বলেছে, "গতকাল তোর রিলিজ জেনেই তোকে দেখা করতে বালেছে বিড়ালটা।"

রথীর ভিতরটা আর একটা কারণেও আড় হয়ে আছে। কারণ ভ মনে-মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ক’মসে। আজ সেটা শিবিকে জানাতে হবে।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে দেখল জ। না কিছু নেই। অবশ্য মেসেজ বা কোনও মিস্ড কল এনে তো বুঝতেই পারত। তবু নিজের

অজান্তেই বারবার ফোনটায় চোখ চলে যা৷চ্ছে ওর। একটা কলও করল না মেয়েটা ? কেন ? কেন করল না ?

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে রথী বলল, "হ্যঁা রে পবন, দাদা কোথায় একবার দ্যাখ না। মাইরি আর কতক্ষণ বসে থাকব বল তো ? আমার কি আর অন্য কাজ নেই ?"

পবন ছেলেটার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। কিস্তু হাবভাব বিশাল বড়। মাথার সামনে রং করা চুলগুলো দেখলে মনে হয় যেন জং ধরেছে চুলে। বাঁ কানে দুল। আর চুলের পিছনটা পুরনো কুড়ি পয়সার মতো ছ্ছঁচলো করে কাটা। আর টিকির মতো চুলের গুচ্ছ ঝুলছে পিছনে। যতবার চোখ পড়ছে, ততবার মেজাজটা আরও গরম হয়ে যাচ্ছে ওর। শিবি এমন একটা মর্কটকে কেন অফিসে বসতে দেয়? সস যতই চাখাবার আনার কাজ হোক।

আজ অফিসে অন্য কেউ নেই বলে ঞ্রুরইই ফোন ধরছে। রথীর কথায় চোখের সামনে ধরা একটা ঢেঁড়া
 করতে বলেছে। ব্যস, চুপ ম্রে ্রেতয়েট করো। বেশি ঘ্যানঘ্যান করে আর নাট ঢিলে করবে না। ৷র্রু
"মানে ?" রথীর মনে হল রোগা পাতলা ছেলেটাকক চোপ্টে টিকিটের মতো করে দেয়।
"মানে কিলিয়ার। দাদার জন্যই তো সবার এত তেল। তো সেই দাদার অপেক্ষায় একটু বসে থাকা যায় না ?"
"তেল মানে ?" রথী উढে দাঁড়াল। আর একটা ফালতু কথা বললেই ও ভুলে যাবে যে শিবির অফিসে বসে রয়েছে।

মারমুখো রথীকে দেখে এবার ঘাবড়াল পবন। বলল, "আহা, তোমায় বলছি নাকি? তুমি কেন মনে নিচ্ছ?"

রথী বসে কড়া গলায় বলল, "শোন পবন, .তল, মালমশলা তুই যা দেখতে চাস, দেখাব। আর ফারদার যদি ফালতু কথা বলিস তোকে এমন ক্যালাব না যে, ছ’মাস বিছানা থেকে উঠতে পারবি না।"

প।ল।। হাসল, ইটের মতো দাঁতগুলে। বেরিয়ে পড়ল ওর। বলল, "宁’্পার হেভি গরম মনে হচ্ছে? ছ’মাস জেলে ছিলে বলে শরীর ঋাড়তু পারোনি তো, তাই শরীরের গরম মাথায় জড়ো হয়েছে। যাও c.बাথাও গিয়ে আজ শরীরটা ঝেড়ে এসো, দেখবে দিমাগ সফ্েে হয়ে গগয়েছে।"

রাগতে গিয়েও হঠাৎ মনে-মনে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল রথী। আচমকা ঝনঝন করে পকেটের মোবাইলটা বেজে উঠল। রথীর আর একাু হনেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত। তা হলে কি ব্লসম ফোন করল ?

তাড়াতাড়ি ফোনটা পকেট থেকে বের করল রথী। যাঃ শালা ! যোলো চাকার ট্রাক যেন বসে গেল বুকের ভিতরের নরম কাদায়। দিদি!

রণিতার গলাটা এথনও ভারী হয়ে আছে। রথী বুねল, দুপুরবেলার ঝামেলার জের এখনও মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দিদি।

 অনেক। দুপুর একটা নাগাদ হ্ব্যী○খখয়াল হয়েছিল রথীর, আরে, বাড়ি যেতে হবে যে! দিদি ত্তোঁননত গতকাল ও আসবে, রান্না করে রেখ্খেল কি? এখন গেৰ্রে আবার খvপে যাবে না তো? বলবে না তে, "গতকাল ত্ো ছাড়া পেয়েছিস, তা বাড়িভে আসিসনি কেন ? রান্না করে রেখেছিলাম। খাবার নষ্ট হলে কী হয় জানিস না ?"

ভদের বাড়িটা একটু পুরনে।, ড্যাম্প-ধরা। বাড়ির ভিতর একটা ছোট্ট চাতাল আছে। তার এককোণে কলের জলে বাসন ধুচ্ছিল রণিত।। বাড়িতে পা দিয়েই রথী বুঝেেিল দুপুরের चাওয়। হয়ে গিয়োছে সবার। ভ ভেবেছিল, দিদি অন্তত ঞ ,কমন আছে, সেটা জনতে চেয়ে কথা শুরু করবে। কিন্তু প্রথম বলটাই একদম বুক্সমান বিমার হয়ে ছ্রেটে এসেছিল। যা ভেবেছিল ঠিক সেই প্রশ্নটাই করেছিল দিদি।

রथী বলেছিল, "না, মানে... মুনিয়ার গতকাল জন্মদিন ছিল তো...তাই..."
"‘তাই কী? তাই আসিসনি? আমার কি ঢ্যামনা পয়সা ? প্রতি বছরই

কি গুষ্টির লোককক পাত পেড়ে খাওয়াব নাকি! তার উপর বাড়ির একজন যদি জেলে যায় ?"

রথী মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। দেথেছিল, একচিলতে বারান্দায় বসে গুপি জুলজুল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এ লোকটা দিদির শ্বঋুর। এ বাড়িতেই থাকে নিজের মতো। পপনশশনের টাকা থেকে সংসারে টাকা দিয়ে আর কোনও ঝপ্ধাটে ঢোকে না।
"কী রে, কাল রাতে কোন আঘাটায় মরেছিলি?" দিদি ঝুড়িভর্ডি বাসন তুলে গলার ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিল।
"না, এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। ভাবলাম, জন্মদিনে যদি লোক আসে তদের সামনে ...মান...ইয়ে..." রথী কথা খুঁজ্জে পাচ্ছিল না।
"थুব অসুবিধের কथা ভাবতে শিখেছিস, না ? জান্নায়ার ! বালেছিন্নাম, জামইবাবুর দোকানটা খুলে ঝেড়ে-ఖুড়ে বোস। দু’টো পয়সার সুরাহা হবে। না, গুঙ্ডামি করতে গিিয়েছে। অত ধ্রু আছে নাকি তোর? ক’টা পয়সা নিয়মিত দিস সংসারে? তুই কি টিস, দিদি ঢামার, তাই মাঝেমাক্র থোক কিছু টাকা দিলেই মুখে jয়ে যাবে? কোনও বক্ধু তোকে ছ’মাস দেখতে গিয়েছিল জেল্রু \% বাসনগুলো তুলে ঘরের দিক্জু চালে গিত্যেছিল।

রথী বুঝতে পারছিল বে, দিंদি আরও অন্ককক্ গজগজ করবে। এখন কিছু বলতে গেলে বিপদ আছছ। ভ মুখ বুহজে স্নান সেরে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিল। তারপর তাকের একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে চাবি পপড়ে নিয়ে ছোট আলমারিটা খুলেছিল। গত ছ’মাস বন্ধ ছিল ওর ,মোবাইল। সসটাকে চার্জে বসিয়ে ছানুর থেকে আনা টাকাপয়সা ছোট লকারটায় ঢ্রকিয়ে রেখেছিল।
"খেয়ে যা, হুট করে বেরিয়ে যাস না।" দিদি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।
"খাব?" রথী রণিতার দিকে তiকিয়েছিল। দিদির গলা এখন নরম। রাগের ঝাঁাটা আর নেই। মনে-মনে নিজেকে ঙছাট মনে হয়েছিল রথীর। দিদি হয়তে। অতটাও চামার নয়। কই, এাস .থথকে তো একবারও টাকা দেওয়ার কথা বলেলি!

৬।心, ডাল, বেগুনভাজা, কচুর লতি আর চারাপোনার ঝোল, খুব সাধারণ খাবার। কিক্তু বহুদিন পর বাড়ির খাবার পাওয়ায় শরীর যেন ঢছড়়ে দিয়েছিল। মুখ ধ্য়ে়ে দিদির ঘরে গিয়েছিল রথী। দিদি মুনিয়ার একটা ফ্রকে বোতাম লাগাচ্ছিল। ওকে দেখে জানতে চেয়েছিল, "কিছু বলবি?"
"भাঁচ হাজার টাকা আছে এতে। এ ক’মাস তো কিছু দিতে পারিনি, তাই..." পাচশ্শো টাকার নোটগুলো এগিয়ে দিয়ে সংকোচের সঙ্গে বলেছিল রথী।

দিদি টাকাটা নিয়ে বলেছিল, "গতকাল জেল থেকে বেরিয়ে আজকেই এতগুলো টাকা পেলি কোথায় ?"
"ছানুর কাছে কিজ্ু টাকা পেতাম। তাই সকালে গিিয়েছিলাম। ভাবলাাম, গত ক’মাস তো দিতে পারিনি কিছু, তাই..." রথী মাথা নিছু করে দাঁড়িয়েছিল।
"শোন রথী, এবার এসব গুন্ডানো
 না এতে মান বেড়েছে? তোরুর্গি গার্লফ্রেন্ড তো সেই জন্যই ফুঢে গেল।"
"কী? ফुটে গেল? কক? ब্লসম?" রথীর শরীরে আবার বিদ্যুৎ চমকেছিল।
"না তো কে? আর থাকবেই ব। কেন? অত সুন্দর দেখতে এক়টা মেয়ে জেল-খাটা কয়়েির সঙ্গে ঘেরবে? তাকে বিয়ে করবে? তুই ভাবলি কী করে? দেখা হয়েছিল তো আমার সজ্গে। কিন্তু এমন ভাব করল যেন চিনতেই পারেনি। আমিজ হ্ছাড়িনি, পাকড়েছিলাম শক্তু করে। আমি কি ভুলে গিয়েছি তোর কত টাক। ওর পিছননে খরচ হয়য়ছছ? দরকারের বেলায় আমার ভাই আর সেই ছেলেটার যথন বিপদ হ!য়েছে তখন পালক ঝেড়ে ফেলার ধান্দা, না?"
"আআ," এই প্রথম বিরক্ত হয়েছিল রথী, "কী হয়েছিল বল না।"
"কী আবার হবে ? আমি ডেকে যেই কথা বলতে গিয়েছি, বলে কিন্া

আমায় চেনে না! আমদের বাড়িভে দু’বার r,v়়় গিয়েছে মেয়েটা। তোর পয়সা আমার সংসারে না লেগে ওর উনুন জ্গালিয়োছ, আর বরেলে কিনা চেনে না! মানুষের কি বিপদ হয় না? তা বলে মানুযেের খারাপ সময়ে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে?"

মাথার ভিতরটা ফাঁকা লাগছিল রথীর। বুকে কষ্ট হচ্ছিল খুব। এ कী বলছে দিদি ? সকাত্ল ছানু বলছিল, হ্রসম অন্য একজ,নের সঙ্গে ঘুরছে। এখন দিদি বলছে, র্রসম দিদির সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতত রাজি নয়। তা হলে এই ছ’মাসে কি সত্যিই পৃথিবী এতট। বদলে গেল ? ভ্লসম পুরনো দিনগুলো সব ভুলে গেল! ছ’মাস জেনে ছিল বান্ল কি এথন অচ্চুত হয়ে গিয়েছে ও?

সারা দুপুর ঘুম্মেতে পাররনি রথী। বিছানায় শায়ে এপাশ-ওপাশ করেছিল। হাতের উপর ছাপ মারা জেলের রাবার স্টাম্পটা ঘষে-ঘযে প্রায় মুছে ফেলেছিল। তবু বুঝতে পারছিল্নেশ্রুতি থেকে তা মোছা যাবে


শেষ দুপুরে একটা ছোট ফোন্দ্রিণীঁত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রথী। মোবাইলে ব্যালান্স নেই। সেদে ৷রতত হবে যে! কারণ, ব্রসম এ সময় কাজে থাকে। ফোন ছাড়া স্গে যোগাযোগ করা অসম্বব।

ফোনে টাকা ভরে তড়ি্ঘড়ি ফোন কররছিল রথী। রিং হচ্ছিল ওপাশে। প্রত্টি রিংয়ের সঙ্গে কে যেন স্ক্রুয়ের পাঁাচে অর ফু সফুস দু’টো r,থকে হাওয়া বের করে নিছ্ছিল ক্রমশ। ফুসফুসের শেষ হাওয়াটুকু বেরনোর পরজ ফোন ধরেনি হ্লসম। ‘নো আনসার’ হয়ে নিজে থেকেই কেটে গিয়েছিল ফোনট৷। আকাশের সমস্ত মেঘ এসে হৃটোপাটি করে ঢুকে পড়়ছছিল রথীর শরীরে। রथী যেন গাটতে পারছিল না। পা দু'টো যেন শরীরের ভার বইযে পারািলল না। মেঘের যে কত ওজন তা আজ বেশ বুঝেছে ‘ড!

দিদি গষ্ᅥীর গলায় বলল, "বাড়িরতত আটা নেই। আসার পথে কুড়িট গাতরুটি আর তড়কা নিয়ে আসিস। আমি ডিঞ্মর ৷োল বানিয়ে রাখছি।"
"市ক আছে। আমি ন’টার মধোই ফিরব।"
"‘‘টা? অত দেরি করবি কেন ? এমন দুর্যোগে কী করবি তুই অত রাত অবধি বাইরে ?"
"আমার একুু কাজ আছে।"
রণিত এমনভাবে :.ফানটা কাটল যে, রথী বুঝতত পারল দিদি আরও রেগে গিয়েছে। কিন্তু কী আর করবে? একে একবার রানিকুঠি যেয়তই হবে। ন্রসমকে যে একবার মুখোমুখি ধরতেই হবে। আটটা অর্বধি ডিউটি ওর। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সাড়ে আটটা হয়। সেই সময়টা ওদের পাড়ার মৌড়ে গিত়় দা|ড়ালে অন্তত একবার ন্লসমকে ধরা !য়ে পারে। আগে হলে রথী জ্রসমハ্রে বাড়িতেই চলে যেত; কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। ब্লসম যদি বাড়িভে কিছু ঝামেলা পাকায় তা হলেই সব ভন্ড্রু হয়ে যাবে।



 মিছিল দেখলেই বোঝা যাব্রু, মেন রোডের অবস্থা কেমন!

রथী দেशল সাড়ে সাতটা বাজে। এখন যদি শিবি আসে, সে ব্যাটাই
 ন।। অবশ্য আর একটা সম্ভাবনাভ উ'কি মারঢছ রথীর মনে।

এই ছ’মাসের ভিতরর যদি হ্লস৷্মে কাজ বদলে যায়? यদি কাজের সময় বদলে যায়? কিন্তু চিন্তা করে কে কবে রাজ। হয়ে়ে? রহী উঠল। পবতনর কাছে গিয়ে বলল, "আমি একটু বাইরে গিয়় দাঁড়াচ্ছি। বসেবসে কোমর ব্যথা হয়় গিয়েছে একদম।"

পবন হাসল, "ঠিক আছে। তাব কাছাকাছি থাককা।"
রথী বাইরে বেরিয়ে এল। ছাতাটা বড্ড ঢছাট আর পলকা, বৃষ্টির জন্য
 করল রथী। বৃষ্টিটা হয়েই চলেছে ক্রমাগত।

রানিকুঠির মোড় থেকে আরও কিছুটা হেঁতে ছোট গলির মুখটায় গিয়ে দাঁড়াল রথী। এ জায়গায় আলোটা একটু কমজোরি। মনখারাহপর মতো একটা হাওয়া ভেসে আছে। বৃষ্টির টাপুরটুপুর হয়েই ঢকেলেছ মাথার উপর। পায়ের চট্টিা ভিজে জাব হয়ে আছে একদম।

মোবাইলের আলোয় সময় দেখল রথী। আটটটা সাঁইত্রিশ। আর কতক্ষণ দাঁড়াবে ও? ন’টার মধ্যে বাড়ি না গেলে তো দিদি কুরুক্ষেত্র করবে। আর ভাল লগগছে না!

ক্ট্রেস, মনখারাপ আর ক্লান্তিতে শরীর নুয়ে আসছে যেন। দুপুরের পর কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি ওর। তার উপর গত কুড়ি মিনিটে শিবির অফিস থেকে চারটে কল এসেছিল, ও একটাও ধরেনি। বিড়ানের মতো চোথ দু’টোর পিছনে যে রাগটা আছে, তা মনে-মনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রথী। কী করবে এখন জ? ভ্লসমের জন্য সবাই রেগে যাচ্ছে ওর উপর। কিন্তু সেটা বুঝতে পারছে মেয়েটা? ও কি জানে, রথী ওর জন্য সবার কাবe equ্র হয়ে উঠছে?

দূর থেকে ब্লসমকে দেখে এক্ষৃপ্মিদ্দ জল বুকের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল রথীর। ছ’মাসে কিছ্ন পাল্চান মেয়েটার। সেই ছিপছি:পে চেহারা, সুন্দর রং আর ঈযৎ পাহা্রু মুখের গড়ন। কিন্ত্ত এই অম্ভুত মোরের পুতুলের মতো মুখটা দদখলে রথীর বুকের ভিতর কত !য উথালপাথাল হয়, সেটো কাকে বোঝাবে ও? ওর নিজেকে ৷ে ब্লসমের সামনে কত অসহায় লাগে সেটা ও-ই জানে!
"‘্লসম, ब্লসম," কী করবে বুঝতে না পেরে রথী সরাসরি এগিয়ে গেল ब্লসমের দিকে, "তুমি আমার ফোন ধরছ না কেন? কী হয়োছ ?"

ब্লসম মুখ তুলল। চোথখ প্রাথমিক আশ্চর্য ভাব। তারপর নিমোবেই সসটা বদলে গেল রাগে। মাখনরঙা মৃখটা হঠাৎ লাল হয়ে গেল।
"ब্লসম, ক্কন থেকে ফোন বাজছে তোমার। ধরছ না ককন ?" রথীর মনে হল ब্রসমের সামনে মাটিতে বসে পড়় একদম।

ब্লসম কিছু না বলে পাশ কাট্টিয়ে হাটতে ল।গল। "ब্লসম, ब্লসম!" বলে পিছন-পিছন হাঁটতে লাগল রথী।
s্মসম দাঁড়াল না একটুজ, হাঁটার গতি বদলে দৌড়ে গলির ভিতর ঢুকে !.গল। রथী আর না দৌড়ে দাঁডড়িয়ে পড়ল।

ब্লসম ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না! এতদ্নি পর দেখল, তবু একটা কথা পর্যत্ত খসাল না মুখ থথকে! ও কি সব ভ্রুলে গেল? সব কিছু পিছনে ফেনে দিল ? একবারও চিন্তা করল না রথীর কথা ? ভ জানে না, রথী কতটা ভালবাসে ওকে? জানে না, রথী ওকে ছাড়া বাঁচবে না?

গলির ভিতরে ভ্লসম ক্রমশ আর৫ ছোট হয়ে যাচ্ছে। আলো আর আবছায়ায় ড়বে-ভেসে, ডুবে-ভেসে ও ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। রথীকে ফেলে এক কলকাতা বৃষ্টির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মোমের পুতুলের মভো মেয়েটা!

দ্দিটীয় দিন
বিষাণ, ২৮ জ্বন: সক|ল

আবার সেই চোখ দু’টো। রাস্তার্রু্য় হতে গিয়ে নজরে পড়ায় ছ্যাত করে উঠল বিষাণের বুকটা। ক্কের্রু মানুষের চোখে যে এতটা ভায়োলেল্স থাকতে পারে তা এই লোকটাকে না দেখরেল জানতই না বিষাণ।

আজ মনটা এমনিতেই কুঁকড়ে আছে, তার উপর (লোকটাকে দেথে ভিতরর-ভিতরে আরও গুটিয়া !োল বিষাণ। না. ,লোকটা জাক గদথছেণ না। হয়তে। জানেও না ওর অঙ্তিছ্গ। তব্ব গতকাল সকারলর ওই ক্বুধার্ভ


ঢকুরিয়া ব্রিজের কাז় যে ফৃটব্রিজটা রয়োছ, তার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। গায়ে রেনরক小াট আর মাথায় ছোট্ট একটা পলকা ছাত। ছাই রঙে কলকাতা ডুবে আছে আজ। ন্ডল্ডের মতো সরু জল নেরে আসছে আকাশ থেকে। ছিপছিপে কাদা গোটা শহরঢার গায়ে ক্রিমের মতো লেগে রয়েছে। এমন দিনে সেল্সের কাজে বেরনোর মতো শাশ্তি আর কিছ্হ নেই।

নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্ধাস বেরিয়ে এল বিযাৃ.ণর। এখন সকাল আটটা বাজে। আজ সাড়ে সাতটা নাগাদ একটা ক্লায়়েন্ট ভিজ়িট ছিল। ভদ্রল্োককে কিছুতেই ধরা যাচ্ছিল না। ওঁর ন্ত্রীর কাছে পিউরিফিয়ার বিক্রি করতে গিয়ে তিন-চারবার ঠোক্কর খেয়ে ফিরে এসেছে বিষাণ। তবে তার ভিতর এটাও জেনে এসেছিল যে, হাজ়ব্যান্ড মানুষটিকে সকাল আটটার ভিতর এলে ধরা যাবে। তাই সাড়ে সাতটায় চলে গিয়েছিল বাড়িতে। কিন্তু গিয়ে যে কী ভুল করেরেছ ভ। ভদ্রলোক নিজে যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তা ও জানবে কী করে? সকাল-সকাল কুড়ি মিনিট ধরে মুরগি করেঢেন বিষাণকে। একজন কমার্সের ছছলে পারবে কী করে জল নিয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারররর সঙ্গে ডিবেটে? এ ত্ত জলে ন্েমে কুমিরকে কুস্তিতে হারানে।!

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গলার টাইটা খুলে নিয়েড়ে নিযাণ। ฐঁ, টাই! মনে হচ্ছে ছাগলের গলার দড়ি। ক্য়া প্রেশ্রোলির জুতো আর ফুটে।


 অস্বস্তি হচ্ছে বিষারণর। শার্ক্রু ভগবান বালে কি কিছুই নেনই? রোজ ত্তা বেরনোর সময় মায়ের ঘরর সিংহাসনে রাখা ছবিগুালাকে প্রণাম করে ও। তা সেই সব কি ওই এব্ৰট্রাটেরেস্ট্রিয়ালরা জানতে পারেন না ?

আজ শনিবার। ত্বে বিষাণণর ছুটি বা হাফ বলে কিছু নেই, বরং চাপ আছে। মাসের শেষ বরে টার্গেট ফুলফিল করতে দৌড়তে হবে আরও বেশি। ও টার্গেটের অনেকট৷ পিছনে পড়ে আছে। গতকান্গ সন্ধেবেলা অফিসে রিপোর্ট করতে গিয়ে টিমলিডার সন্তোষদার কাছে ভাল ঝা়় খেয়েছে ও।

অফিসের লম্বা হলটর এক কোনায় সন্তোষদার কিউবিকল। লোকটাকে কখনঞ হাসতে দের্খেনি বিযাণ। গতকালও মুখ-চোখ কুঁচকক একটা সেল্স রিপোর্ট উলটোছ্ছিল। রিপোঁটট বে বিষাণেরই ছিন, তা বিষাণ বুঝবে কী করে ?






 r.।! か? ম মালিকের বন্ধুর রেকমেন্ডেশনে কাজ পেয়েছিস বলে সাপের পঁ।b প। দোখখছিস ? আমার টিমের টর্গেটকে একা নষ্ট করে দিছ্ছিস তুই। শাল।, একটা পিউরিফায়ারও বিক্রি হয় না তোর? আমাদের এখােে তিন মাস এমন পারফর্ম করলে লাথ মেরে বের করে দেওয়া হয়। তোর পাচ মাস হয়ে গেল প্রায়। দ্যাঘ বিষাণ, আর নয়। আমাকেও চাকরি
 «ফলার নির্দ্রেশ এস্সেছে।"

আর এক মাস? মাসে পন্নু@ীট゙ পিউরিফিয়ার টার্গেট থাকে ভদের, কী করে বেচবে এতগুর্স্গু মেশিন ? কে কিনবে ? অফিস থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির শহরটা, তাক্য়লা-ন্লো সিগন্যাল, গাড়ির লম্বা লাইন. বিলবোর্ডের দাপাদাপির দিকে তাকিয়ে বিষাণের মনে হয়েছিল, এত মননুের ভিতর পননরো জন নেই যে ওর দিকে হাত বাড়াবে ? পর্নরো জন নেই, য় বিষাণের জনা নিজের ঢেক বইটা থৃলাব ?

বিষাণ বোঝে, সেল্স সবার জন্য নয়। ভর মতো মুখচোরা, সেন্টিমেন্টাল মানু.যের পক্ষ্ ‘পুশি’’ হয়ে জিনিস বিক্রি করা সম্তব নয়। সেল্সম্যানের আমিত্তকে ঢেকে রাখে ওর লাজুক স্বভাব, যা সয়্তাষ্দার ভাষায় ‘ঢং’।

জলের ছাটে ঘড়ির আবছা-হয়ে-আসা কাচটা আঙ়ুল দিয়ে পরিষ্কার করে সময় দেখল বিষাণ। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। সেই লোকটাকক আর ফুটব্রিজের কাছে দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিটা একই ভাবে হয়ে চলেছে। বৃষ্টির

শনিবার বনেই বোধ হয় কলকাতা আজকক একটৃ শ্লথ। এমন দিতন কার ইচ্ছে করে লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পিউরিফায়ার বিক্রি করত্ত? তবু নিজের বেকারত্বকে এক মাস লেট করানোর জনাই ،োধহয় ভ দৈৗড়চ্ছে।
"কী রে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে রয়়েছিস কেন ?" হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠল রিষাণ। একমুহূর্ত্র জন্য যেন চিনত্তে পারল না মানুষটাকে। তারপর বুঝল কপিল। খাকি রঙের পুরনোদি.নের ভারী ওয়াটার প্র্যফ, হাঁটু অবধি গামবুট আর মাথায় ঘোমটার মতো ছাউনি। দেখে মনে रচ্ছে, চটি গোয়েন্দা বই থেকে উঠে আসা চরিত্র।
"কী রে, অফিসে যাসনি?" কপিল আবার প্রশ্ন করল।
বিষাণ হাসল, এ লোকটা জীবন্ত প্রশ্নককাষ। একে পৃথিবীর সব কিছ্ছ্র জানতত হবে। যেন কেউ দিব্যি দিয়ে পাঠিয়েছে যে, সব জেনে না এতলে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে।

বিষাণ বলন, "না, আমার তো পর্থ, অফিস। একটা কাজ আছে, অজু আসবে। ওর সঙ্গে দেখা কব্বৌ্প?

বিষাণ পালটা বলল, " এখানে?"
"আমি?" ক্পিল প্রশ্ন করত্তই অভ্যস্ত। শুনতে হয়তো অতটা নয়। তাই সামান্য হোচট গখল। টালুমালু চো,খ তাকিয়ে বলল, "দোয়েল ওষুধ কিনতে দিল। কাছাকাছি পেলাম না বনে এত দূর আসতে হল।"

বিষাণ তাড়া দিল, "তা যাও তা হলে। লেট কোরো না। আর এত সকালে কি পাড়ার ওথানে ওষুধের দোকান খোলে ? আর একটু পরে বেরতে পারলে না?"

আবার প্রশ্ন! কপিল আরণ্ত ঘাবড়াল। আজ দিনটা হয়াত্ত কপিলের নয়। কপিল বলन, "না দেখি এদিকে যদি কোনঙ দোকান খোলা পাই। আচ্ম, কাল যা বলল চন্দ্র তা সত্যি? তোকে সত্ত্ই কি বের করে দেবে ও?"

অজুর কাণ্ডজ্ঞান কোনওদিনই ,বশশি নেই। কিন্তু ইদানীং যেন
‘গハাটাই লোপ পেয়েছে। মোবাইলে বিশেষ ব্যালান্স নেই বিষাণের। একট゙। কল বড়জোর হবে। তাই ওর ভিতর দু’বার অজুকে মিস কল দিয়়ছে। ব্যাটা একবারও রিং ব্যাক করল না ？আর কতক্ষণ দাঁড়াবে ও ？心র কি সময়ের দাম নেইই কোনও？

সময়ের দাম？কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল বিষাণের। ওরই দাম ন্নই，তো এর সময়！গতকাল রাত্রে এই কথাগুলোই তো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে চন্দ্র।

বিকেলে চন্দ্রর ফোন পেয়ে বেশ অস্বস্তিতে ছিল বিষাণ। কী এমন দরকারি কথা যে চন্দ্র ভফ়ান করল ওকে？বিষাণ ভেবেছিল ！．যে，অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে। কিস্তু অফিসে গিয়ে সন্তোষদার কাছে এমন ঝাড় খেয়েছিল যে，অফিস ৫．থকে তাড়াতাড়ি বেরতেই পারেনি ঞ।

 আবার কিছু বলবে না তো ？
 ঘরে হুইস্কির বোতল，গ্নার্দ্রুআর ছোলা－বাদাম নিয়ে বসেছিল চন্দ্র। বাড়িতে দুকে নিজ্জের ঘরে ব্যাগ রাখামাত্র কপিল বললেছিল，＂তোকে जোর দাদা গোরু－ৰ্থোজা খ্রুঁজাছ। যা তাড়াতাড়ি।＂বিষাণের টেনশন যেন বেড়ে গিয়়ছিল আরও কয়েক ধ৷প। আজ শিওর কপা！লল ঝাড় আছে। কেন যে চন্দ্রাক এভ ভয় পায় ও！

চন্দ্রর কাছে যাবে বলে ঘর থেকে বেরতে－বেরতে শুনছিল কপিল জিজ্ঞেস করছে，＂হ্যুঁ রে，কাউকক হন্যে হয়ে খুঁজলে গোরু－র．থাঁজা বলে কেন বল ততা ？＂
＂তোর এতক্ষণে সময় হল？＂চন্দ্রর ঘরে ঢুকেই প্রশ্নের সঙ্গে অ্যালকোহলের গষ্ধও পেয়েছিল বিষাণ। এই গন্ধটা একদম সহ্য হয় না জর।

বিষাণ বলেছিল，＂অফিসে বস আটকে দিয়েছিল। তাই．．．＂
"একদিন মানেজ করতে পারলি না?"
পারেনি যে, তা তো স্পষ্ট। বিষাণ উত্তর না দিয়ে মাথা নিহ্র করে দাঁড়িয়েছিন। ও জানে যে, এসব উত্তর দিভে গেলে হিতে-বিপরীত হবে।
"তা তোদের কোম্পানিটা কেমন? কত বড় ?"
"ত্া ইয়ে...বড়ই বোধ হয়। মাঝারি টাইপের বড়।"
"মাঝারি বড়? মানে?" চন্দ্র সোজ্জা হয়ে বসেছিল, "তোদের পিউরিফায়ারের তো অ্যাড দেখি। ডাইনোসর টাইপের একজন অ্যাকট্রেস আছে না তাতে?"

বিষাণ মাথা নিছু কররেছিল। চन্দ্র কী বলতে চায়?
চন্দ্র বলেছিন, "লোন-টোন দেয় তোদের কোম্পানি ? গস-সব সুবিধে আছে?"
"লোন ?" বিষাণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিজ্ত্যেল একদম।
"多।। লোন দেয় ? মানে এমপ্ধয়িরা জীন-টোন পায় ?"
"আমি ঠিক জানি না রে দাদা ৷্ট ষ্বেণের অস্বস্তি হচ্ছিল।
"জানিস না মানে? তুই চাক্র করিস, আর জানিস না ?"
"মানে, দরকার পর্ডেন্ন্টিণা। ভই..." বিষাণের জলতেষ্ঠ। পাছ্ছিল। চন্দ্র কোনদিকে কথাটl নি<়ে যাবে, বুঝতে পারছিল ন। বিষাণ।

চন্দ্র আরও একটু এলিয়ে বসে গ্নাসটা তুর্লে নিয়েছিল। সময় নিয়ে চুমুক দিয়েছিল হলুদ তরলে। তারপর আচমকাই বলেছিল, "ষটট হাজার টাক। লোন নে কোম্পানির থেকে।"
"কত টাকা?" ঠিক বুঝা.ভ পারেনি বিষাণ।
"ষাট হাজার টাক।। নিক্সটি থাউজ্যান্ড রুপিজ়।" কেটে-কেটে বলেছিল চন্দ্র।
"অত টাকা ? আময় লোন গেবে কেন ?"
"তুই চাকরি করিস। লোন নিবি। কাজ করে শোধ করে দিবি।" চন্দ্র এমনভাবে বলেছিল যেন চুইংগাম চিবোনোঙ এর চেয়ে কঠিন।
"আমায় সত্যি লোন দেবে না। চাকরিটাই থাকে কি না সন্দেহ!"

বিষাণ কী বলবে বুঝতে না-পেরে দূম করের বলে দিয়েছিল কথাট।।
"মানে?" শেষের কথাটা শুান তিড়িং করর লাফিয়ে উত্ঠীছিল চন্দ্র। পায়ের ধাক্কায় টেবিল থেকক গ্লাস আর ছছালা-বাদামুর প,্লেটট উলটে পড়েছিল মেঝেতে। অ্যালকোহল ছড়িয়ে গিয়েছিল .েঝেময়।

ঘাবড়ে পিছিয়ে এসেছিল বিষাণ।
"চাকরি থাকবব না মানে? কেন থাকবে না চাকরি?" চন্দ্র চিৎকার করছিল রীতিমতো।
"আ...আমর...ইয়ে...পারফরম্যান্স, মানে, খুব একটা..." বিষাণ তোতলাচ্ছিল। চন্দ্রর চিৎকারে মা ডার দোয়েল এসে দাড়িয়েছিল দরজায়।

চन्দ্র বন্লেছিল, "আমি কিছু জানি না। এতদিন ধরে তোকে বইছি আর তুই বলছিস টাকা দিতে পারবি না? শুয়োরের বাচ্চা! লাথি মেরে তোকে বাড়ি থেকে বের করর রেব।"
 দ’জনের মাঝে। মা বলেছিন্ল ○ক্ন এমন করছিস एन্দ্র? को হয়েছে?"

চন্দ্র মায়ের দিকে ঘুরের্র্র্লছিল, "কী হয়েছে মানে? আমার ষাট হাজার টাকা দরকার। আমি আগেই লোন নিত্যেছি। আর পাব না। ওকে বলছি অফিস থেকে নিতে। কিন্তু জানোয়ারটা বলছে, ‘পারবে না’!’’
"কীসের দরকার তোমার টাকার? কী হবে টাকা দিয়ে? এই তো গতকাল একটা পলিসি করলে। তার পরেভ কীসের দরকার টাকার?" দোয়েল অবাক হয়ে জানতে চেয়়েছিল।
"সব তোময় বলতে হবে?" চন্দ্র থে゙কিয়ে উঠ্ঠিছিল।
দোয়েল তবু ছাড়েনি, "বলতেই হবে। সারাদিন পর ছেলেটা বাড়ি:ত এসেছে আর তাকে তুমি..."

চন্দ্র কথাটা শেষ করতে না দিয়েই এক থাপ্রড় বসিত্য় দিয়েছিল দোয়েলের গালে। মাথা টলে দোয়েল পড়েই যাচ্ছিন যদি না বিষ|ণ ধরে ফেলত।
"আমার বউয়ের গায়ে হাত দিয়েছিস! শালা, শুয়োরের বাচ্চা, হারামিপনা হচ্ছে! আজ তোকে..." চন্দ্র উন্মাদের মতো লাফিয়ে পড়েছিল বিষাণের গায়ে। বিষাণ দোয়েলকে আড়াল করে একহাত দিয়ে শধু ঠেকিয়য় দিয়েছিল চন্দ্রকে। অন্যদিন হলে চুপচাপ মার খেয়ে নিত, কিন্তু চন্দ্রর কথার ভিতরের নোংরা ইঙ্গিতটায় মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল বিষাণের।

বিষাণ মুখচোরা, লো-কনফিডেন্স মানুষ হলেও গায়ের জোর সাংঘাতিক। ইচ্ছে হলে চার-পাঁচ জনকে একাই সামলে নিতে পারে। কিন্তু কখনও তা করে না। মনে হয়, কী হবে মারামারি করে ?

তবু প্রতিটা কমজোরি মানুষের ভিতরকার দৈত্য তো একসময় জাগেই। গতকাল যেমন জেগে উঠেছিল বিষাণের দৈত্য। ও চন্দ্রকে হাত ধরে তুলে ধরেছিল শূন্যে, ঠান্ডা গলায় বলেছিল, "তোকে কিস্তু বেদম মারব যদি আর কখনও নোংরা কথ্রুরলিস।"

গতরাতটা খুব খারাপ কেটেছে বিষ্রের। কাউকে কড়া কথা বললে
 রাত জাগিয়ে রেখেছিল ওকে

আজ সকালে বাড়ি থোর্রেরোর ঠিক আগে চন্দ্র এসে বলেছিল, "তোমাদের বাড়ি ছেড়ে অমি মাসখানেকের মধ্যে চলে যাব। আমার থেকে তোমরা কোনওরকম সাহায্য আশা কোরো না।"

কিম্তু মাসখানেক পর .তো জর আর ঘাকরিই থাকবে না। বিষাণ জানে, ওর পক্ষে এই চাকরিটা জিইয়ে রাখা সষ্ভব নয়। কিন্ত্র এর মধ্যে নতুন চাকরি কোথায় পাবে ভ? টিউশনি করে পাওয়া বাইশকো টাকায় কতদ্নি যাবে মাসের? মায়ের সামান্য মাইনে আর গর সামান্য টাকা দিয়ে ওদের তিনজনের খরচ চলবে? চন্দ্র সংসারে যে আট হাজার টাক। দেয়, সেটা আর পাবে না। বিষাণের মনে হয়েছিল, চন্দ্রকে অমন করে মারাটা কি ওর উচিত হয়নি ?
"একটা বড় ছাতাও জোটে না তোমার ?" হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠল বিষাণ।

সবৃজ ল্ম্বা গাড়িটার জানলা থুরে মৃথ বাড়িয়ে রয়়ছে কুমুদ্বতী!
 ত্রুলোর বীজ ফাটল যেন, ককউ হালকা একট। ববলুন ভাসিয়ে দিল
 নারী-পুরুষ!
"কী দেখছ অমন করে?" কুমু গাড়ি থেকে নেমে এল।
বিষাণ লজ্জা পেল। সত্যিই তো, এমন করে কেউ দ্যাথে? বিষাণ বলল, "সরি কুমু, ওই বাড়িটায় যেতে পারিনি এখনও। রোববার সন্ধেবেলা যাব।"
"ঠিক আছে। আমি অজুর বদলে এসেছি। এই নাও ম্যাগাজ়িনের জন্য ম্যাটার।"
"অজুর বদলে ?" বিষাণ আশ্চর্য হল।
"হ্যা। ও আমদের বাড়ি থেকে মাটার্রুআনভে গিয়েছিল। তখন আমিই ভকে আসত্ত বারণ করলাম.
 করে উঠল। বিরক্তু লাগল বিৰ্রি স্ত্রিনে নামটা দেখে আপন মরে বলল, "ও লাবানা!"
"‘লাবানা ?" কুমু স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে উঠল। নরম চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠল। হাতের ম্যাটারটা বিষাণের মুখে ছ্ডে দিঁয়ে বলল, "হ্যাভ আ নাইস টক," তারপর গাড়িতে উঠে দড়াম কট্র দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

কলকাতার মেঘগুলো ঢুকে পড়ল বিষাণের বুকের ভিতর, বৃষ্টিগুলো पুকে পড়ল মাথায়, লুকোনো বভ্রবিদ্যুৎ ছুটে গেল শিরায়-শিরায়। নিজেই একটা বর্ষাকাল হয়ে বিষাণ দেখল, গোটানো কাগজের রোলটা মাটিতে পড়ে ভিজে চলেছে।

রथী, ২৮- জুন: সকাল

রেনকোটটা গুপির। তবে বুড়ো বৃষ্টির জন্য বাড়িতে আটকা পড়ে আছে বলে রথী এটাকে আজ ব্যবহার করতে পারছে। তবে গায়ে ছোট হচ্ছে খািকটা। ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টিতে সারা শহরের কেমন একটা সর্দি-সর্দি ভাব। বর্ষাকাল একদম ভাল লাগে না রথীর।
ব্রিজের পাশের ইন্ডিয়ান অয়েলের ঘড়িতে এখন আটটা বাজতে পাচ। এই সময়টায় ব্রিজের পাশের রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে কাজে যায় ভ্রসম। অন্তত ছ’মাস আগেও যেত। আর আশা করা যায় যে, এখনও এখানেই মিস্টার গোভিলের মায়ের দেখাশোনার কাজটা হ্রসম করে।

গতকাল সারা রাত ঘুমোঢে পারেনি রথী। ভ্লসমের মুথটা বারবার মনে পড়ছিল জর। ও কিছ్ֵতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, ব্লসম ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে অমন করে চলের্র্রাতে পারে! এই মেয়েটাই যে ওর জন্য একসময় সব কিছ্天 ছাড়ce 毋i kি হয়েছিল। স্রেফ ছ’মাসে পৃথিবী এত বদলে যেতে পারে প০ী করে ভুলে গেল সব? কই রथী তো কিছ্র , জোলেনি! জেরেুু সময়গুলোই চিন্তা করের্র্রেসেই সময়গুলোকে বুকের ভিতর সমস্ত রুক্ষুতা থেকে আড়াল করে রেথেছ্ছ। তবে?

আজ থেকে আড়াই বছর আগের ঘটনা। শীতকাল হলেও বৃষ্টিতে সব ঝাপসা হয়েছিল সেদিনও। মছলন্দপুর থেকে একটা বড় গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল রथী। শিবির একটা মান ডেলিভারি করার ছিল পুনম সিং বলে একটি লোককে। পুনম উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিল। মাল পেয়ে পেমেস্ট করে চরেলে গিয়েছিন। তারপর হাইওয়ে দিয়ে ৃীরেসুস্থেই গাড়ি চালাচ্ছিল রথী। বিড়ার কাছে গাড়ি থামিয়ে এক কাপ চাও খেয়েছিল। ওই টিনের ছাউনিজয়ালা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে কোনভ কারণ ছাড়াই বুকের ভিতরে একটা শুন্য হাইওয়ে জেগে উঠেছিল রথীর। মনে হয়়়িছি, এমন বৃষ্টির দিনে, এমন শীতের বিকেলে, ওর জন্য তো কেউ অপেক্ষা করছে না। তা হলে কোথায় ফিরবে ও ? কেন ফিরবে?
$৬ ৮$

বৃষ্টি দেখতেই হয়তো আকাশের অনেক উপরে ভগবান নিজের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিছেন সেসময় ও নীচে ঝুঁকে দেখেজ ছিলেন রথীকে। না হনে কি পরের আধঘণ্টার মধ্যে এভাবে পালটে যেত রথীর জীবন

বিকেলের আলো মরে আসছিল দ্রুত। মাঝে-মাঝে বড়-বড় ট্রক পাস করছিল দু’টো-একটা। রथী গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। বারাসাত ঢোকার মুখে সামনে রাস্তায় কয়েকটা আবছায়া চেহারা দেখে নিজের অজন্তেই গাড়িটা থামিট্য় দিয়েছিল জ। দেখ্থছিল কারা যেন রাস্তার পাশে দাড়িড়ে গাড়ি থামানোর চেষ্ঠা করছে।

চারটে মেয়ে। রথী ওদের দেথেই বুঝেছিল যে মেয়েগুলো খুব বিপদে পড়েছে। ওকে দেখেই মেয়েগুলো কিচিরমিচির করে উঠেছিল একসঙ্গে। कী বলছে ওরা? জট পাকানো শব্দ, অবিরাম বৃষ্টির মধ্যেই রথী দেখ্খেছিল


 আশপাশের মেয়েগুলো বলজ্জির্র" "পড়ে গিয়েছে", "বৃষ্টিতে পিছন", "অ্যাপ্সিডেন্ট" "হাসপাতান্দু" রীী বেক্ষের সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল মেয়েটাকে গাড়িতে ওঠাবে বলে। ঝুঁকে পড়েও কোলে তুলতে গিয়েজ ফ্রিজশটের মতো জমে গিয়েছিল। এমন দরিদ্র চায়ের দোকানে, রংচটা বেঞ্চে, কে ঘুমিয়ে রয়েছে একা? কোথায় ছিল এতদিন ও?

সরকারি হাসপাতালের অবস্থা সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা আছে রথীর। গাড়িতে মেয়েটি ও তার বান্ধবীদের ত্রুলে নিয়েই ফোন করেছিল শিবিকক। কাজ ঠিকমতো মিটে গিয়েছে বলে মেয়েটির কথা সংক্ষেপে বলেছিল। শিবি বলেছিল, কাছের বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ওখানে ফোন করে বলে দিয়েছিল শিবরতন ঘোষ। মোমের মতো মেয়েটির চিকিৎসায় কোনও সমস্যাই হয়নি। মেয়েটার বাড়ির লোকজনও এসে পড়েছিল বারাসাত হাসপাতানে। সবাই একসঙ্গে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল রথীকক।

ब্লসম! মোমের মেয়েটার নাম ब্লসম! রথীর গলা ঙকিয়ে আসছিল। এমন তো কোনওদিন ওর হয়নি ! হ্লসমের জ্ঞান ফিরেছিল আগেই। অল্প কথাও বলছিল সবার সঙ্গে। রথীর সঙ্গে, কেন কে জানে, কথা বলেনি একটাও। ‘ধ্ব আড়ে- আড়ে তাক্য়েছিল দু’-একবার।
ब্লসমকে একদিন অবজ়ারভেশনে রেখে পরের দিন সকালে ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তাররা। ,সদিন বিকেনেই ন্নসয়ের দাদার দেওয়া রানিকুঠির ঠিকননায় গিত্যেছিল রথী।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্রসমের জন্) সারাদিন মনকেমন করত রথীর। মনে হত সব ছেড়ে ওর কাছে চলে যায়। ब্রসমদের ছোট্ট বাড়ি, নির্জন গলি আর সুন্দর পরনা দেওয়া জনলাগুলোঙ যেন ক্রমাগত টননত রথীকে।

তবে ब্লসমদের বাড়িতে গেলেজ ওর মা-ই বেশি গল্প করত। ब্লসম


তারপর একদিন রথীর জৃর হয়েছিষ্রি চার-পাঁচ দিন বাড়ি থেকে




তারপর একদিন এস্সেছিল ফোনট।। স্ক্রিনে লেখা ব্লসম নামটা কেমন যেন বরফের ছ্যাকা দিয়েছিল শিরদঁঁড়ায়। কাঁপা হাতে কলটা রিসিভ করেছিন ও।
"झালো?" রথীর গলা কাঁপছিল।
"রथী?" শিফৃনের মতো গলাটা ভেসে এসেছিল।
"হাঁ," নিপ্পাস ভারী হয়ে আসছিল রথীর। বুঝতে পারছিল না কী বলবে।
"তুমি কয়েক দিন আস্ছ না তো, তাই মা বলছিল..."
"মা ? মানে কাকিমা ?" রথী কোনওমতে বলেছিল।
""হাঁ।, ইয়ে...আমি বললাম, তোমায় ডিস্টার্ব করার দরকার নেই। তবু মা এমন জোর করল....যে...তা তুমি কেমন আছ?"
"ও, কাকিমা বলল!" রথীর মনট। চার গোল খেয়ে গিয়েছে এমনভাবে গোঁত্তা খেল, "আমি আIি একরকম। একট্ জ্রুর হয়েছে। তই..."
 आমি রাখি?"

রেথে দেবে? আরও পাচ গোল।
রथী চুপ করে গির্য়ছিল। মনে-মান রাগও হয়েছিল খুব। ও মায়ের কথায় ফোন করেরেছে? নিজের তা হ,লে আগ্রহ নেই ?
"কী হল ? ছপ করে গেলে কেন ? আমি রেখে দিই?" ब্লসম আবার জিজ্ঞে করেছিল।
"আমি কী বলব ?" রথী বুঝেছিল কষ্টের ছিটেেেেঁটাগুলো মন উপচে কথার ওপর এসে পড়ছে।


 তা হলে রাখছি।"
"ब্লসম," প্রায় আর্তনা氏র্র্র্রে উঠেছ্ছি রথী, "আমি এবার নির্ঘাত মরে যাব! তুমি দেখো, আমি এবার মরর যাবই।"

ब্লসম গভীর গলায় বলেছিল, "মরতে দিলে .তে। তुমি না থাকলল কে আমায় বৃষ্টির মধ্যে কোর়ল তুলবে ?"

রथী কোন কথা বলত্ত পার্রছিল না। মর্ন হচ্ছিল যে. ब্লসম নয়, আসলে জ নিজেই মোমের তৈরি। ঞ শুধু অস্গুটে বলেছিল, " আমি তোমায়...তোমায়..."
ब্লসম আদুরে গলায় বলেছিল, "জানি। জানো, আমিজ।"
মোটরবাইকটা ব্রিজ থেকে নেমে সামনে বাঁ দিকে ইউ-টার্ন পেরে হুশ করে বেরিয়ে গেল। রথী দেখল, পিছ,ের সিটে সাদা সি-ত্রু পলিথিত্নর রেনকোট গায়ে ল্লসম বসে রয়েছে। আর বাইক চালাচ্ছে ক্র্যাশ হেলমেট

আর নীল উইন্ডচিটার পরা একজন। সামনের জনকক (চেনা যাচ্ছে না। তবু ब্লসমের বসা দেখে রথী বুঝল ঘনিষ্ঠ কেউ। রথীর বৃকের ভিতর হিংসের সবুজ আগুনটা দপ করে উঠল। এর কথাই কি ছান বলেছিল ? ब্লসম তো দেখেছিল ওকে। তবু বাইকটা থামাল না! জ্লসম ফোন ধরছে না বলে ও তো এসএমএস করে জানিয়েছিল যে, এই ফুটব্রিজের কাছে ও অপেক্ষা করবে। তা হলে! যখন জননত এখানে রথী থাকবে, তখনও কেন অমন ঘনিষ্ঠভাবে বাইক চড়বে জ? ্্রসম কি সত্যি আর রথীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না ?

বৃষ্টিতে সব কিছ্ অপার্থিব মনে হচ্ছে আজ। রথীর যেন আর কোথাও যাওয়ার নেই। হ্লসম যখন আর ভালবাসে না, তখন বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। সত্তাই তো, কার জন্য বেঁচে থাকবে রথী? টাকার জন্য ? কার জন্য উপার্জন করবে টাকা ? যার জন্য এত কষ্ট করতে চাঙয়া, সে তো এই ছ’মাসেই রথীকে পুরনো পোশার্কুর মতো ছড়ে ফেলেছে। একটা দুঃখী জলের ফোঁটা আলতো পারে চোখের পাতা থেকে গালে নামল রথীর। তারপর এবড়ো-খvব্বুলী) দাড়ির ফাঁক দিয়ে হাঁটতে লাগল তার দুঃথী মুখটা নামিয়ে। যেেু একা হেঁটে যাওয়া ছাড়া অক্রা-ই বা করতে পারে ?
"আবে, তখন থেকে হর্ন মারছি শুনতে পারছিস না?" জোরে ডাকটায় মুখ তুলে তাকাল রথী। ছানুর সঙ্গেভ মোটরবাইক? মাথা গরম হয়ে গেল রথীর, বলল, "তুই কোন হরিদাস যে তোর হর্ন শুনতে হবে?"
"আইব্বাস, মেজাজ তো পুরো ফার্নেস গুরু! আয়, বিড়াল শাল৷ ডেকেছে।"

এটা ঠিক হয়েই ছিল যে, আটটা থথকে সওয়া আটটার ভিতর ছানু রथীকে পিক-আপ করে গনবে। তা হলে ভ মাথা গরম করছে কেন ? রথী নিজেকেক সংযত করল। বাইকে বসে বলল, "এটা কার গাড়ি রে?"
"মাধবদার। মাধবদা বিক্রি করে দেবে বলছে। পারলে কিনে নেব।"
রথী দীর্ঘপ্ষস ফেলল। ছানুর কাঁচা টাকা হচ্ছে। পুরিয়া বিক্রির ফল।

ছেলেটা বুঝছে না, এসব করলে কতটা বিপদে পড়বে ও। তার উপর গিবির ர,থকে লুকিয়ে কারবার করছে! যাক গে, জর কী? যে যা পারে করুক। জ তো মরে-মরে যা ঠিক করার করেই নিয়েছে। ছ’মাস আগে শেষ দেখা হঙ্যার দিন ब্লসম যা বলেছিল, তা সেসময় পাত্তা দেয়নি রথী। কিন্তু এবার দেবে। গত ছ’মাস ধরে অন্ক ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। হিমিও তো বলেছিল সাহায্য করবে। দেখা যাক, শিবিকে বলার পর কী দাঁড়ায়!

মরোহরপুকুর রোডের অফিসটায় এমন ওয়েদারেও লোকের ভিড় আছে বেশ। শিবি ক্ষমতাশালী লোক। আর যে-কোনএ পাভয়ার সেন্টার হল গুড়ের ডেলা, পিঁপড়েদের লাইন লেগেই থাকবে।

পবন আজও সেই জং-ধরা চুল নিয়ে শাহরুখ খানের মরো ভঙ্গি করে বসেছিল। ওকে দেখে নতুন ছবির গোল্ডেন জুবিলির পরের হাসিটা ছ্যেড়ে দিল। রথী বিরক্ত ঢচা,খ তাক্যু। জ জারন, গতকালের চলে যাওয়ায় শিবি নিশ্চয় রোগ আएছ৫পললা, শনিবারগুললাই অপয়া। প্রথমে ব্লসম। তারপর এখন শিব্বি○

শিবির চেম্বারের পরদা সর্রিষ্গু ঞ্ষয়াটে মতো একটা ৷.লাক বেরনোর পর আর-একটা ন্লোক ঢের্র্রেষ্টা করতেই পবন গর্জন করে উঠল, "আরে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বসুন চেপে।"

লোকটা বিরক্ত হুয়ে বসে পড়ল।
পবন রথীকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল ভিতরে যেতে। তারপর ছানুকে বলল, "আরে দাদা, বাইকখানা কার ? একদম ‘ধুম টু’ টাইপ যে!"

শিবির সামরে একটা ইংরেজি পেপার খোলা।
এত সকালেই স্নান করে চন্দ়নের ফোঁটা কেটে বসে রয়়ছে মানুযটা!
"কী শালা দেবদাস? কী খবর?"
"আছি দাদা।" রথী চোয়াল শক্ত করল।
"রাগ করেছিস তোকে জেলে দেখতে যাইনি বলে ?" শিবির কথায় রসগোল্মা ঝরছে।
"ना. ঠিক আइए।" রथी দীর্ঘभাস ফেলল। শিবির কথায় বুথ ক্যাপচার করতে গিত্যেই তো হাজতে যেতে হয়েছে ওকে। অবশ্ শিবির সমস্যাট্ ও বোর্রে। জেলে গিক্যে রথীর সন্গে দেখা করুতে গেলে কি আর শিবির c্রেস্টিজ থাকে? আর তা হলে তো সবার সামনে ফাঁসও হয়ে যাবে অন্নে কিহ্৷
"ঠিক না থকলেে ঠিক করে নিতে হয় রে রথী। জীবনেন দুঃখ-কষ্ঠ মন্নের ভিতরে রেপে সব ঠিক করে নিতে হয়। লোকে কি আর সম্মন করে এখানে আসে? ওরা আসে ভয়ে আর নোভে। তোরাও তো কত को जाবিস, বলিস आমায? কার এমন জীবন जাল লাগে বল? একবার আঢ়কে গগলে তো আর উপায় থাকক না। আমারও যে অন্লে শক্রু। অনেক বিপদ। ভাল লাগে না রে, তু ক্রসটা বইতেই হ়। তুই কি ভেবেছিস ছ'মাসে এমনিই ছাড়া পেল়ে গোছিস? শোন, গতকাল চলে

অনেকষ্ষ থেকে ভ্যানতাড়া বরছে(পাকটা। আর ভাল লাগছে না।
 ন। এ-নাইান আমি আর ,েটু

"মানেটা খুব সোজ। আর কাজ করব না।"
"শোন রথী, মাথাগরম করিস না। আাপুবাবুর কাজ। না করনে কোটি টাকার লোকসান..."
"দ্যার্থো দাদা..." রथী কথাঢা শেষ করতে গিল্রেও থামন। পকেট্ থেকে ফোনট। চ্যাচাচ্ছে। রথী যোনটা বের করে ক্রিন্রে চোথ রাখল। আর সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বরফ আর आাগুন একসল্গে ঢেলে দিল ওর শরীরে। ওর হাতের তলু ঘেমে গেল নিমেযে। ভাল করে ক্র্রিনটা দেখল রथी, ब्रमม!

যশ বর্মনের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে মিনিটদশেক আগেই। এখন জয় বসে আছে কনট্যাক্ট পেপার নেওয়ার জন্য। অফিসটা পার্ক স্ট্রিটের একটা পুরনো বড়িতে। গতকাল ফোন করায় আজ সকলল সাতটা নাগাদ আসতে বলেছিল যশ। সকাল সাতটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল জয়। বলেছিল, "যশজি, এত সকালে!"
"হবেই দাদা, আমার যে সময় নেই!" যশ হেসেছিল ফোনের জপারে।
"সময় নেই?" আশ্চর্য হয়েছিল জয়।
"আমায় দুপুরের ফ্লাইটে দিল্লি বেরিয়ে যেতে হবে। তারপর সেখান থেকে কাল ইউরোপ বেরব। তা ছাড়া আপনি !যোগাযোগ করতে এত ললট কররলেন!"

পৌঁছে প্রায় আধঘণ্টা কথা বল্লের্ষী ফাইনালাইজ় কররে দশ মিনিট ধরে অপেক্ষ্ম করছে জয়।

জয় পকেট থেকে ফোর্রুরের করল। শামিমকে একটা ফোন করা দরকার। কাল ঠিক সময়ে যাতে জায়গামতো পোঁছে যায় সেটা বলে রাখতে হবে।
"হ্যালো, জয়দা!" শামি,মর গলায় ঘুম।
"কী রর ঘু.মোচ্ছিলি?" জয় হালক। গলায় বলল।
"বাইরে যা ভায়েদার, বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করঢছ না।"
শব্দ করে হাসল জয়, "বাড়িতে শুয়ে থাকলেই কি আর রোজগার হবে?"
"ওঃ, তুমি যা বলো না!" শামিম হাই তুলল, "বলো, কেন ফোন করলে?"
"কাল টাকা নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব আমি। শিবির লোকজন অ্যাকটিভ হচ্ছে। সঙ্গে নবীনকেও রাখিস। মেশিন আনবি। তিরিশ লাখ

ইন ক্যাশ খুব বেশি নয়, কিন্তু খুব কমও নয়। সৃতন্নুদার এখন টাকার চাপ যাচ্ছে। নতুন কনট্র্যাক্ট ধরতে প্রচুর মাল্ল খাজয়াতে হয়েছে। তুই কিন্তু অ্যালার্ট থাকিস।"
"তুমি চিন্তা কোরো না, জয়দা।" শামিমের গলায় যেন সামান্য বিশ্ময় টের পেল জয়।

ইশ, বেশি বালে ফেলেছে! নতুন ছেলেকে এতটা বলা ঠিক হয়নি। কেন এমন করল জয়? ও তো কখনও এমন করে না। তা হলে? কাল রাতের ব্যাপারটা ওকে সত্যিই কি নাড়িয়ে দিয়েছে ভিতরে-ভিতরে?

জগৎমমু বলে, "হালকা হษ, বাঁধন কাটে।। কী হবে आঁকড়ে? ছডড়তে না জানলে বাচচতে শেখা যায় না, জয়!"

কী ছাড়ার কথা বনে মামু ? কেন বলে ? না ছাড়লে বাঁচতে শেখা যায় না ? দু’টো কেমন পরস্পরবিরোধী নয় ? জয়কেক সব কিছু রক্ত জল করে অর্জন করতে হয়েছে। এসব ফিলজ়ফি মাa্র্য ঢেকে না ওর।
"সরি, অনেকক্ষণ অপেক্ষ করছেন্র্সামনের দরজাটা খুলে একটা
 আন্তে পাঠিয়েছি। সকাল বভ্রু পকনু ,লেট হচ্ছে। আপনকে ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ছেলেটা বোধ হয় যশের সেক্রেটারি, কথাবার্তায় আন্তরিক। জয় হেসে বলল, "না, আমি এখন কিছু খাব না। আমি ওয়েট করছি।"

ছেলেটা হাসল, "অ্যাজ ইউ উইশ। সরি এগেন।"
মানে আরও কিছুটা সময় ? অপেক্ষা করতে খুব বিরক্ত লাগে জয়ের। মামু বলে, "মনটা বাঁধো জয়। अস্থির মন বুনো শুয়োরের মতো।" হোক বুন্ো শুয়োর, তবু সেটাই তো ওকে প্রায় ফুটপাথ থেকে এখানে তুলে এনেছে। তবে একটাই আফসোস আছে জয়ের। পড়াশোনাটা বিশেষ করতে পারেনি। এইচএস দিত়েছিল, পাশ করতে পারেনি।

ঘরে ঢোকার মেন দরজাটা খুলল এবার। যে ছেলেটটা ুুকল তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। কাঁধে রংচটা লেদদরের ব্যাগ। গলায় একটা টাই, নীল রঙের উপর সাদা টিপ-টিপ ছ|প। এরা বেশ কয়েক বছর হল কলকাতার

নতুন শ্রেণির প্রাণী। লোকে ব্যঙ্গ করে ওদের ‘বেদ্যেবাবু’ বলে। এদের দেখলে কষ্ট হয় জয়ের। একটা জোর-করে-আনা কনফিডেন্সের তলায় সবারই যেন কেমন ‘হারিয়ে গিয়েছি’ ভাব। বিক্রি করা যে কী কঠিন কাজ জয় জানে। ও তো নিজেও গ্যাসের বার্নার বিক্রি করতে ঘুরেছে কয়েক মাস।

তবে এই ছেলেটাকে দেখে ওরকম কিছ্জ বিক্রি করতে চায় মনে হচ্ছে না। এ হয় ক্রেডিট কার্ড নয় ইন্সিওরেন্স বিক্রির জন্য এসেছে। সতিা এদের জীবন খুব কঠিন।

আবার সেই ছেলেটি দরজা খুলে কচ্ছপের মতো মাথা বের করল। মুখটা এবার সামন্য গঙ্ভীর, "আপনি একটু বসুন। স্যার সময়মতো ডাকবেন। তবে আজ না এনেই পারতেন। স্যার কিছ্রুক্ষের মধ্যেই দিল্মি ،েরিয়ে যাচ্ছেন।"

ছেলেটl হতাশ গলায় বলল, "উক্রি আমায় এখন আসতে


সেক্রেটারি আরণ গন্ডীর হয়ে ক্পি৷। এই মুখটা সেৃখ জয়ের আর তত অন্তরিক মনে হচ্ছে না

সেক্রেটারি ছেলেটি বপ্ত্ৰু, "‘াকে, অকে, বসুন।" তারপর জয়কে বলল, "আপনারটা হয়ে গিয়ো়ে মিস্টার রাউথ। ভাল করে পড়ে সই করে রাখবেন।" ছেলেটার মুথে সেই আন্তরিকতা ফুতটে উঠন আবার।
 চ্যাম্পিয়ন।

আর মিনিট পাঁচচকের মধ্যেই একটা বড় খাম হাতে ৎপয়় গ,গল ※। ভিতরে কনট্র্যাক্ট কপি। আর অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। জয় সিঁড়ি বেয়ে .নুমে এল বৃষ্টির শহরে। একটু দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি পেয়ে গগল জয়। ট্যাক্সিতে উঠে বলল, "টেকনিশিয়ান স্টুডিও; টালিগঞ্জ।"

গাড়ির দোলা আর জানলার ফাঁক দিয়ে আসা হাওয়ায় চচে৷ বৃজে আসছে জয়ের। মর্ন হচ্ছে, কোনও ভার নেই শরীরে। যে-কোনভ সময় শিমুল তুলোর মতো উড়ে !.যতে পারে। নিমেষের জন্য ঢোখ বন্ধ

হয়ে এল জয়ের। কিন্তু সঙ্গ সঙ্গেই কেয়ার মুখটা মরেন পড়ায় চমকে সোজা হয়ে বসল। কেয়া গতকাল খুব হিংস্র হয়ে উঠঠেছিল। তট্বে শুরুটা করেছিল জয়। বিকেলে শপিং মলে বাঁশি আর কেয়াকে একসজ্গে দেঋার পর থেকেই ফুঁসছিল ও। তাই হাতকাট। বলাইকে ফোনে ধরেছিল।
"कী चবর, হঠাৎ এমন সময়?" বলাই আশ্রর্য হয়েছিল।
"তোর সঙ্গে থুব দরকার।" জয় কাঁপছিল রাগগ।
"কেন জয়দা? তেমমর গলাটl তো ভাল শোনাচ্ছে না!" বলাই বলেছিল।
"তোর একটা হেল্প চাই।"
"সুতনুদর কাজে? বললাম তো শিবি নড়ছে। সামলে থাকতে হবে।"
"না, না," অধ্ধর্য হয়ে উঠেছিল জয়, "আমার পারসোন্যাল দরকার। এর সঙ্গে কারজ যোগ নেই।"
"হহম, টপ সিক্রেট।" বলাই হেসেছিক্রে
 বলত্তে কার ভাল লাগে? আার্র্ট্রুাই তো ভাল করে চচনে কেয়াকে।
 আর হাসছিল না বলাই।
"একটা বিশ্ধস্ত লোক চাই। একজনকে ফলো করতে হবে। পারবি?"
"এ আর এমন কী কাজ? হামেশাই করছি।"
"তা হা.ে..." জয় বলতে গিয়ে শেষ করতে পারেনি।
বলাই বলেছিল, "এখানে নয়। কাল সকালে আমার ডেরায় এসো। আমিই যেতাম, কিন্তু শরীরটা ঠিক নেই। ভাবছি কাল রেস্ট নেব। আমার সঙ্গে চা-মুড়ি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করবে।"
"ঠিক আছে।" জয় কথা বাড়ায়নি।
তবে রাগ কমেনি ওর। বাড়ি ফিরে গুম হয়ে ছিল। রাতে খাওয়ার পর ও সটান ঢুকে পড়েছিল কেয়ার ঘরে।

 গানের লাল তিলটা বেন বেড সইড -্যাম্পের আনোয় জূেে উঠেছ্ছিল ভিতর ণ্থকে। উপটচ-জঠা বুক দৃ’টোর মধ্যের গভীর খাদের দিকে সম্ম্যোহিত হয়ে তাক্র্যেছিল জয়। বহ্ বহৃবার তো এসব जর দেখা। ত্বু গত রাভত কে্যোকেক কেমন যেন অন্য নারী মনে ছম্ছিল, যেন ఆর গা়্যে কোনজদিন হাতই দেয়নন জয়! ! প্রবল ইচ্ছেটা মাথার ভিতর আগুন হয়ে घুরছছন। শরীর নিজজর খিদ্দ মেটাতে পারহিন না বনে রাগটার ভিতর

 চলে গিৰ্যেঘিল ওর। আরও রাগ বেড়ে গিক্যেছিন জয়ের। ও বলেছিলি, "তোমার কি মনে হয় আমি অক্ধ?"


 ত্রি হয়োহিন।

"আজ कী করেছি আমি?" জ্রিজ্েেস করেছিন কেয়া।
 কেন কে জান্, বাঁশির কथাটা সরাসরি বনতত৩ পারছিন না। মদে হছ্ছিন, সন্দেহের বশে কিছ্ন বল!়ে यদি হিতে-বিপরীত হয়। ওর হাত্ जো কোন প্রমাণ নেই। এমন বললে কেয়া যদি আরও দূরে সরে যায়! কিস্তু যা ও দেখেছে, ज কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? বাঁ|िির দিকে তাকি<্য় কেন হ।সছিল কেয়া ? जও এমন দিনে? নাইটি-ঢাকা শরীরটাকে দूমড়েমুচ়্ে দিতে ইাচ্ছে করহছিন জয়ের।
জয় বনেছিন. "তোমার লজ্জা করছছ না? ভুলে গির্যেছ আজ को मिन?"
"আছ్, আছে," আচমকা চিৎকার করে উঠেছিছ্ল কেয়া, "মনে

আছে,...আজ বাবুইয়ের মৃত্তুদিন। চার বছর আগগ তুমিই.মেরে ফ্েেেছিলে বাবুইকে।"
"এসে গিত্যেছে দাদা," ট্যাক্সিচালকের কথায় সংবিৎ ফিরল জয়ের। চোখের কোণ দিয়ে নেমে আসা সরু জলের রেখাটা মুছে মানিব্যাগ বের করল। এখান থেকে বলাইয়ের বাড়িটা হেঁটে তিন-চার মিনিট।

বলাইয়ের বাড়িটা একতলা। সামনের গেট খুলে সামান্য একটা বাগান পেরিয়ে ঢুকতে হয়। বারান্দায় একটা ক্যাম্পচেয়ারে বসে এক হাত দিয়ে ধরে একটা ম্যাগাড়িন দেখছিল বলাই। এক হাত দিয়ে, কারণ বলাইয়ের বাঁ হাতঢা কব্জি থেকে কারা যেন কেটে নিয়েছিল। বলাই বলে শিবির (ল্লাক ছিল ওরা। কিস্তু শিবি তা কখনজ স্বীকার করে না। ঘটনাটা ছ’বছর আগের। বলাই নস্কর তারপর থেকেই হাতকাটা বলাই।
"এসো জয়দা!" বলাই অমায়িক হেসেক্রেঠ দাঁড়াল।
জয় বারান্দাতেই বলাইয়ের পাশ্কে/ ক্যাম্পচেয়ারে বসে পড়ল। তারপর কোনও রকম ভণিতা নান্টশ্র্ই বলল, "শোন বলাই, তোকে আমি বিশ্বাস করি। ভাই তোক্রিলছি, ব্যাপারটা খুবই সেনসিটিভ।"
 আমায়। কোনওদিন তোমায় নিরাশ করেছি ? জীবরেন দু’টো খুন করেছি। তাভ তোমার জন্য। নির্ভয়ে বলো। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।"
"কেয়া..." জয় দু’হাত দিয়ে মুখটা ঘষল।
"বউদি?" বলাই সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল।
"একটা ছেলে। আমি ঠিক জানি না। ওরা দু’জনে...আমি সত্যি জানি ন। আমি কী বলছি। আমি রাত্রে ঘু,্মাতে পারি না রে বলাই।"
"ত়মি কী চাও শুয়োরের বাচ্চাটাকে কাঁচি করে দিই?"
"‘ন।। জাস্ট ফলো করে দ্যাখ আমার সত্দেহ সত্যি কিনা। যা করার আমি করব।"

বলাই এক মৃহূর্ত ভাবল। বলল. "ঠিক আছে। তবে আমদের সবাই তোমায় আর বউদিকক চেনে। ফল.লা করতে বলনে কেচ্ছা হয়ে যাবে।

তার চেয়ে....ঁাড়াও একজন আছে। আগে বলো, মালটাকে চিনব কী করে?"

জয় পকেট থেকে একটা রঙিন ছবি বের করল। গত বছর, দোকানে গণেশপুজোর দিন তোলা ছবিটায় জয় আর বাঁশি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। "এই যে।"

বলাই ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল, "এ যে কষ্টিপাথরের কেষ্ট! চিন্তা কোরো না। ডে-বাই-ডে খবর পেয়ে যাবে।"
"একাঁ দেখিস বলাই। আমি..."
"ফিকর মত করো। সব ঠিক হর্যে যাবে," বলাই কাটা হাতটা তুলে বরাভয় দিল, "আমি একজনকে ফোন করে খবর দিচ্ছি। দশ মিনিটে চলে আসবে। আমার সঙ্গে পুরনো দোস্তি, তবে তোমাদের চেনা নয়। বউদি-ফউদির কথা কিচ্ছু বলবে না। যা বলার বলব আমি।"
বলাই মোবাইনটা ঢুলে ডায়াল করল, র্দ্যালো। তোর জন্য একটা অর্জেন্ট কাজ আছে। পেশমন্ট ভাল। তোর জন্য ওয়েট করছি নেলো।"

রথী, ২৮ জুন: বিকেল
কতদিন কলকাতায় এমন একটানা বৃষ্টি হয়নি? এই জুনেও টানা বৃষ্টিতে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছছ কয়েক ডি্রি। লাল একটা উইন্ডচিটার গায়ে দিয়ে রয়েছে রथী। এই উইন্ডচিটারটা দার্জিলিং ঘুরতে গিয়ে সেখান থেকে কিনে এনেছিল ক্রসম। প্যারাসুট কাপড়ের জিনিসট।, বেশ সুন্দর দেখতে। এটা সচরাচর গায়ে দেয় না রথী। কিন্তু আজ এটা বের করেছে গ। এতদিন পর ওর সঙ্গ সামনাসামনি কথা বলতে যাওয়াটা কি যেমনতেমন ভাবে হতে পারে ?

রभী ছাতাটা নিয়ে ফুটপাথের ভিতর দিকে মসজিদের গায়ে সরে গেল। আনোয়ার শাহ রোডের মেড়ে টিপু সুলতন মসজিদটা বেশ

সুন্দর। ঠাকুরদেবতায় খুব একটা ভক্তি নেই রথীর। তবু যে-কোনও মন্দির, মসজিদ বা ক্যাথিড্রালের পরিবেশটাও খুব টানে রথীকে।

প্রায় সওয়া চারটে বাজে। শনিবার বিকেলে অন্যদিন আনোয়ার শাহ-র এই মোড়টায় এমন সময় জট লেগে যায়। কিন্তু বৃষ্টি সব কিছ্জর মতো জটকেও নেতিয়ে দিয়েছে। আজ মোড়টায় তেমন ব্যস্ততা নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে মন্দ লাগছে না রথীর। চাপা টেনশন হচ্ছে। অন্য কিছুর জন্য কোনওদিন টেনশন হয় না ওর। কিন্তু হ্লসম যে ‘অন্য কিছু’ নয়, সেটা ওর মন হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়াচ্ছে ওকে। ওই ছোট মেমের পুতুলের সামনে রথী যে কেন এমন অসহায় হয়ে যায়!

মোবাইলে সেই কথার পর রথীকে দেখতে হ্লসম একদিন ওদের বাড়িতে এসেছিল। দিদি হ্লসমকে দেতে অবাক হয়ে গিয়েছিল। রথী যত ডানপিটেই হোক না কেন, মেয়েদের ব্যাপারে বরাবর ওকে লাজুক বনেই ধরেছে দিদি। অবশ্য এটা বোধহয় সার্যা আর দিদিদেরই সাধারণ চরিত্র। তারা সবসময় ছেলে বা ভাইর্ধীময়েদের ব্যাপারে লাজুক জ নিরীহ ভাবে।
 শুয়ে থাকতে পারেনি, রের্যে এসেছিল বাইরে। গালে সাত দিনের না-কাটা দাড়ি নিয়ে নিজেকে ভূতের মতো লাগছিল রথীর। ভেবেছিল, ইশ, ब্লসম প্রথমদিন এল, আর সেদিনই এমন গুহামানবের মত্ো দেখতে লাগছে ওকে!

ब্লসমকে দেথে দিদির চোথে হাজারও প্রশ্ন দেখতে পেয়েছিল রথী। তবে ভাগ্য ভাল, ब্লসরের সামনে দিদি কোনও প্রশ্ন করেনি।

রথীর ঘরে প্লাস্টিকের চেয়ারে ম; যা নিচু করে বসেছিল ল্লসম। রথী ভাবছিল, যে মেয়ে একা আসতে পারে এখানে, সে এমন লাজুক হয়ে বসে রয়েছে কেন?

রথী বলেছিল, "তুমি ভান আছ?"
"আমি?" টলটলে চোখ দু’টো তুল.ে তাকিয়েছিন ब্লসম। রথীর ওই সামানা ঘরে এক পাহাড় ফুল ফৃটে উঠেছিল যেন। ब্ৰসম বলেছিল, ৮々
"ত্গুম কেমন আছ? আর এটা রাখ্যা।"
হতে ধরা কাগজের ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়েছিল মেয়েটা। রथী খুলে দ্দেছেিল কমলালেবু।
"এর কিন্ু দরকার ছিল না। আমি ফল খাই না।"
"তুমি খাবে না?" ब্লসম অসহায় মুখ তুলে তাকিয়েছিন রথীর দিকে।

রথীর সমস্ত জ্র কোথায় পালিয়েছিল কে জানে ! ও ভেবেছিল, খাবে না মানে? ब্লসম বললে ঠোঙাটা পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে, তো কয়েকটা ফল! ब্লসমের মুখ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে রথী বলেছিল, "নিশ্চয়ই খাব।"

বেশিক্ষণ বসেনি ব্লসম। দিদির দেওয়া চা-বিস্কিটও ছুঁয়ে দেখেনি। खुধু যাওয়ার সময় হঠাৎ রথীর কাছে এসে ওর হাতটা স্পর্শ করে বলেছিল, "ভাল হয়ে উঠে ফোন কোরো। আমি অফেক্যা করব।"
 "কে রে মেয়েটা? নাম তো জ্ঞেপ্পীম। বাঙালি? কোথায় থাকে? কোথায় আলাপ হল তোদেরুহতত দূর এগিয়েছিস তোরা? আমাকে কিছু বলিসনি কেন ?"

একসঙ্গে দশজন বোলার বল করলে কোন বলটা খেলবে ব্যাটসম্যান ? রথী কোনও উত্তর দেয়নি। চুপ করে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়।
"কী রে কিছু বল? কে ,ময়েটা? তোর সঙ্গে কী এমন সম্পর্ক যে একেবারে একা-একা বাড়িতে এসে উঠেছে ?" দিদির কথার ধাঁচটা াঁাঁকা হচ্ছিল ক্রমশ। রথীর মেজাজ চড়ছিল। কিস্তু ও এটাও বুঝতে পারছিল যে, ঝগড়া করলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

রथী বিছানায় উঠে বসে শান্ত গলায় বলেছিল, "মেয়েটার নাম তো জেনেইছিস। ब্লসম। রানিকুঠিতে থাকে। আর আমিই ওর সঞ্গ নিজে থেকে আলাপ করেছিলাম। মেয়েটা পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছিল, আমি ওকে হেল্প করেছিলাম।"
"কিন্তু নামটা অমন, গায়ের রং অমন। বাঙালি?"
"অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।"
"অँঁঁ!?" দিদি आঁতকে উঠেছিল, "কায়েতের ছেলে মেমসাহেব ঘরর তুলবি ?"
"কী যা-অা বন্িস ? এর মধ্যে কায়েত-মেম আসছে কেন ? বিয়েই বা ককন্ন আসছে? মেয়েটাকে আমি খুবই পছন্দ করি। বি!য়ের মতো মনের অবস্থা এখন আমার নেই। কিস্তু পরে বিয়ের ইচ্ছে হলে করব। অ্যাংলো ইডিড়ান কেনও বাধা হবে না, বু.ঝেছিস?"
"বাবা-মা বেঁচে থাকলে তুই এমন করতে পারতিস?"
রথী আবার বলেছিল, "মেয়েটা বিউটিশিয়ানের কাজ জানে। আর পাশাপাশি নার্সের কাজ করে ভাল রোজগার করে।"

দিদি এর উত্তরর তখন আর কিছ্天 না বললেও দুপুরে খাবার দেও্যার সময় বলেছিল, "কেমন রোজগার করে তোর ब্লসম? দেখিস ভাই, ত্তেক না পত্থে দাঁড় করিয়ে দেয়।"

দিদির কথাটা মনে পড়ায় হেসে ফেধ্ধৃ র রথী। মানুষ কী ভেবে বলে


 ফোন-টোন রাথ, আমার কথাটা খুব দরকারি।"
"সরি দাদা, এই ফোনটা ধরভে হবে আমায়।"
শিবিকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা ধরেছিল রथী,

"আঃ, এমন করছ কেন?" ब্লসম যেন বিরক্ত হয়েছিল সামান্য, "আস্তে কথা বলো।"

রथী সামলে নিয়েছিল। পৃথিবীতে একমত্র এই একজনই ওর সঙ্গে এমন করে কথা বলে। রথী বলেছিল, "সরি, সরি। আসলে...মান..."
"তুমি সকালে ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়েছিলে কেন?"
"আমি గ.তা ত.তাময় মেসেজ করেছিলাম।"
"প্মসেজ করলেইই সব মফ হয়ে যায় ?"
"তুমি তো দেখাই করছ না আমার সঙ্গে। আমায় একবার আমার কথাটা বলতে দেবে না ?"
"কোনও কিছ্ন বলার আর বাকি নেই রথী। তুমি নিজের দিকটাই দেখছ। আমার কথা কখনও চিন্তা করেছ?"

ब্লসম খুব শান্ত গলায় বললেও রথীর ভিতরে স্ল্লিন্টারের মতো গেঁথে যাচ্ছিল কথাগুলো। ও যেন চোথের সামনে সুন্দর মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। রাগ হলেই ব্রসমের চোখ দু’টটা অনেক দূরের হয়ে যায়।
"তুমি একবার যদি আমার কথাঢা শুনতে..." রথী কী করবে বুঝতে পারছিল না।
"সেই জনা তোমায় ফোন করলাম। চারটে নাগাদ আনোয়ার শাহ রোডের মমাড়ে টিপু সুলতান মসজিদের সামনে দাঁড়াবে। তোমার সঙ্গে দেখা করব আমি।"
"ঠিক আসবে তো?" রথীর কথা জড়িরূমীযাছ্ছিল।
"না এরাল (ফোন করব (কেন గতামায়্ধ্প
 আগেই ফোন রেখে দিয়েছিল্মি৷।
 পেলেই ব্যাট উড়ে পালাবে। ওর মনে হয়েছিল, সকালে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ানোটা তা হলে একদম ব্যথ্র হয়নি।.
"বাবা, তোর এমন একপিস রূপ আছছ জানতাম না .তা!" শিবি ছাসছিল।


রथী ঢোয়াল শক্ত করর নিয়েছিল। সত্যি ন্লসয়ের !ফানটা পেয়ে এমন ঘোর লেগে গিয়েছিন ওর যে ভুলেই গিয়েছিল সামনে শিবি আছে। ব্যাটা সব শুনেছে।

শিবি বলেছিল, "তা কী যেন নাম বললি মেয়েটার ? ব্লসম, না? বেশ নাম। কতদিনের আলাপ? সেই অ্যাক্সিডেন্ট কেসের মেয়েটা নাকি ?"

রথীর হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল' কেন যে হুড়োহুড়ি করে ঘরের ভিতর কলটা নিল!
＂বলবি না？বেশ। তা তোর প্রাইভেট ব্যাপার যখন，তখন আমি আর কী বলব？তা মেয়েটেই কি তোকে কুপরামশ্শ দিচ্ছে নাকি？＂
＂কুপরামর্শ ？মানে ？＂রথী ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল শিবির দিকে।
＂মানে আমার এখানে কাজ না－করার ইচ্ছে। প্রেম করছিস। বিয়ে করবি নিশ্যয়ই। বাচ্চাকাচ্চাও হবে। কাজ তো জানিস না কিছু। পড়াশোনা যা করেছিস，নিজে জানিস। বউ－বাচ্চাকে খাওয়াবি কী？তোর ब্লসমকে বোঝা যে，পয়সা রোজগারের ক্ষেত্রে ভাল বা ঘারাপ পথ বলে কিছু নেই। পয়সা আষ্যার মতো，কখনও মলিন হয় না।＂
＂‘দ্যখো শিবিদা，আমি সত্যি বলছি，কাজ ছাড়ার সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। এটা আমারই ডিসিশন। আমার বাবা－মা নেই। কিক্তু যেটুকু তাঁদের দেরেছি দু＇জনেই খুব সাধারণ আর সৎ ছিল। বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। তাঁর ছেলে হয়ে ছ’মাস জেল খেটে এলাম，তা－ও ভোটে বোমাবাজি করতে গিয়ে ！নিজের উজরুই ঘেন্না হয়।＂
＂বলছিস，এতে মেয়েটার কোনও ল⿸\zh14⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱⿰㇒一乂心，নেই？＂শিবি চোয়াল শক্ত করেছিল।
＂না！＂জোরের সঙ্গে বলোর্জ্র রথী। তবে কথাটা কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। প্রথম－প্রথম ভ্লস্ক্ßুঁানতে চায়নি রথী কী করে। কিন্তু তারপর একদিন জানতে চেয়েছিল।

ब্লসমের জন্মদিন ছিল সেটা। সদ্য বেশ কিছু টাকা পেয়েছিল রথী। তা সেই টাকা দিয়ে ক্লসমের জন্য বেশ দামি মুক্তোর হার কিনে নিয়ে গিয়েছিল ও।

হারটা দেখে অবাক হয়ে ब্রসম জিজ্ঞেস করেছিল，＂এটা কিনল্লে কেন ？কত দাম এটার？শুধু－শধু বাজে খরচ।＂

ब্রসম্মে ছোট্ট হাত দু’টো নিজের মুঠোয় নিয়ে রথী বলেছিল，＂কেন বাজে খরচ বলছ？তোমার জন্য আমি এটুকু পারি না？＂

ক্লসম বলেছিল，＂খরচটা যে বাজে হয়েছে তা তুমিও জানে।। আমরা খুব সাধারণ বাড়ির মানুষ। নিম্ন মধ্যবিত্ত। এভাবে খরচ করা আমদের মানায় না।＂

আঁতে ঘা লেগেছিল রথীর। বলেছিল，＂তুমি জানো，আমি কত রোজগার করি？

ब্লসম সরাসরি জানতে চেয়েছিল，＂কী কাজ করো তুমি ？＂
রথী ঘুরিয়ে－পেঁচিয়ে নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছিল যে，শিবরতন ঘোষ নামে একজন বিজ়নেসম্যানের প্রোমোটারি ব্যবসায় কাজ করে ও। কিন্ত্র ब্লসমের নানারকম জেরায় এই কথাটা প্রমাণ করতে পারেনি রथী।

ব্লসম যা বোঝার বুঝেছিল। তারপর বলেছিল，＂শিবরতন ঘোষ， মানে শিবি। লোকটা ভাল নয়। ওর কাজ ছেড়ে দাও। না হলে গণুগোলে পড়বে। কোনও ছোটখাটো কাজ করো। দু’জনের রোজগারে ঠিক চলে যাবে আমাদের।＂

দু’জনের রোজগার？আমাদের？রथী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ब্লসমের দিকে। বিয়ের কথা বলছে কি মেরোষ ？রথীর তো বহুবার মনে হয়েছে বলার কথা। কিস্তু ন্লসমের সামক্ণে𧰨 এলেই তো সব গুবলেট হয়ে যায়। তাই এটা কোনওদিন বলড্ুে＠রররনি। আর ওর সেই না－পারাটা कী অদ্ভুতভাবে বলে দিয়েছিল্গ ⿵冂⿰入入一
 পুতুলের দিকে। द্লসম নিজে এগিয়ে এসে রথীর গলার চেনটা ধরে টেনে নামিয়ে এনেছিল ওর মুখ। তারপর দু’হাত দিয়ে ওর মুখটা ধরে ঠোঁটে ঠেঁট রেখেছিল। জিভ দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দিয়েছিল রথীর ঠোঁ। ভ আর মনে করূত্ পারাছিল না কিছু। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছিল যেন। জর হাত দু＇টে। জড়িয়ে নিয়েছিল মাখতের মতো নরম ब্লসমের শরীরটা।

পরে রথী চলে আসার আগে ল্লসম আবার বলেছিল্ল শিবির কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা। তারপর থেকে দেখা হলেই হ্লসম একই কথা বলত। রথী সবসময়ই এটা－সেটা বলে কাটিয়ে দিত। কিন্তু পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গত ছ’মাসে ভ্লসমের যুক্তিটা স্পষ্ট বুঝেছে রথী।

শিবি বলেছিল，＂ঠিক আছে। এটাই শেষ কাজ তোর। আর বলব

না। শোন রथী, আমিও ত্যেন খারাপ লোক নই, পাকেচক্রে এখানে এসে পড়েছি। ঝাপুবাবুর থেকে কাজটাও নিয়েছি , তার নাম করে। এটা উদ্ধার করে দে। আর শোন, খুব কিছু রিস্কও নেই। মাল তুলে গা ঢাক। দিবি। তারপর সময়-সুয়াগমতো বেরিয়ে যে অ্যাড্রেস বলব, সেখানে পপাঁছে দিবি।"
"কাজটা একা করতে হবে?"
"আমি তোকে বললাম। তিরিশ হাজারে রফা হয়েছে। একা করলে তিরিশ হাজার তোর। আর তুই যদি সঙ্গে কাউকে চাস, তা হলে তাকে ডুই কী টাকা দিবি, সৌটা ত্তার ব্যাপার।"
"ছানুকে সঙ্শে রাথব ভাবছি!" রথী বলেছিল।
"ছানু?" সামান্য চিজ্তিত মুত্ে রথীর দিকে তাকিয়েছিল শিবি, "তোর বন্ধু, তুই যা ভাল বুঝিস। তবে ছেলেটা ভাল নয়। পুরিয়ার ব্যবসা ধরেছে। খুব খারাপ লাইন। আমায় বলেক্রিরিভেবেছে যদি বাগড়া দিই। কাজ শেষ করে টাকা নিয়ে চলে যাসা 心্sের ব্লসমের সঙ্গে। কেমন ?"
"তা কাজটা কী বলবে তো? ক্টীপাল তুলতে হবে?"

"অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ?" মৃদ গলার ডাকটা যেন কয়েক হাজার বছর পর শুনল রথী। সেই সাদা পাতলা ভয়াটর প্রুফ। মুখটা দেখলেই শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় রথীর, কথা বলতে কষ্ঠ হয়। এত কাছে দাঁড়িয়ে ছ’মাস সাতদিন পরে কথা রলছছ রथী। এক-একটা দিন জ গুনে রেখেছে।
"মানে...ইয়ে..." রথী হাসল। আসরে চো:থ জ্রল এাস গিয়ুছিল জর।
 কৃ্টে ছিলাম। বাড়িত্ত মা আর দাদা চ়ায় না ত্তামার সঙ্গে আমি অরর সম্পর্ক রাখি। আমিজ অন্নক ভেব্ৰছি। আমি বাড়ির বিরুপ্ধ্র গিয়ে তোমার সর্ড্গ থাকত়ত রাজি আছি। কিম্ঠু এই মুহ্ত্ভ থেকে তোমায় সব

খারাপ কাজ ছাড়তে হবে। আমি কোনও কথা এনব না। এখনই আমার গা ছুঁয়ে বলতে হবে যে, ত্রি সব ছেড়ে দিলে।"

ফরসা, সুন্দর হাতটা বাড়িয়ে দিল ब্লসম। কিন্তু কী করে ভ্লসমকে ছুঁয়ে মিথ্যে বলবে ও? মা বলত, কাউকে ছুঁয়ে মিথ্যে বললে সে মারা যায়। অন্য কোনও ক্ষেত্রে এসব মানে না রথী। কিন্তু এ যে ভ্লসম! ও কী করে বলবে যে আর একটামাত্র কাজ করতে হবে ওকে? ক্লসম তো মানবেই না। তা হর,ল ? দ্বিধাগ্রস্ত মুখ নিয়ে ভ্লসমের দিকে তাকাল রথী।
"বুঝেছি!" ब্লস,মর চোখটা আবার দূরে চলে গেল খুব। তারপর রथীকে আর কিছ্ বলার সুয়াগ না-দিয়েই একটা চলন্ত অটটাকে থামিয়ে তাতে উাঠ চলে গেল।

গোট। ব্যাপারটা হতে ঠিক এক মিনিট লাগল। ভ্যাবাচ্যাকা খেত,য় রথী দেখল, যযন গোটা শহরটাই ঞর সামা.ন থেরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বিষাণ, ২৮ জুন: বিককেন
 রিপোর্টে আজকের ফলো-আপটা ফেয়ার করে লিখে ফেলতত হরে।
 এখানে, নিয়মটা ত.তা পালন করত.তই হ.ব।

বাইরে বৃষ্টি হয়ে চল্লছে একটান।। বৃষ্টির ক.জার .বেশি নয়, তবু অনেকক্ষণ ধরে হঙয়ায় বিভিন্ন জায়গায় জল জমরে 刃ুরু করোছ। এখন আবার এখান r.থেকে লেকগাার্ডেন্স যেতে হবে।

লিখত্ত শুরূ করার আগে চারপাঙ্শ একবার চোখ বুলিয়ে নিল বিষাণ। হলঘরটা বিরাট বড়। আর তাতে প্রায় ষাট-সত্তর জন লোক বসে রয়েছে। এই রানিকুঠি অঞ্চলে ডঃ ভূপেন বিজলির নামডাক খুব; আজকাল প্রচুর লোক হোমিওপ্যাথি করায়। মা-ও এই ডাক্তারকেই দেখায়। মায়়র হাঁটুতে সমস্যা হাচ্ছে খুব। এই ডাক্তারেরই ভষুধ খায়,

কিন্তু প্রায় দশদিন হল ওষুধ ফুরিয়েছে। মা আজকাল এত কেয়ারলেস হয়ে গিয়েছে যে, ওষুধ ফুরোনোর কথা বলেইনি কাউকে।

দোয়েল দুপুরে ফোন করেছিল বিষাণকে। বলেছিল, ডাক্তনরের চেম্বারে চলে আসতে। মাকে নিয়ে দোয়েল আসবে। আর বিষাণকে পৌছছ যেতে হবে ডিসপেনসারি। বিষাণের একদু বিরক্ত লেগেছিল। বলেছিল, "কপিলকাকুকে বলো না সঙ্গে যেতে! আমি এখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে, এখান থেকে এই ওয়েদারে সস্তোষপুর যাওয়া চাট্টিখানি কथा?"
"ও আমি জানি না। কপিলকাকুকে দিয়ে ডাক্তরের ওষুধ আনানো যেতেই পারে। কিন্তু কাকু দুপুরে কোথায় যেন বেরোবে। ডাক্তার দেখানোর পর অন্তত আধ ঘণ্টা বসে ওষুধ নিতে হয়। মা অতক্ষণ বসতে পারবে. না।"

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে মেট্রো ধরোররবীন্দ্র সরোবর, তারপর সেখান থেকে অটোয় এই রানিকুঠি ! ভক্ণ বেরিয়ে গিয়েছে একদম।

কপালটা ছোট থেকেই খুব প্পেপায় বিষাণকে। মাধ্যমিকে ভুল
 ভুল। শালা, এই কপালটা স্যাল্ডপেপার দিয়্যে ঘষে নতুন করে লেখা যেত! খেলাধুুোতেও তো ভাল ছিল, কিল্ু পোলভল্ট দিতে গিয়ে ডান হাতের কব্জিটা ভাঙায় আর খেলাই হল না।

অটো করে আসতে-আসতে এমনই মনে হচ্ছিল বিষাণের। আসলে মনখারাপ চুম্বকের মতো। আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা পুরন্যো দুঃখের টুকরো-টাকরা সব টেনে এনে এক জায়গায় জড়ো করে। তার উপর আনোয়ার শাহ রোডের মোড় থেকে সাদা ওয়াটার প্রফ পরা একটা সুন্দরী মেয়ে টালিগঞ্জ পর্যন্ত কাঁদতত-কাঁদতে এসেছে। পাশে বসে কেউ यদি ফ্যাচ-ফ্যঁাচ করে কাঁদh, কার না মেজাজ গরম হয়? আর শুধ্ মেজাজ গরম নয়, খারাপভ লাগছিল বিষাণের। কেউ কাঁদলে ভীষণ খারাপ লাগে ওর।

ডাক্তাব্রের চেম্বারে আর বিষাণ ঢেকেনি। দোয়েল আর মা ঢুকেছিল।

তারপর বেরিয়ে এসে ডাক্তরের শ্মিপটা ধরিয়ে দিয়েছিল বিষাণকে। ম্মিপের টোকেন নম্বর, আঠেরো। অভিজ্ঞতা ৷থকে বিষাণ জানে, কুড়িপঁচিশ মিনিটের ধাক্কা। মা আর দোয়েলকে ট্যাক্সি ধরের দিয়ে ভিতরে এসে বসেছে এখন। একজন নম্বর ধরে ডাকছে। এখন ছয় ডাকা হয়েছে।

আজ দিনটাই বাধাবিঘ্রে ভরা। পকেটের ফোনটা ট্যাং-ট্যাং করে উঠল আবার। আশপাশের দু’-তিন জন খুব রাগ-রাগ মুখ করে তাকাল বিষাণের দিকে, যেন খুব গর্থিত কোনও কাজ করেছে ও। বিষাণ তাড়াতাড়ি ফফানটা ধরল। চাপা গলায় বলল, "छ্যালো।"
"কোথায় তুই? এখনও এলি না?" আনन্দীর গলা।
বিষাণ বলল, "আমি রানিকুঠির এখানে আছি।"
"রানিকুঠি? তোকে বলনাম না নেমন্তন্ন আছে আমাদের এখানে! প্রায় ছ’টা বাজে, এখনও এলি না!" আনন্দীর গলায় সামান্য রাগ।
"আসলে কাকিমা, মায়ের শরীরটা খাক্মু্র হয়েছে। তাই ডাক্তারের কাছে এসেছি। কুড়ি মিনিটের মাধ্যাই <েব।"

বিষাণ হাসল। এই জন্য ফেক্রিক্রে আসার খবর নেওয়া হচ্ছে? আর ‘কাজ করে দিবি’ মানে ক্রে র্যাজটা কর।’

ও বলল, "ঞ্যা, নিষ্চয়। বলুন না।"
"লর্ডসের মোড়ে রাজার দোকান থেকে আমার বার্থ-ডে কেকটা নিয়ে আসতে হ, তে তোকে। রানিকৃঠি .থেকে গল্য়্রিন দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসবি। আমি ট্যাক্স ভাড়া দিয়ে ,hব। চিন্তা করিস না।"
"চিত্তা করিস না!" কথাটা খচ করে লাগল বিষাণের। হয়তো আনন্দ কথার তোড়েই বলে ফেলেছে, কিন্তু বিষাণের মনে কাঁটার মতো লাগল কথাট।। চল্লিশ-পপ্চাশ টাকা যা ট্যাক্সি ভাড়া হবে, তা কি দিতে পারে না ও ? আনন্দী কি ওকে এতটাই অপদাথ্থ ভাবে? কেন এরা এমন করে কথা বলে ওর সঙ্গে ?
"হ্যালো, এই বিষাণ, শুনতে পাছ্ছিস?" আনন্দীর গলায় অধৈর্য। বিষাণ ভাবল, এরা সবসময় এত তাড়া দেয় কেন ?
＂আছি লাইনে। কেকটা নিয়ে যাব। আমায় দেবে তো ？＂
＂আমি ফোনে বলে দিচ্ছি। তোর নামটা গিয়ে বলবি জাস্ট। টাকাপয়সা দেওয়া আছে। শুধু বলবি，ভাল করে প্যাক করে দিতে। যা বিচ্ছিরি ওয়েদার। কেকে জল লাগলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। বুঝেছিস ？＂
＂水া কাকিমা।＂বিষাণ সংক্ষেপে বলল।
＂আরে，তোকে বলতাম না। সকালে কুমু বলেছিল যে，ও নিজেই নিয়ে আসবে। কিস্তু তারপর হঠাৎ ওর মুডটা এমন অফ হয়ে গেল কেন কে জানে！যাকে－তাকে দিয়ে তো এসব আনানো যায় না। তাই তোকে বললাম।＂

বিযাণের ভাল লাগছে না একদম। কুমুর এখনও মুড অফ！আচ্ছা মেয়ে তো！কার মুড খারাপ আর তার খেসারত দিচ্ছে কে！

কুমু যে কেন হঠঠাৎ－হঠাৎ মুড খারাপ করে কে জানে！বিষাণ প্রথম যেদিন অজুর সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েম্ষির্যু，সেদিনও কুমুর মেজাজ খারাপ ছিল।

সেদিন আনন্দীর সঙ্গে পরিচয্যেে০ীর অজু বলেছিল，＂চল ত্রোকে সাউথ ক্যালকাটার সবচচয়ে 俊外রী ，ময়েটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।＂
＂সবচচঢ়ে সুন্দরী ？＂বিষাণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। অজুর চিরকাল বাড়িিয় বলার স্বভাব। তাই বিষাণ ভেবেছিল，এট।ও সসই ‘বাড়ির বিড়াল পাড়ার মোড়ে বাঘ’ ব্যাপার।

ভদের তিনতলা বাড়িতে ঢুকেই বিষাণ বুঝেছিল যে，এরা খুব পয়সাওয়ালা। কিন্তু কুমুর ঘার ঢুকে বু．ঝেছিল যে শুধে পয়সা নয়， রুচিও খুব সুন্দর। পুরো ঘরটাই লেমন আর ৷．ববি পিংকের কম্বিনিশনে সাজাননা। ঘরের ভিতরে এসি চলাছ．স্পষ্ট বু：ঝাছিল বিষাণ। কার্পে，টর
 কুমু।

পর্দা সরিয়় ঘরের ঢुা．কই হল্লুদ আর গোলাপির ভিতর এমন একট｜ গোলার্প রঙের గ．ময়ে ণেখখ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিষাণ।

ওর মন বলেছিন, ধ্যাৎ, খুব ভুল বলোছে অজ্। ভটা সাউথ ক্যালকাটা হবে না, সাউথ এশিয়া হবে।

অজুদের पুকতে দোখ দাঁড়িয়ে পড়়েছিল কৃম্ম। বলেছিল, "আ ব্রুট উইল রিমেন আ ব্রুট।"
"কেন ?" অজু হেসেছিল।
"‘ক করতে হয় বাবা-মা কিংবা স্কুলেলে শেখায়নি?"
অজ্র বলেছিল, "তোর মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে!"
কুমু উত্তর দেয়নি। পালটা বনেছিল, "পিছনের ওটি কে?"
"ও আমার পুরনো বন্ধু বিষাণ। আনন্দী আন্টি ম্যাগ পাবলিশ করবে শুনে আমার মনে হল যে, উই নিড আ টিম অব ডেডিকেটেড সোলজার্স। হি ইজ় ওয়ান অব দেম।"

বিষাণ বুঝতে পারছিল যে, এই মময়ে ভোগাবে। তারপর এমন

 ওকে ফাঁসাল অজ্র!
"এ লিটারারি ম্যাগের ক্ষ" করবে? ও এসব বোঝে? এমন পালোয়ানের মতো চেহার্য়় কি ফাইনার আর্টস হয় ?"

পা থেকে যাথা অবধি জ্রলে গিয়েছিল বিষাণের। পালোয়ান হলে কি সাহিত্য বোঝার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে নাকি? সুন্দর বনে যা খুশি তাই বলবে ? ও বলেছিল, "আয়াম সরি। আমি এখানে আসাতে হয়তো আপনি রাগ করেছেন। আমি আসছি।"
"দাঁড়া না," অজু হাত টেনে দাঁড় করিয়েছিল বিষাণকে। তারপর কুমুকে বলেছিল, "ডোন্ট বি সো মিন। ও হয়তো লেতে না, কিন্তু গক্প্--উপন্যাস খুব পড়ে। সিনসিয়ার ছেলে। একটা ভাল ম্যাগ করতে গেলে কাজের ছেলের দরকার হয়। তা ছাড়া ওকে আন্টিও অ্যাপ্রুভ করেছে।"

ফেরার পথে অজু বলেছিল, "মেয়েটা ঠোটককাটা হলেও ভাল। গুড অ্যাট হার্ট। ডুই কিছু মাইল্ড করিস না। ও নিজের বয়র্রেল্ড আর তার বাবা-মা’কেও ছাড়ে না।"
"বয়<্রেন্ড!" বিষাণের মুঈখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল।
‘ওরে নাডু আমার!" খ্যাক-খ্যাক করে হেসেছিল অজু, "খুব বেদনা পেলে কি হুদয়ে? তা ওর বয়ফ্রেন্ড থাকবে না তো কি খ্খ্ত্তিপিসির বয়ফ্রেন্ড থাকবে?"
"ना, না,..." তুত্লেছিল বিষাণ, "এমনি বললাম।" কিন্তু মোটেও এমনি বলেনি ও। বুকের ভিতরে কোথায় সূক্ম ফাটল ধরেছিল ওর। বুঝতে পারছিল সবটাই অযৌক্তিক। পঁচ মিনিটের দেখা একটা মেয়ে। তার উপর দু’জনের জীবনে আকাশপাতাল ফারাক। দুঃখ পাওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে কি? কোন লজিকে দুঃখ পাচ্ছে ও? কিন্তু মন কবে লজিক মেনেছে? বিষাণের চিড়-খাওয়া মন কেবলই মনে করেছে, কুমুর দৃষ্টিতে কী যেন একটা সংকেত ছিল। কোনও অজানা গুপ্তধনের পথনির্দেশ।

তারপর মাঝে-মাঝেে আনন্দীর বাজ্জির্রু যাতায়াত করতে হত বিষাণকে। তবে কখনোই কুমুর সঙ্গে ব্কী হী না। কুমু ফিজিক্স নিয়ে এমএসসি পড়ছিল তখন। ফলে বেব্যুখ্খাকত। তবু আনন্দীদের বাড়িতে ঢেকার মুখে হাত-পা ঘেমে ইঁ বিষাণের, বুকে চাপা কষ্ট হত আর যখন গিয়ে কুমুর দেখা দ্লি না, তখन মনে হত গোটা পৃথিবীটাই অनर्থक।

তবু পৃথিবী অনর্থক হয় না। রোদের ভাঁজে অনেক জাদু লুকোনো থাকে। তখন শধধু টিউশন করত বিষাণ। একদিন এক জায়গায় পড়াতে যাচ্ছে, হঠাৎ "এই বিষাণ!" বনে একটা মেয়ের গলা পেয়েছিল ও। আর এতদিন যাবৎ থেমে থাকা সমস্ত কয়লার ইঞ্জিন একসঙ্গে স্টেশন ছেড়ে দিয়েছিল। থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে বিষাণ দেখ্খেছিল কুমুকে। জিন্স আর হাতকাটা টপ পরে লম্বা, সুন্দর একটা ছেলের সক্গে দাঁড়িয়ে ডাকছিল ওকে।

এই ছেলেটা কে? বিষাণের বুকের সমস্ত ইঞ্জিন থমকে গিয়েছিল আবার। ওর রাগ হচ্ছিল খুব। আছ্ছ। মেয়ে তো, এভাবে বারবার ইঞ্জিন চালালে আর বন্ধ করলে ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাবে না! তা ওকে ডাকল

কেন? পরমুহুর্ত্র মন্ন হর্যেছিন ডাকবে না-ই বা কেন? বিষাণ কে হয় ওর যে অন্যের সামনে ডাকবে না ?
ও এগি<্যে গিয়ে দাঁড়ি়্যেছিন কুমুর সামন্ন। তারপর বিষষ্ম গলায় বলেছিল, "ও আপনি! বলুন, কিছ্ বলবেন ?"

কুমু .চাখ পাকিয়ে বলেছিল, "না তো কি এমনি টাইমপাস করছি যাকে-তাকে ডেকে ?"
"না, না মানে...,' কিন্তু-কিন্তু করেছিল বিষাণ।
কুমু বলেছিল, "তোমায় একটা কথা বলা দরকার। কাইন্ড অব আ ওয়ার্নিং-ও বলতে পারো। এই লিট্ল ম্যাগ নিয়ে অজেয় আর আমার মা’র ভ্যানতাড়ায় ফেঁসে যেয়ো না।"
"মানে?" অবাক লেগেছিল বিষাণের। নিজের মা’কে নিয়ে এমন কেউ বলে?
"মা এসব করে সোসাইটিতে স্টেটাস অ্রুড়ারে চায়। অজেয় ‘কবি হবে আর ছবি ছাপবে’ টাইপের মোটিভ্রিয় মাকে গ্যাস খাওয়ায়। তুমি তো ওদের মতো নও, গাধা পেয়ৌ্ণী'মায় খাটিয়ে নেবে। বুঝলে ?"
‘তুমি তো ওদের মতো নুুঁ্রে? কী করে বুঝেছিল কুমু যে ও ওদের মতো নয় ? আর গধ্রু? এটা কি প্রশংসা, না নিন্দে ? তবে কুমুর অত কাছাকাছি যাওয়াটাই ওর কাছে সেদিনের হেডলাইন ছিল। ও মনেমনে বলেছিল, "অন্তত তোমায় একবার দেখতে পাব, এই ভরসাতেই আমি স্বেচ্ছায় গাধাবৃত্তি বরণ করব।"

সেই দিন আর আজ ! কুমুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তবু বিষাণ সহজ হতে পারেনি একটুও। একবার ভুল করে একট। কাণ্ড করে ঝাড়ও খেয়েছে কুমুর কাছে। কিক্তু কোনওদিনও কুমুকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি ওর বয়ফ্রেঙ্ডের কথা। কুমুর ব্রেক-আপের খবর শুনেছে অজ্জুর মুখে। কোনওদিন জিজ্ঞেস্স করতে পারেনি, প্রথম থেকেই বিষাণের সঙ্গে এমন রুক্ষ ব্যবহার কেন করে ও?

এই তো আজ সকালেই ঢাকুরিয়ায় কেন অমন ব্যবহার করল। লাবানা যদি ফোন করেই থাকে, তাতে ওর কী ?

এসব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করনেও জিজ্ঞেস করে না বিষাণ। একটা অজানা ভয় ওকে সাহসী হতে দেয় না।

সকালে যে শুধু ম্যাগাজ়িনের ম্যাটারই দিতে আসেনি কুমু, নেমন্তন্ন কর।. পরর ফোন করে বলেছিল। বিষাণ জানে, আজকে ওখানে গেলে কুমু ঠিকমতো কথাই বলবে না। কে জানে ঘরভর্তি লোকের সামনে খারাপ ‘কথা বলবে কিনা!
"আচ্ছ, এত বৃষ্টি হচ্ছে কেন বল তো?" প্রশ্নটা আচমকা শুনে থতমত খেয়ে গেল বিষাণ। আরে, কপিলকাকু এল কোথা থেকে?
"বাড়িতে ফোন কররছিলাম। ওনলাম, তুই নেমন্তন্ন থাকা সব্বেও ওষুধ নিবি বলে বসে আছিস। তাই ভাবলাম চলে আসি। তুই বেরিয়ে যা, আমি ওষুধ নিয়ে ফিরব।"
"তুমি নিয়ে যাবে?" বিষাণ আশ্চর্য হল্দী
"বদ্ড প্রশ্ন করিস তুই। যা এখন।’্ট্কপিল বিষাণের হাত থেকে ষ্মিপটা নিয়ে নিল।

বিষাণ আর অপ্ক্ষ করল্রী কারণ আর-একই থাকলেই কপিল হাজারটl প্রশ্ন করে বসর্ণে নিজের মনে বলছে, "এখনকার দিনে কেউ কাউকে হেল্প. করতে চাইলেও সন্দ্দেের চোথে দেখা হয় কেন ?"

বিষাণ ভাবল, কিছু প্রক্নের উত্তর না দেওয়াই ভাল।
কেক নিয়ে যখন আনন্দীদের বাড়ি পৌঁছল বিষাণ, তখন সক্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। বাড়ির ব্যালকনিতে ছোট-ছোট আলো দিয়ে সাজিয়েছে আনন্দীরা। এত বয়সে কেন জন্মদিন করছে মহিলা? বুঝতে পারে না বিষাণ। বাড়ির গেট পেরিয়ে ঢুকতেই লম্বামতো মানুষটাকে দেখল বিষাণ। জয়সেন। সুতনুর খাস লোক। সামনাসামনি পড়ে গেলে সৌজন্যমূলক হাসি দেয় জয়। আজ যেন দেখতেই পেল না বিষাণকে। জয়ের মুখটl চিন্তিত দেখাচ্ছে।

দু’হাতে পলিণিিন্ন প্যাক করা বিশাল বড় কেকটা ধরে বৃষ্টি মাথায় ৯৬

নিয়ে সিঁড়़ দিয়ে উঠতে গিয়েও সামনের দৃশ্য দেথে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিষাণ। বিষাণের মনে হল, এই মুহুর্তে ও যেন অন্ধ হয়ে যায়। তবু চোখ দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে দেখল, সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে একটা সুন্দর দেখতে ছে!ের ডান হাতটা নিজের দু’হাতে ধরে হাসিমুখে কথা বলছে কুমুদ্ধতী!

জয়, ২৮ জুন: বিকেল

বাবুইয়ের মৃত্যুর জন্য কেয়া এথনজ জয়কেই দোষী মনে করে ? কিল্তু এতবার বলেও কেন কেয়াকে বোঝাতে পারে না ও? বাবুই ওর ছেলে ছিল না? সেদিন ও ঠিক সময়ে আসার চেষ্টা করেনি ? বাবুইয়ের মৃত্য
 জন্য জয় কীরকম কষ্ট পায় ! এ-কথা সাক্ধিয়, জয় নিজে থেকে কখনজ
 কষ্ট হয়। কেয়ার সেই সব মনখার্জুপর দিনগুলোয় জয় পারেনি কেয়াকে জড়িয়ে রাখতে। কোনওদ্ক্রির্রে খুব একটা মন খুলে কথা বলতে পারে না জয়। বাবুইয়ের মৃত্যুর পর আরও চুপাপ হয়ে গিয়েছিল ও। সেই দূরত্ন আজ বেড়ে গিয়েছে অনেক। মাঝে-মােে জয়ের মনে হয়, কেয়া তো এখনও তেমনই আছে। শুধু রাগের চাদর দিয়ে সবটা ঢাকা। যদি নিজের জড়ততা আর মনের গিটিুলোকে খুলে কেয়ার কা,ছ দাঁড়ায় জয়, তা হলে কি কেয়া টেনে নেবে না ওকে? কিন্তু কিছুতেই পারে না জয়। গতকালই তো কথা বলতত গিয়ে ঝগড়া বাঁধির়ে ফেলল। যার ফলশ্রুতি, ওকে শুনতে হল যে জয় নাকি মেরে ফেলেছে নিজের সন্তানকে!

সেই সাতাশে জুনটা সারা জীবন্নের মতো ক্ষত হয়ে আছে জয়ের মন্নে মধ্যে। সেদিনও সুতনুর কাজে মৌরিগ্রাম ছাড়িয়ে আরও কিছ্জটা গিয়েছিল জয়। সেখানেই ফোনটা পায়। জগৎমামুর গলাটা ফোনে কাঁপছিল। "কী হয়েছে মামু?" জয় জিজ্ঞেস করেছিল।
"ব'বুই...বাবুই পড়ে গিয়েছে।"
"জ..." জয় ভেবেছিল এ আর এমন কী! বাবুই তো খুব ছটফটে। ছোটবেলায় জয়ও নাকি এমন দামাল ছিল। ওর তো কোনও ছোটবেলার ছবি নেই, তাই বাবুইকে দেখে নিজের ছোটবেলায় ফিরে যেত জয়। কখনও ভকে বকত না, শুধু আদর করত। কেয়া রাগ করত, বলত, "এত আশকারা দিয়ো না তো। একটু.শাসন করো।"
"দুর, ঞ তো ছোট!" জয় হাসত।
কেয়া আরজ রেগে বলত, "তোমার জন্যই ও নষ্ট হবে।"
জয় হেসে বলত, "ঠিক আছে, পরের জন যে আসবে তাকে তুমি তোমার মতো করে রেখো।"
"পরের জন মানে ?" কেয়া চোখ পাকাত।
জয় গুটিগুটি পাম়ে ওর দিকে এগোতে-এগোতে বলত, "ও তুমি তো আবার এমনিই বললে বোঝো ন! ! ঠিক আ্রে প্র্যাকটিক্যালি বলছি।"
"পড়ে গিয়েছে তো কী হয়েছে ?" 趁第 জিজ্ঞেস করেছিল, "ও তো রোজই পড়ে যায় কয়েকবার।"
"এটা সিরিয়াস, মাথায় লেন্ট্রুঁ। তাক থেকে খেলনা পাড়তে গিয়ে ষ্মিপ করে পড়ে গিয়েছ্ছে.. (Ştv খুলছে না।"

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছিল জয়। যতটা সম্তব দ্রুত ছুটিয়েছিল গাড়ি। বাবুই চোখ খুলছে না? কী হল ওর ? এমন তো অনেকবার পড়ে গিয়েছে। তখন তো কিছ্, হয়নি! তা হলে আজ কেন চোখ খুলছে না?

রাস্তাঘাট আবছা লাগছিল জয়ের। পাগলের মডো অ্যক্সিলারেটরে 'চাপ দিয়েছিল জয়। সিগন্যাল যে ভেঙে ফেলেছে কখন, খেয়ালই করেনি!

বেশ খানিকক্ষণ পর ট্র্যাফিক সার্জেন্ট এসে আটকেছিল জয়কে। জয় অনুনয় করেছিল, ফাইন দিতে চেয়েছিল। গাড়ির পেপার্স দেখতে চেয়েছিল সার্জেন্টটি। মাথার ঠিক রাথতে পারেনি, জোর করে গাড়ি নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল জয়। তাতে ঝঞ্জাট রাস্তা থেকে সোজা গিয়ে থেমেছিল থানায়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ছাড়া পেয়েছিল

৬য়। ঘন্টাচারেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, বারবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল কেয়াকে। পায়নি।

নার্সিংহোমে ঢোকার সিঁড়িতে আলুথালু হয়ে বসেছিল কেয়া। দেখে মনে হম্ছিল, ওর চোথ দু’টো পাথরের তৈরি। কোনও কথা বলছিল না কেয়া।
"কী হয়েছে কেয়া? বাবুইয়ের কী হয়েছে?" জয় হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল কেয়ার সামনে।
"তুমি মেরে ফেললে বাবুইকে?" আবছ গলায় বলেছিল, "একবারই ঢোখ খুলেছিল বাবুই। তোমাকে খুঁজছিল। না পেয়ে চোখ বন্ধ করে নিল। আর খুলল না। তুমি মেরে ফেললে বাবুইকে? তুমি ওর জন্য এলে না ? তুমি পারলে কী করে ? কী করে মারতে পারলে বাবুইকে ?"

ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠতত চমকে ক্রি জয়। কতক্ষণ একমনে বসে
 কতক্ষণ থাকতে হবে কে জার্Sভয় চায়ের কাপটা রেখে ফোনটা বের করল পকেট থেকে। কে্য়র নিয়ে গিয়েছিন ওর দোকানে। তখন তো কেয়া কথাই বলেনি। হঠাৎ এখন ফোন করল ? জয় ফোনটা ধরল, "হ্যালো।"
"দুপুরে কনট্র্যাষ্টটা কোথায় রেখে গিয়েছিলে ?"
"কনট্ট্যাক্টটা?" জয় সময় নিল। বলল, "তোমার বাঁশিকে দিয়ে এসসছিলাম।"
"ভদ্রভাবে কथা বলো, আমার বাঁশি মানে?"
জয় থমকাল। এ নিয়ে কথা বাড়ানোই যায়। কিক্তু সুতনুর এখানে আর ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না। ও বলল, "ওটা কথার কথা।"
"কোথায় রেখেছ কনট্র্যাষ্টটা?"
"বললাম তো বাঁশিকে দিয়েছি।"
"আঃ, আমি ডুপ্ষিকেট কপিটার কথা বলছি!" কেয়ার গলায় অধৈর্য,
"তাড়াতাড়ি বলো, আমি সারাদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব নাকি?"
"ওটা তো আমার কাছে!" জয় বলল।
"निজের কাছে রেখেছ কেন ? সই তো করব আমি।"
জয় বলল, "ভুল হয়ে গিয়েছে। এখনই নিয়ে কী করতে?"
"বড্ড বাজে কথা বলো। জিনিসপত্র এক জায়গায় না রাখলে তো হারিয়ে যাবে। তা ছাড়া সই করে রাখব। দোকান থেকে সায়ন্তনীকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব যশের কাছছ। বাড়ি থেকে সায়ন্তনী নেবে কী করে ?"
"কেন সোমবার তুমি নিয়ে যাবে না?" জয় অবাক হল।
"না, বাঁশির সঙ্গে আময় যেতে হবে এক জায়গায়," কেয়া আরও বিরক্ত হল, "তুমি এত প্রশ্ন করছ কেন ?"
"কোথায় যাবে সোমবার ?"
"তোমায় সব বলতে হবে? ডিসগাস্টিং""ফোনটা রেতে দিল কেয়া।
মথাটা আবার গরম হয়ে গেল। কোথামুযাবে কেয়া ? কী ভেবেছে
 হচ্ছিল, সেটা আর এখন হচ্ছে নারু৭ী শরীরে কষ্টটা বাড়ছে। বলাইয়ের লোকটা ঠিকমভো কাজ করজ্রে is ?
 চেহারা। মাথাটা পাতা-ছিড়ে-নেওয়া মুলোর মতো। চোখের নীচে কালি। দেখলেই মনে হয় ভুখা পার্টি।

বলাইয়ের দিকে দ্বিধার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল জয়। বুঝতে পেেরেছিল বলাই। হেসে নেলোকে বসতে বর্লে তাকিয়েছিল জ়য়ের দিকে। বলেছিল, "নেলো অনেক আগে থেকে আময় চেনে। ত্তেমার কাজে ওই পারফেক্ট।"

জয় তেতো হাসি হেস্সেছিল।
নেলো বালেছিল, "আপনি চিন্তা করবেবন ন।।"
বলাই আর সময় নষ্ঠ করেনি। বাঁশির ছবি ,দখখয়ে নজর রাখার ব্যাপারট। শ্পম্ট কয়র জানিয়া দিয়়ছিল। লেলো বলেছিল, "দোকান থে,কই কি. एা.লা করব! মান.ন আজ (থথ,কই কি..."
"玄া।" বলে উঠেঠিিল বলাই।
"ঠিক আছে," নেলো সময় নিয়েছিল একটু। তারপর বলেছিল, "কিন্তু কেন এই লোকটিকে ফলো করব, তা জানতে পারি ?"

জয় তাকিয়েছিল বলাইয়ের দিকে। বলাই চোখ দিয়ে জয়কে আশ্বস্ত করে বলেছিল "কেসটা খুব নাজুক। দাদার বউকে লোকট। ‘দিদি, দিদি’ করে, কিন্তু মনে হয় শালার অন্য কোনও মতলব আছে। তাই চোখেচোেে রাখবি। বুঝলি ?"

নেলো মাথা নেড়েছিল, "জিজ্ঞেস করলাম বলে কিছু মনে কোরো না। দাদাকে সময়-সময় খবর দিয়ে দেব। তা, দাদার মোবাইল নম্বরটা? খবর জানাতে হবে তো!"

বলাই নেলোকে থামিয়েছিল, "তুই আময় জানাবি।"
 জরুরি কাজ আছে বলে চলে গিয়ে বে্টেীয় एাঁসিয়ে দিয়ে গিয়েছে।" কুমু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথাদ্子েক্লিল।

সুতনুরা দুই ভাই-ই লেকগাট্যুর এই বিশাল বড় বাড়িটায় থাকে। তবে দু’টো আলাদা অংব্রে অন্যদিন বিতনুদের অংশে আসতে হয় না জয়কে। কিক্তু আজ বিতনুদের ড্রয়িংরুমেই বসে রয়েছে ও। আজ আনন্দী বউদির জন্মদিন। অনেক গেস্ট আসবে। সুতনুরও থাকার কথা। কিন্তু সুতনু কি স্যাটারডে ইভনিংয়ে বর্উদির জন্মদিনে হোস্টগিরি করে কাটাবে? সে বান্দা নাকি ? তা হলে জিনার কী হরে ?

কেয়ার দোকান থেকে বেরিয়ে বিকেলে এই বাড়িতে এলে সুতনু জয়কে বলেছিল, "আজ তোমার ‘এদিক-ওদিক যাওয়ার দরকার নেই। আজ আনন্দ বউদির জন্মদিন। দাদা গেস্টদের সামলাবে না অন্য ব্যবস্থা দেখবে? তাই তুমি বাদবাকিটা দেখে দিয়ো। কেমন ?"
"আপনি থাকবেন না দাদা ?" জয় অবাক হয়েছিন।
"না, মানে..." সুতনু সামান্য কেশে গলা পরিষার করেছিল, "আমায়...ওই জিনার ওখানে একবার..."
"আচ্ছা-আচ্ছা!" সুতনুকে আর বিব্রত করতে চায়নি জয়। যা পারে করুক।

এসব ভাবতে-ভাবতেই সিমি ঘরে ঢুকেছিল। সুতনুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলেছিল, "আজ দিদিভাই বিশেষ করে তোমায় থাকতে বলল, তুমি তা-ও বেরচ্ছ ?"
"মানে?" সুতনু ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল সিমির দিকে, "তোমার দিদিভাই কি আমার সংসার চালাবে? বড় একটা কাজ আছে। এখন যেতেই হবে। এ কি মন্টেসারি স্কুল নাকি যে ব্যাঙে পেচ্ছাপ করল আর রেনি-ডের ছুটি দিয়ে দিল? এখানে কোটি-কোটি টাকা অ্যাট স্টেক। বুড়ো বয়সে বউদিরই বা নেচেকুঁদে হাপি বার্থ-ডে বলে ঢং করার কী আছে, জানি না।"

জয় মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসতে গিয়েছিল ঘর থেকে। এমন ডাহা মিথ্যে নিজের বউকে বলে কী করে স্যুষটটা ? এই লোকটার কাছে অনেক ব্যাপারে ঋণী জয়, কিন্তু এই স飞ৃণ্রাংরামো দেখলে সহ্য করতে পারে না একদম। কিন্তু ঘর থেকে/ভীর্রিতে গিয়েও পারেনি জয়; কারণ
 না কত ইমপরটান্ট এই দিট। को জয়, বলো সিমিকে।"

জয় যন্ত্রের মত্তে মাথা ন্ডেড়েছিল শুধু। সিমি কি বুঝেছিল যে জয় মিথ্যে কथা বनছে? কে জানে! আসরে সিমি এত ভাল যে, ওকে মিথ্যে বলতে খারাপ লাপে জয়ের। জিনা বলে মেয়েটা যে কী জাদু করেছে কে জানে!

সিমি বলেছিল, "কিন্তু বউদি রাগ করবে খুব। বিশশষ করে তোমায় থাকতে বলেছিল।"

সুতনু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বলেছিল, "জয়কে রেখে গেলাম। ও সব সামলে দেবে।
"ও জয়দা, कী হল?" কুমू আবার জিজ্ঞেস করল।
"‘কী আবার হবে? একদু বোর হছ্ছি।" হাসল জয়।

১০২
"「ওয়ারই কথা। মায়়র মাথা খারাপ হয়ে যাছ্ছে। এই বয়সে খুকি সেজে ‘হ্যাপি বার্থডে’ গাই.ব। সব জায়গায় মুখ-ডদখাত.না সেলেব্রিটিরা মদের গ্লাস হাতে প্লাস্টিকের হাসি হাসবে। অসহ্য!"
"ত্রমিও বোর হচ্ছ মনে হচ্ছে ! ককেন ? সুন্দরমতো ছেলেটা ত.তা আছে দেখছি। ওর সঙ্গে গক্দ্প করো না!" জয় হাসল। এমন টুকররোটাকরা ইয়ার্কি ও কুমুর সঙ্গে কররইই থাকে। তাতে অবশ্য মেয়েটা মনে করে না কিছ্৷।

কুমু বিরক্তির ভঙ্গি করল, "মায়ের বাপ্ধবীর ছেলে। শুধু গাড়ি, ডিস্কো, জামাকাপড়ই বোঝে... মাকাল ফল একটা।"
"यাঃ, তা হলে তোমার কাজে লাগবে না," জয় হাসল, "তোমার আগ্রহ সাহিত্য, সিনেমা, ছবি নিয়ে, তাই না ?"
"আর একটু পরেই ওকে একটা কাজে লাগবে আমার। তুমি না খেয়ে পুট করে পালিয়ে যাবে না কিন্তু, ক্রেুু ?"
 ক্রম বলল, "কথা বলো, আসছি।"’

শামিমের ফেনন,"কাল ক’ট্ষ্রুঁকৈাথায় দাঁড়াব?"
"কাল ?" চিন্তা করল জর্ক্রীল ডলার তুলতে হবে। ও বলল, "শোন, ত়ইই এক্সাইড মোড়ে সকাল দশটা নাগাদ দাঁড়াবি। আমি রামনকে নিয়ে ঠিক সময়ে পেঁঁছে যাব।"
"ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কি .মেশিন থাকবে? না আমি আমারটা निয়ে बেব?"
"দরকার নেই। রোববারের বাজার। রাস্তায় লোক কম থাকবে। একদম ওসব সঙ্গে রাথবি না। বুঝেছিস?"

শামিম ফোনটা রেখে দিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল জয়। বৃষ্টি হয়েই চলেছে। এমন ওয়েদারে রোববার বেরতে ইচ্ছে করে ?
"কী জয়, তুমি নীচে যাজনি?" বিতনুর গলা পেয়ে দরজার দিকে তাকাল জয়। এই মানুষটাকে দেখলেই কেমন যেন সম্মান করতে ইচ্ছে করে। একই মায়ের পেটে এমন দু' ধরনের মানুষ কী করে জন্মায় ? জয়
 পাশে একটা বড় হলের মতো জায়গা আছে। সেখানেই সব অনুষ্ঠান হয়।

জয় বলল, "না দাদা, সব আ্যারেঞ্জ তো করাই হয়ে গিয়েছে। রিবন আর ফুলের ডেকরেশনের লোকগুলো কাজ করছে। ওদের বলেছি, হয়ে গেলে যেন ডেকে দেয় তখন গিয়ে দেখে আসব। তবে দাদা, যা ওয়েদার, লোকজন আসবে তো?"

বিতনু হাসল, "এমনি ডিনার হন্ে ক’জন আসত সন্দেহ আছে। কিন্তু ককটেল তো, সব লেজ নাড়তে-নাড়তে আসবে। যাক গে বাদ দাও, তোমায় একটা দরকারি কথা বলি। আমার অফিসে একটা ছেলে দরকার। ইয়ং, সৎ আর কর্মঠ। চেনাশোনার মধ্যে নিলে একটা রিলায়েবিলিটি থাকে। তোমার সন্ধান্ন থাকলে বোলো তো।"

জয় মাথা নাড়ল, "বলব দাদা।"
কিন্তু কথাটা বলেই হাসি পেল ওর। ইশ্প ছেলে প্রচুর আছে। কিন্তু সৎ আর কর্মঠ? ওদের লাইনে ‘সe’ কêti আপেল দিয়ে তৈরি ম্যাঙ্গো ড্রিক্কের মরো শোনাচ্ছে। সবাই ন্র্শিটটে টাকা রোজগার করতে চায়
 কিন্তু ওদের লাইনে দশ মির্ন্নি দিশ হাজার কামান্নার উপায় আছে।

বিতনু বলল, "ঠিক আছে জয়, তুমি বসো। আমি আসি।"
জয় মাথা নেড়ে বসে পড়ল আবার। আর ভাল লাগছে না। কাঁহাতক ঝঞ্ঞাট পোহানো যায়? ফোনটা বের করে নম্বর টিপে বলাইকে ধরল জয়, "হ্যালো বলাই, কোনও থবর?"
"খবর তেমন কিছ্র নেই। জ এখনও দোকানেই আছে। মাঝে মোবাইলে কথা বলার জন্য দোকান্রে বাইরে বেরিয়ে একটা শেডের তলায় ছুকেছিল।"
"তখন দোকানে কেয়া ছিল ?"
"তা তো জিজ্ঞেস করিনি। কেয়াবউদির উপর নজর রাখার কথা তো নেনোকে বলিইনি, পরে বলে দেব।"

মনটা খচখচ করছে জয়ের। বাইরে বেরিয়ে ফোন করছে, মানে
r.গাপন ফোন, যা সবার সামনে করা যায় না। নিশ্চয়ই কেয়া তখন দোকানে ছিল না। নিশ্চয়ই কেয়াকেই করছিল ফোনটা। মাথায় যেন আগুন জ্বলছে জয়ের। একবার যদি হাতেনাতে প্রমাণ পায় না, তা হলে বাঁশিকে এমন বাজাবে! শালা জন্মের মতো অন্যের বউয়ের দিকে তাকানো বের করে দেবে।

ফোনটা আবার বেজে উঠল। আরে জিনা! হঠাৎ মনটা কেমন কুডাক দিয়ে উঠল জয়ের। এমন সময় তো জিনা ফোন করে না!
"স্যালো, জিনা ?"
"জয়...জয়..." জিনা কাঁপছে ভয়ে, "সুতনু...অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। খুব ঘামছে, চোখ খুলছে না।"
"মানে ?" তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জয়।
"প্লিজ়, একবার এসো। আমি...ডাক্তারকে কল করেছি...কিন্তু তুমি প্লিজ়...সুতনুর অবস্থা সিরিয়াস।"
"আমি আসছি।"
জয় লাফিয়ে সিঁড় ভেঙে নীঢু অैंদে এল। কথাটা এখনই কাউকে বলা যাবে না। ফোনটা বের সুতনুর নিজস্ব ডাক্তারকে কল করে হনহন করে মেন গেটের হ হঁটl দিল। সুতনুর এমন দিনে অসুস্থ ' হওয়াটা মোটেও ভাল কথা নয়। অস্বস্তি হচ্ছে জয়ের।

তৃতীয় দিন
রথী, ২৯ জুন: সকাল
পাশের মেয়েটা কেমন যেন অদ্যুত চোখে তাকাচ্ছু ওর দিকে। কী আছে দৃষ্টিটার মধ্যে? যে ক’বারই চোখে চোখ পড়েছে ও সরিত্যে নিয়েছে চোখ। সি ফোরটিন বাই ওয়ান বিজন সেতু টপকাচ্ছে এখন। সারা রাতের অনিদ্রা হঠাৎ-হঠাৎ ভোঁতা করে দিচ্ছে রথীর মাথা। কষ্ঠ হচ্ছে রথীর শরীরে। মনেও।

ब্লসম কেন শুনল．না ওর পুরো কথ্থা জারপর ফোনও ধরল না？ স．মসেজ্রের রিপ্লাইও দিল না ？ওকে কি ছেঁটে ফে，লে দিল জীবন থেকে ？ মানুষের আনান্দের অংশীদার হওয়ার চেয়ে কষ্টের অংশীদার হওয়া অনেক গভীর সম্পর্ক ইঙ্গিত করে। তা হলে ？কেন ब্লসম নিজ্েের কষ্টটাতে রথীকে যোগ করছে না？পাশের মেয়েটা উঠে ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল আর খালি সিটটায় ঝপ করে একটা লোক বসে পড়ল। তার মুখে এখনও ছেলেমানুষি আর অনিশ্চয়তার ছাপ। একসময় রথীর মুখেও এমন ছ।প ছিল। এখন রথী বছর তিরিশেকের লোক। আ丬্মবিশ্পাসী লোক। তাই কি？গতকাল বিকেলের পর থেকে কি আর নিজ্জেকে আज্মবিপ্বাসী বলা যায় ？আज্মবিশ্বাসী লোকদের ছেড়ে তাদের প্রেমিকারা কি কাঁদতে－কাঁদতে চলে যায় ？
＂ননা স্যার，যায় না।＂
চমকে উঠল রথী। এক ম্রূর্তের জন্য মর্লে হল ওর চিন্তারই কি উত্তর দিচ্ছে ছেলেটl？ভাল করে পাশে তাক্কি⿵冂卄八刀 রথী। রোববার সকালেও স্নান সেরে পরিপাটি করে আঁচড়ার্ল্র্যুল। সজ্গে ঝোলানো ব্যাগ। কানে সস্তার মোবাইল আর গলায় ন্যু？ওপর সাদা টিপটিপ টাই।
＂ননা，স্যার，জটা সি－এু। সি ফোরটিন বাই ওয়ান নয়। এটা মধ্যমগ্রাম অবধি যাবে। সসখান থথকে স্যার আমি অন্য কিছু ধরে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাব। সি－এইট্রিন তো পেলাম না যে ডাইরেক্ট বারাসাত যাব，তাই এটা ধরতে হল। স্যার，আপনি তো করাচ্ছেনই। আপনার দুই ভাইকেও বলবেন।＂

মুখটা ঘুরিয়ে নিল রথী। বড্ড বেশি অন্যের কথা শুনছে। ওকে মনঃসংযোগ করতে হবে। কাজটা করতে হবে সুষ্ঠুভাবে।

আজ এবং কাল। এই দু’টো দিন কলকাতাতেই লুকিয়ে থাকতে হবে রথীকে। তার জন্য থুব একটা চিন্তা করছে না রথী। এটা শেষ কাজ ওর， এতে ভুল হলে চলবে না।

গতকাল অফিসে কাজের কথা বলতে গিয়ে শিবি বলেছিল，＂শোন রথী，হাত্কাটা বলাই কার জন্য বেশ্শ কাজ করে জানিস ？＂
"না তো ! ও তো পাটির হয়ে..." রथী আমতা-আমতা করছিল।
"ছাইয়ের পার্টি। সুতনু রায়ের নাম শুনেছিস?"
"সসুতনু ? ওই যার দু’নম্ধরি কেস রয়েছে ? যার..."
"
"কেন ?" খানিকটা কৌতূহলবশতই প্রশ্নটা করে ফেেেছিল রথী।
"স্ক্রুাপ আয়রন। লিলুয়া ইয়ার্ডের কয়েক কোটি টাকার ক্ক্র্যাপ এতদিন ঝাপুবাবুর হাতে ছিল। হাতের মালকে সুতনু রায় নাকের তলা থেকে মেরে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।"
"দ্যাখো শিবিদা, আমি খুন, জখম বা মরপিট করতে পারব না কিন্তু।" ফস করে উটে দাঁড়িয়েছিল রথী।
"আরে, বোস না," শিবি অধৈर্য হয়েছিল বেশ, "না শুনেই চিৎকার করছিস কেন? ও সব কিচ্ছু করতে হবে না। হলে তোকে বলতাম না। খুনজখম যে তোর লাইন নয়, তা কি আর জুহি জানি না ? এ হল গায়েব করার কাজ। তোকে , তে বলেইছি যেে ক্টে মাল হাপিস করতে হবে।"
"কী হাপিস করতে হবে?"
"সুতনু রায়ের চোরাই ড্মুsiর ব্যবসা আছে। সেই জন্য তিরিশ
 জন্য ডলার তুলতে যাবে। আমরা ওদের সাত্যেন্স সিটির কাছে ধরব।"
"আমরা মানে?" রথী চমকেছিল একাু।
"মানে ত্হই আর সুতনুর লাল গাড়ির 心্তেরের আমদের লোকটা। যে কায়দা করে সায়েন্স সিটির কাছে গাড়ি থামাবে। এই নে গাড়ির নম্বর। গাড়ি থামলে তুই জাস্ট এগিয়ে গিয়ে একটু জোর করে ব্যাগটা ছিনিয়ে পালিয়ে যাবি। দেখবি, ওর থেকে ফুট তিরিশ-চষ্মিশ দূরে সাদ্ রডের একটা গাড়ি রাখা থাকবে। দরজা খোলা থাকবে। তুই তাতে উঠে দেখবি স্টিয়ারিংয়ের সন্গে সুতো দিয়ে গাড়ির চাবি ঝুলছে। সেটা দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে পছন্দমতো জায়গায় গিতয়ে লুকিয়ে থাকবি। বুঝোছিস? তারপর সোমবার যে অ্যাড্রেস বলব, সেখানে টাকা প্পেঁছে দিবি। খুব . সোজা কাজ।"

রथী গঙ্ভীর মুথে মাথা নিচু করেছিল। মিনিটখানেক পর বলেছিল. "তা তোমরা ডলার করার পর তো কাজটা করতে পারো। ডলার হল আসল জিনিস। তিরিশ লাখের বদলে ডলার তুলতে পারলে তো লাভ হত বেশি।"

হেসেছিল শিবি। হাসির চোটে বিড়ালের চোখ দু’টো পিংপং বনের মতো লাiিয়েছিল যেন। শিবি বলেছিল, "ডলার করার পর পাচছয়জন থাকবে টাকার সঙ্গে। তাই হেবি লোড হয়ে যাবে। তার চেয়ে যা বল্নছি শোন।"
"গাড়িতে আর কেউ থাকবে না তো?" রথী জিজ্ঞেস করেছিল।
"नা, রামন বলে একজনের প্রথম থেকেই যাওয়ার কথা ছিল। কিস্তু সে উঠবে এয়ারপোর্টের সামনে থেকে। জাস্ট একজনকে ভয় দেখিয়ে টাকাটা নিয়ে সরে পড়বি। কাজটা কর আর তিরিশ হাজার তোর।"
 রিস্ক বেশি, রেটও বেশি। রাজি থাকন্চেপ্রিল।।"

 পারসেন্ট দিচ্ছ, সেথানে বার্লেছি। খুব র্বশি কিছু বল্লেছি কি?"

শিবি জর বিড়ালের মতো ঢোথ দু’টো ছোট করে বল্লেছিল, "তুই यमि তিরিশ नাv নিয়ে ভভগে যাস? তোকে যে এতটা বিশ্ধাস করছি, তার সম্মান দিবি না?"
"সम্মান ধুয়ে কি জল খাব নাকি? আর ভেগে কোথায় যাব শিবিদা? আমাদের বাড়ি চেনো। দিদি, মুনিয়া সবাইকে চেনো। এখন হ্রসমের খবরও জেনে গেলে। আর এতদিন কাজ করছি, কোনওদিন এক পয়সার এদিকওদিক করেছি? ফালতুগিরি করতে গিয়ে ছ’মাস জেলে খেটে এলাম। তোমার নাম একবারও নিয়েছি? টাকা নিয়ে দু'দিন চেপে বসে থাকব আর সুতনুর লোকজন খুঁজবে না আমায়? সুতনুর চেলাচামুজারা ধরতে পারলে আমার হালত খারাপ করে দেবে, আর তুমি এমন কথা বলছছ?"

শিবি হো-হো করে হেসে চেয়ার থেকে উঠে ওর পাশে এসে

দাঁড়িয়েছিল, "আরে বাপ, হেভি সেন্টৃ হয়ে বসে আছিস যে! আরে, আমি তো এমনি বললাম। পঁয়তাল্লিশই পাবি। এখন পরেরেরো দিছ্ছি। কাজ হয়ে গেলে আরণ তিরিশ। ঠিক আছে?"

রুবি থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিল বাস। আর সক্গে-সক্গেই পককটের ফোনটা বেজে উঠল। রথী বের করল ফোনটা। শিবি হঠাৎ ? এখন তো ফোন আসার কথা নয়। তবে কি প্ল্যান চেঞ্জ হল ?
"বলো?" রথী আড়চোেে পাশে তাকাল। নীল টাই ডায়েরি খুলে ফোন নম্বর দেখছে।
"ছোট্ট কেস হয়েছে। গাড়িতে লোক বেশি আসছে। আমি চাই না কোন রিস্ক নিতে। ওখানে দু’জন ছেলে থাকবে। হলুদ আর নীল গেঞ্জি পরা। ওদের সঙ্গে বাইক থাকবে। টাকার গাড়িটা থামলে ওরা গাড়ির ভিতরের লোকদের সামলাবে আর তখন টাকাটা নিয়ে সাদা গাড়িতে করে চম্পট দিবি, ককমন ?" শিবি হাসল।

আরও লোক? মানে ঝায়লা इজ<
 করলেই ঝঞ্জাট। অবশ্ শিবিব"ছেলে দু’টোকে ফিট করেছে, তরা


টাকাটা নিয়ে কী করবে, ত একরকম ঠিক করে রেখেছে রথী। গতকালের পরেরো হাজার টাকা থেকে তিন হাজার দিদিকে দিয়ে সক্রে রেখেছে বাকিট।। এখান পথকে গাড়ি নিয়্য় ও হাওড়া যাবে। সেখানে সুযোগমর্তা গাড়ি ছেড়ে বাস ধরে কালীঘাটে হিমির কাঢছ আসবে। ওখানে দু’টো দিন কাটিয়ি দিতে পারবে ও। তবে কোনভ গণ্ডগোল বুঝলে ওকে পালাত্ হবে। তখন টাকাটা কাজে লাগবে। তবে সব যদি প্ব্যান মতো চলে, তা হলে চিস্তা নেই।

লুকিত়ে থাকার মেয়াদ শেবে টাকাটা যথাস্থানে পোঁছে, তবে ওর ছ্রটি। এ ব্যাপারে ওকে সাহায্য করবে ছানু। দুপুররেলা বাড়ি ফিরে রथী প্রথম (ফান করেছিল হিমিকে।

হিমির :ে নেজাজ খারাপ, তা গলা শুনেই স্পষ্ট বুঝেছিল রথী। হিমি

গন্ডীর গলায় বলেছিল, "इঠাৎ ফোন করলে !"
"করতে বারণ আছে?" রথী হেসেছিল।
"বারণ আর কী? শালা তোমদের জাতটা বারণ শোনে ? তোমাদের নেতা, বরেনের লোক এসে জোর করে তোলা নিয়ে যায়। আর তেমন হয়েছে এই ঢামনার বৃষ্টি। কামধান্দা সব ডকে উঠেছে।" হিমি শ্বাস নিয়েছিল।
"খুব রেগে আছ দের্খছি!" রথী হালকা গলায় বলেছিল।
"বাদ দাও। হঠাৎ আমায় মনে পড়ছে ? প্রেমে পড়লে?"
"সে যোগ্যতা কি আমার আছে?" রথী হেসেছিল আবার।
"ফালতু ভ্যানতাড়া ছেড়ে কাজের কথা বলো।"
রথী গলাটা করুণ করে বলেছিল, "আমায় দু’দিন থাকতে দেবে হিমি? বাড়িতে থুব অশান্তি হয়েছে।"

"আজ এক বন্ধুর বাড়ি আছি। কাল্ত্তিমার ওখানে গিয়ে সোমবার পর্যন্ত জ্বালাব। ব্যস, তারপর আরুক্টু করব না।
"কিস্তু বাড়িতে কী হয়েছে
"ওই, দিদি...এমন কর্দেন্গে, পারা যায় না..." ছম-কষ্টে চুপ করেছিল রथী।
"ঠিক আছে। এখন কাস্টমারভ .তেমন হচ্ছে না। আর তুমি তো পাশের ঘরে থাকবে।" হিমি আষ্বস্ত করেছিন।

রথী গভীর কৃতজ্ঞতার ভান করে বলেছিল, "তুমি যা করলে, তা আমি কোনও দিন ভুলব না। সত্যি বলছি।"

মিথ্যে! মিথ্যে বলেছে রথী। কিন্তু এ নিরুপায় মিথ্যে। টাকা নিয়ে পালিয়ে এসে লুকোচ্ছে জানলে কি হিমি থাকতে দিত?

তবে মিথ্যে বলে খারাপ লাগছে রথীর। যে বিপ্গাস করে, তাকে ’ঠকাতে ভাল লাগে না ওর। শেষ কাজটা ঠিকমতো করে দিতে পারলে আর এই পাঁকে থাকতত হবে না ওকে। ভ্লসমের সজ্গে কথা বলতে পারবে চোখে চোখ রেখে।

হিমিকে রাজি করিয়ে ছানুকে ফएন করেছিল রথী। দু’বার রিং হতেই ふোনটা ধরেছিল ছানু, "কী রর শালা, সকারললই তো রদখা হল। আবার की কেস?"
"তুই কী করছিস?" রথী জিজ্ঞেস করেছিল।
"বাড়িতে আছি। শালা যা ওয়েদার, বাড়িতে সেভেন ফিফটির হাফ আছে, ঢক করে মেরে দেব ভাবছি।"
"ভরদুপুরে মাল টানবি ?"
"नতুন দের্খছিস নাকি আময়? তা বল কী কেস?" ছানুর গলায় সামান্য বিরক্তি।

রথী বলেছিল, "সোমবার আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। শিবির মালের ডেলিভারি আছে। আর্জেন্ট।"
"কী মাল?"
"কাশ। অনেকট।। একা ঠিক সেফ হব্রেশ্য।"
ছানু গঙ্টীর হয়েছিন সামান্য, "অই ভি শালার কথা আমায় বলবি না। তুই অফিস থেকে চলে আসাপ্পীর আমায় ধরেছিল। বলে কিনা আমি পুরিয়ার ব্যবসা করছ্গি ৃতিতে ওর কমিশন চাই। শুয়োরের বাচ্চা!"

রথী একুু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বলেছিন, "বাদ দে না। বললেই দিতে হবে নাকি? মাথা গরম করিস না। সোমবার তোর সময় হবে তো?"

কিছুহ্মণ চুপ করে ছানু বলেছিল, "ঠিক আছে, যাব।"
রथী গলা নামিয়ে বলেছিল, "আমি কালীঘাটে হিমির ডেরায় থাকব। সময়মতো তোকে ফোন করে দেব! তুই কালীঘাট ব্রিজে চরে আসবি একটা গাড়ি জোগাড় করে।"
"সোমবার কথন?" ছানু জিজ্ঞেস করেছিল।
"আরে, সময় তো জানি না। শিবিদা কনফার্ম করবে।"
"শালা শিবিদা! হিমির বাড়ির ঠিকানাটা দে। স্ট্রেট বাড়ি চলে যাব। তুই ওখানে গ্যারেজ হচ্ছিস কবে ?"
"আরে কাল। এটাই শেষ কাজ, বুঝলি? তবে এই কাজটা তোকে এমনি করতে বলছি না, হিস্যা দেব তোকেও।"
"ভাগ। টাকা চেয়েছি আমি?" ছানু হঠাৎ ফস করে উঠল, "খুব টাকা চিতেছ্সিস, না রে রথী? এসব বলবি না। হারামের পয়সায় লোভ নেই আমার। সোমবারটা ফ্রি রাখছি। ফোন করিস। পেঁঁছে যাব।"

কিন্তু সোমবারের আগে আছে রোববার, মানে আজ। আজকের কজটাকে ঠিকভাবে করতত হবে রথীকে। প্ধ্যানমতো সায়েন্স সিটির এক স্টপ আগে নেমে গেল রথী।

বৃষ্টি. জাঁকিয়ে এসেছে শহরে। দু’দিকের নতুন বাড়িঘরগুলোর সানশেডের তলায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে কিছু পাখি। রথী মাথা নিমু করে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ কেমন ভয় লাগছে জর। ব্লসম কাঁদছিল গতকাল বিকেলরেেলা। ব্লসম কি জানে, এক্ুঙ্তাস্তা বৃষ্টির ভিতরে কীভাবে হাঁটছে রথী, ওর শেষ কাজের দিকে?
 পাশ্শ বাইক। ওখারনই কি ঘটর ঘটবে ?
 একটা লাল গাড়ি দূরের রাস্তায় বাঁক নিঢ়ে আসছে ভদদর দিকে। গা শিরশির করে উঠল রথীর। তবু কাজটা শেষ করতে হবে। ভয়টাকে প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল রথী।

জয়, ২৯ জুন: সকাল

 ঝাপসা ল।গছছ। 心িক্টোরিয়র ডোমটাও ঘষা কাচের আড়ালে চলে গিয়েছে గ.য়। গঙ্গার লঞ্চ আর স্টিমারগুলোকে মনে হচ্ছে ঝুলত্নর

নৌকা। একদম সামনে বিদ্যাসাগর \সত়। এই রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝেই যেতে হয় ওকে। আজ ও ধৃলাগড় যার্ছ্ गুতন্নুর পরিবর্ণ হিসেবে।

এ গাড়িটা ছোট আর পুরনো। তবূ বিপ্বস্ত। তাই এতাককই নিয়েছে জয়। মিটিংটায় সুত্তন্র পরিবরত্ত গেলেে জয়াক তে আর কিছ্ৰ বলতে হবে না। বলবে ওদের ম্যান্জার সাহহব, মদন সরখেল।

এ লোকটা কাজকর্ম বোবে, বিশ্ধাসীজ খুব, তবু কোথায় যেন সুতনু জয়কে বেশি ভরসা করর। ঢাই তো জয়জ সুতন্নুর কোনভ কথা ফেলতে পারে না। সুতনুর কিছু হরে সবার আগে দৌড়ে যায়।

গতকাল যখন জয়ের কাছে জিনরর ফোনটা এসেছিল তখন এক মুহ্রুও অপেক্ষা করেনি ও। সোজা বেরিয়ে গিয়েছিল। কাউকে কিছ্ন বলেনি। বেরনোর সময় গেটের কাছে ঢাউস প্যাকেট হাতে আধভেজা বিযাণকেও দেখ্খেছি। কিন্তু অন্যদিন্রে মভো সামান্য কথাটাও বলেনি। সুযোগই ছিল না। জিনার গলার স্বরে একাই্র্যাবড়ে গিয়েছিল জয়।

গাড়িটা নিজেই চালাচ্ছিল জয়। সিপ্ধৌীলের আলে। বদল. ট্য্যাফিক পুলিশের ছাতা, চাদনি চক ,্মেট্রো。ব্বিরিঁ়ে জ্যামের মধ্যে ,হঁচকি তুলে-
 ডাক্তার এল কি না, সুতনু ফিরল কি না ইত্যাদি-ইত্যাদি।

মেডিক্যাল কলেজের সামনে যখন গাড়ি, তখন সিমিও ফোন করেছিল। সিগন্যালে আটকে থাকা অবস্থায় ফফেনটা ধরেছিল জয়, "হ্যা বউদি, বলুন।"
"তুমি কোথায় জয় ?" সিমির গলায় উদ্রেগ ছিল যথেষ্ট।
"আমি?" দু’-এক মুহৃর্ত কী বলবে ভেবেছিল জয়, তারপর বলেছিল, "কাজের জায়গায় একটা সমস্যা হয়েছে বউদি। আমায় আর্জেন্টলি চলে আসতে হল।"
"কোন জায়গায়?" সিমির গলায় সামান্য সন্দেহ আঁচ করতে পেরেছিল জয়।

এই রে! সিমি মনুষটা এত ভাল যে একে মিথ্যে বলতে খারাপ লাগে জয়ের। তবু নিরুপায় হয়ে বলেছিল, "ওই জোড়াসাঁকোর কাছে

একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, তাই..."
সিগন্যাল সবুজ হয়ে গিয়েছিল সামনে। পিছনের অধ্ব্য কলকাতা নানারকম স্বরে হ্ন দিয়ে যাচ্ছিল। ও বলেছিল, "বউদি, পরে কথা বলছি। ভীষণ ট্র্যাফিক।"
"শোনো"...সিমি আরও কিছু বলতে চাইছিল।
"কিছু শুনতে পাচ্ছি না," বলে জয় কেটে দিয়েছিল ফোন। সিমির সামনে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারে না ও।

জিনার ফ্ল্যাটে ওঠার সিঁড়িটা লাফিয়ে-লাফিয়ে ভেঙে উঠেছিল জয়। জিনা বসেছিল বাইরের ঘরে। মনে হচ্ছিল, যেন মেলায় বাবা-মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটা একরত্তি মেয়ে। কে বলবে, এই মেয়েটার বেঁচে থাকার গক্ফটাই অন্যরকম।

জয়কে দেখে জিনা প্রায় ঝঁঁাপিয়ে এসে পড়েছিল ওর বুকে। জয় কিছু বলার বা সরে যাওয়ার সুযোগটুকুও পার্জু্তি। নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে
 কালো চুলগুলোর থেকে অদ্కুত এঞ্ত্তiপ উঠছিল। চোখের জলে ভিজে
 নিজের শরীরে টের পাচ্ছিল্রু心য়। এত বিপদের মধ্যেও আচমকা শরীর উত্তর দিচ্ছিল। কতদিন পর কোনও মেয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে ? কতদিন পর কেউ এমন করে সমর্পণ করল নিজ্েেকে ওর কাছে? যৌনতার সম্পূণ তৃপ্তি কি আসে এই সমপ্পণ বোধ থেকেই?

জয়ের কষ্ঠ হচ্ছিল। .নিজেকে সামলানোর মতো কষ্ট খুব কম আছে পৃথিবীতে। ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর কষ্ট গতকাল টের পেয়েছিল জয়। একটা মানুষের মনে কতটা বর্ষাকাল লুকিয়ে থাকে? কার কাছছ সে এমন সর্বস্ব দিয়ে কাঁদতে পারে ?

জিনার কান্না কমছিল না একদম। জয়ের শরীরের ভিতরে যেন ঢুকে পড়তে চাইছিল মেয়েটা।
"চপ করো!" জয় জিনার হাত দু’টো ধরে ঝাঁাকিয়ে ওকে সরিয়ে দিয়েছিল নিজের শরীর থে,ক। নিজের উপর বিরক্ত লাগছিল। এমন

সময় ,কেউ এরকম কথা মাথায় আনতে পারে ? মানুষ আদতে পশু, তা গাল এতটা?

ঝাঁকুনি খেয়ে জিনা থতমত মুখে তাকিয়েছিল জয়ের দিকে। সাজানো ভ্ররুর উপর ভেঙে পড়া চুলগুলো যেন আরও বিভ্রান্ত।
জয় বলেছিন, "স্টেডি হও, জিনা। দাদার কী হয়েছে? ডাক্তার এসেছিল?"

জিনা खোঁপাতে-खেোপাতে বলেছিল, "ডাক্তার এসেছিল, মাইল্ড আ্যাটাক। রেস্ট নিতে বলেছে। বনেছে কোনওরকম টেনশন না निতে।"

জয় তাকিয়েছিন জিনার দিকে, "তা দাদা কোথায়?"
"বেডরুমে, ঘুমোচ্ছে।" জিনা এবার নিজেকে সামলাচ্ছিল।
"কী করে হল ?" জয় ঘড়ি দেখছিল।
জিনা মাথা নিছু করে নিয়েছিল এই প্র(as
"কী হয়েছিল ? খুলে বলো।"
নার্ভাস মুখ নিয়ে সোফায় বস্যে eখțছিল জিনা। কী বলবে তা ঠিক করে ফেললেও সেটা কীভার্রলবে তা যেন ঠিক বুঝতে পারছিল ना।

জয় হাঁঁ গেড়ে ওর সামনে বসেছিল, "কী হয়েছে জিনা? আমায় বলতে পারো। কেউ জানবে না। একটু স্টেডি হও। দাদাকে ততক্ষণে দেখে আসি একবার।"
"আর কতক্ষণ লাগবে?" মদন সরথেল একাু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আড়চোখে ওকে দেখছিল জয়; কিন্তু জাগায়নি। জয় বলল, "আপনি ঘুমোন। আরও অনেকক্ষণ লাগবে।"
"তাই? বেশ!" মদন সরখেল আর এক মুহূর্ত সময় না নিয়ে মাথা কাত করে চোখ বন্ধ করল, চপ্পিশ সেকেন্ডের মধ্যে পুরপুর শব্দে নাক ডাকতে লাগল।

অবাক হয়ে মদনের দিকে তাকাল জয়। এতদিন ইনস্ট্যান্ট নুড্লস

দেখেছে, কিন্তু এমন ইনস্ট্যান্ট কুষ্তকণ দের্থনি। গতকাল রাতে একদম ঘুম হয়নি ওর। হবে কী করে ? সারা রাত তো সুতনুর সঙ্গে বসেছিল।

জিনাকে ঘরে বসিয়ে বেডরুমে গিয়েছিল জয়। গায়ে পাতলা চাদর টেনে চোখ বন্ধ করে ঔয়ে রয়েছে সুতনু। দেখে জয়ের মনে হয়েছিল ঘুর্মেচ্ছে। ও আবার পা টিপে-টিপে ফিরে এসেছিল বসার ঘরে।
"বলবে ?" জয় জিনাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করেছিল।
"পারফরম্যান্স এনহান্সার।" জিনা বলেছিল।
"মানে ?" জয় ঠিক বুঝতে পারেনি। একাু এদিক-ওদিকের ইংরেজিটা ওকে এখনও ধাঁধায় ফেলে।
"মানে...আমি..." জিনা ইতস্তত করে বলেছিন, "সুতনুকে নিয়ে ঠাট্টা করতাম। বলতাম, ও ঠিকমতো পারে না। একটুতেই হাপিয়ে যায়। তাই আজ নীল ডিমের আকারের একটা ওষুধ খেয়েছিল। তারপর... হুাৎ বাঁ দিকের বুকটা চেপে ধরল...মুখটারুঁকে গেল, বিছানায় পড়ে গিয়ে ...আমি কী করব বুঝ্তে না ख্রি...প্রথমে ডাক্তারকে আর তারপর তোমায় ফোন করলাম। খiঁটl খাওয়ার আগে ওকে বারণ করেছিলাম, শোনেনি। কেউ ্রনন ফেললে কী হবে জয়?" জিনার গলা কান্নায় বুজ্জে এসেছিন্রু

জয় জিনার মাথায় হাত রেখে বলেছিল, "কেউ জানবে না। তুমি টেনশন কোরো না। আমি ডাক্তারকে ফোন করে দিয়েছি, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সে আসছে।"
"ওর যদি কিছু হয়ে যায়। তা হলে তো...আমায় এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হবে। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারব না। কলকাতায় থাকবই বা কোথায়? সুতনুর কিছু হয়ে গেলে আমি পথে বসব, আমি..." কথা শেষ না করে কেঁদে ফেরেছিল জিনা।

সুতনুকে নিয়ে ফেরার পর বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ওকে पুকিয়েছিল জয়। আনन্দীর জন্মদিনে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে তা মাথায় ছিল জর। সিমি শুধু তাকিতয়েছিল অবাক হয়ে। হার্টে চাপ পড়েছে বলে ডাক্তার কোনও টেনশন ছাড়া কমপ্ধিট রেস্ট নিতে বলেছিল।

মাঝে যৌুকু সময় সুতনু দু’-একট৷ কথ। বরলেছিল তার্ত আজকের এই মিটিং আর ডলারের কথাটা ছিল। জয় সুতনুর হাত ধরে বলেছিল, "আমি সব সামলে নেব।"

তা সামলেছে জয়। নিজে মদনকে নিয়ে এসেছে এখানে, শামিমের সজ্গে লাল গাড়িটায় নিজের বিপ্পস্ত দু'জনকে পাঠিত্যেছে। রামনের এয়ারপোর্ট থেকে ওঠার কথা।

গতকাল সুতনুর বাড়িতে বসেই সব প্ধ্যান করে নিয়েছিল। সকালে শামিমকে বলেছে, "আমি যেতে পারব না রে। বদলে দু’জন পাঠাচ্ছি। কেমন?"

তবে গতকাল রাতে সুতনুর ব্যাপারটা সামলে দিয়ে জয় ভেবেছিল সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সুতনু ঘুমিয়ে পড়লে জয়কে বসার ঘরে ডেকে নিয়েছিল সিমি। সিমিকে বসার ঘরে দেথে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল জয়। এমন মুখ তো ও কোনওদিন দেc্র্র্ত্রি সিমির! সিমি খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "বালা জয়, ধ্কেকরে এমন হল?"

জয় কী বলবে বুঝতে পারছিল ন্P P! মনুষটা মিটিংয়ে যাছ্ছিল তাকে রোখেকে অসুস্থ অবস্থায় অ্যার্ৰুঁ্সে করে নিয়ে এল সেটা বলবে বা বোঝাবে কী করে? জয় ড দুকো। বেআইনি কাজকর্মঙ যথেষ্ঠ করে, কিন্তু মিথ্যে কথা বলার খুব তো দরকার পড়ে না। বেআইনি কাজটাজ তার নিজস্ব ওয়ার্ক-এথিক্স মেনেই করে। সিমির সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না জয়ের।

সিমি বলেছিল, "লেডিজ় পারফিউম আমি চিনি জয়। লিপস্টিক মার্কসভ চিনি। তা ছাড়া স্ত্রীরা আরভ অনেকভাবে বুঝতে পারে স্বামী তাকে কতটা ুরুত্ব দেয়। মময়েটl কে জয় ? কার জন্য সুতনু পার্ল সেট ককনে?"

জয় কোনও কথা বলছিল না। মাথা নিচু করে বসেছিল।
সিমি হেসেছিল সামান্য। দুর্বল, ক্লান্ত হাসি। বলেছিল, "ভালই তো। বাড়ির রান্নায় স্বাদ না থাকলে তো মানুষ রাইরে খাবেই। সুতনুর কোন কাজটা নিয়ম মেনে হয়?"

সিমি আর বসেনি ওখনে, সুতনুর কাছে গিয়ে বসেছিল। বসার ঘরের সোফায় আধশোয়া হয়েছিল জয়। ঠিক করেছিল আজ থেকেই যাবে। সেরকম ফোন করে জানিয়েও দিয়েছিল জগৎকে। তখনই শুনেছিল যে কেয়া ফেরেনি। শনিবার, এমন ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টির জঘন্য আবহাওয়া, এমন দিনে কেয়া এখনও ফেরেনি! ওর মরে হয়েছিল, নেলো কি ওর কাজটা করছে? সিমি ছেড়ে দিতত পারে, বৈরাগী মন নিয়ে দেখতে পারে পৃথিবীকে, কিন্তু ও পারে না। নেলো কী খবর দেয় ও শুনবে। তারপর দেখবে কী করতে পারে। রাতটা ওখানেই কাটিয়ে সকাল সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছিল জয়। আসার আগে সুতনুর সঙ্গে কথাও বলেছিল। আর আপ্বস্ত করেছিল যে, ধুলাগড় আর ডলার ছু’টোই সামলে দেবে।

বাড়িতে ফিরে একఫু আশ্চর্য হয়েছিল জয়। সাতসকালে এত সুন্দর পুতুলের মত্তে একটা মেয়ে কেন এসেছে কেয়ার কাছে? দরজার কাছে খুলে রাখা সাদা রঙের রেনকোটটার্কে জল ঝরছিল। জয়ের মনে হয়েছিল মেয়েটা নিডি। কৌতৃহল্টুর্য়ছিল জয়ের। এদিক-ওদিক
 চায় মেয়েটি। কেয়া থুব খুশি ক্রে বলািল মেয়েটার সঙ্গে আর মাঝে-মাঝে খড়ি দেখছিনার্রেয়েটাও হাসছিল। মেয়েটার হাসি দেখে বারবার ভোরবেলায় শিশিরের ফোঁট সাজানো গন্ধরাজের কথা মনে পড়ছিল। को যেন নামে কেয়া ডাকছিল মেয়েটাকে? ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে। অড্ডুত নাম। ब্লসম!

বুকপকেটের ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। মদন সরখেলের ঘুম-ভাঙা বিরক্ত মুখখর দিকে তাকিয়ে ফোনটা ধরল জয়। বলাইয়ের ফোন। মানে, খবর আছে!

বলাই বলল, "গুরু, থারাপ খবর আছে। সরি, কিন্তু कী করব? আমাকেই তো দিতে হবে!"

বুকটা কেঁপে উঠল জয়ের। খারাপ খবর ? কেয়ার খবর কি? জয়ের তো মনে হচ্ছিল কেয়া কোথাও বেরবে, না হলে অমন বারবার ঘড়ি

র্র্খছল কেন ? তা হলে কি নেলো বাঁশিকে ফলো করে কোনও কিছু দে:খছে?

বলাই বলল, "তিরিশ লাখ টাকা আর নেই জয়দা। শিবি লোক দিয়ে তুলিয়ে নিয়েছে।"
"কী?" চিৎকার করে উঠল জয়, "কী আবোল-তাবোল বকছিস ?"
"ஙাঁা, আজ একুু আগে। সায়েক্স সিটির কাছে।"
"দিনের বেলায় ? খোলা রাস্তায় ?"
"এমন ওয়েদার, রাস্তা তো প্রায় ফাঁকা। তখনই তোমায় বললাম, আমার তিনটে ছেলে নাও। এখন বোঝো!"

জয়ের হাত ঠান্ডা হয়ে গেল। এবার কী বল়বে সুতনুকে ? শামিমের কাছে তো বন্দুক ছিল। যারা এসেছিল, তারা কারা? শিবি কাকে পাঠিয়েছিল? আর শিবিই যে পাঠিয়েছ্নৈeroणার প্রমাণ?

বলাই আবার বলল, "আর একাক্টীছ্ছাট থবর আছে?"
জয় চুপ করে রইল। এমনু দ্যা দিনে আর কী খবর দেওয়ার আছে?
"নেলো ছোট একটা থর্বর দিয়েছে। জানি না কতটা গুরুত্ণূপূণ...তবে তোময় বলতে ইচ্ছে হল।"

জয় এখনও চুপ। আন্দুল রোড ধরে ছুটে চলেছে গাড়ি। বলাই সাবধানী গলায় বলল, "গতকাল রাতে নেলো বাঁশিকে দেখেছে। একাঁা জিনিস কিনছিল।"

জয় এখনও চুপ। সরৃথল আবার নাক ডাকছে। গাড়ির কাচে বৃষ্টির আঙুল টোকা দিয়ে চলেছে अবিরাম। যেন ডাকছে জয়কে, যেন যেতে বলছে ওদের সঙ্গে।
"জানো কী কিনছিল?" বনাই সাবধানে বলল।
কী বলতে চায় বলাই ? এত নাটক করছে কেন ?
বলাই সাবধানে মৃদু গলায় বলল, "কন্ডোম।"

বিষাণ, ২৯ জুন: সকাল

এই বৃষ্টিতে স্পেশাল সেল্স মিটিং! ওদের অফিসের কনফারেন্স রুহের কাচের জানলায় অবিরাম বৃষ্টির জল গড়িয়ে চলেছে। রুমের দিকে মুখ ফেরাল বিষাণ। বড় কাঠের টেবিল। তার চারধারে রাখা সব চেয়ার। খালি চেয়ার। মিটিং শেষ হয়েছে মিনিট দশেক আগে। यদিও মৃত সৈন্যের বেশি কিছু পার্ট ছিল না বিষাণের। ওকে তো বলেই দেওয়া হয়েছে যে, আর এক মাস ওর মেয়াদ। মাসে তিরিশটা ওয়াটার পিউরিফায়ার বিক্রি করা কি মুখের কথা ? এক-একটার দাম ন’হাজার প্চচো টাকা। বাজারে একই জিনিস কিছু কোম্পানি দেড় হাজার টাকা কম দামে দিচ্ছে। ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য, যারা কম দামে দিচ্ছে তদের কোয়ালিটি খারাপ। দামের জন্য এই কোম্পানি কখনজ কোয়ালিটির সঙ্গে সমবোতা করবে ন্ৰূ দাম কমানোটা কোনড অপশনই নয়। পিছনের সারিতে ব্র্ট্র এ্রসব ম্যানেজমেন্ট পলিসি আর সেল্স জার্গন শুনতে-শ্রেন্রেপ) বিরক্তি ষরে যাচ্ছিল বিযাণের। মনে হচ্ছিন, দিল্পির জেনারেক্রুম্যানেজারকে একবার গল্য়্রিনের মাসিম।, চেতলার বউদি, বি心িতলার মিসেস রয়ের কাছে নিয়ে যায়। ম্যানেজমেন্ট স্কুরের বিদ্যে চেটে সাফ করে দেবে। যেখান্ন একই মাপের প্রোডাক্ট কম দামে পাচ্ছে, অন্য ধরনের দেড়-দু’ হাজার টাকার পিউরিফায়ারে মার্কেট ছেয়ে গিয়েছে, সেখানে ওদের কাছ থেকে ওই দামে পিউরিফায়ার কে কিনবে ?

ম্যানেজম্মেন্টের বক্তব্য হচ্ছে, বিক্রি সব কিছুই হয়। করতে জনতে হয়। জিনিস বিক্রি করার আগে। নাকি মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রি করতে হয়। সেল্সম্যান যদি ক্লায়েন্টকক ইমপ্রেসই না করতে পারে, ভ। হরে সে প্রোডাক্ট নিয়ে এগোবে কী করে ?

আর এখানেই তো চার গোল খেয়ে যায় বিষাণ। ওর চেহারা ভাল। দেখতেজ আজ পর্যন্ত কেউ খারাপ বলেনি। গায়ের জোরের সঙ্গ নাকি


যেন নেতিয়ে থাকে ও। সেই জন্যা রোধ হয় ক্মম্রু কাছেও নিজোকে প্ৰौছ下 দিতে পারে না।

গতকাল থেকে কেবলই ঘুর্রেফ্রের কুমুর কথা মানে পড়াছ বিযাণের। গতকাল অমন কেন করছিল কুমু! বুঝ্তে পারছিল না ৷য বিষাণের কৃ इ言?

গতকাল কুমুর সঙ্গে অচেনা ছেলেটিকে দোথ বুকের ড্রিতরে আবার পুরন্ন দিন্নর স্টিম ইঞ্জিনেরা ফসফস শুরু করেছিন। বিষাণের মনে হচ্ছিন, ওর হাতের বড় কেকটা ছেনেটটর মাথয় বসিয়ে দেয়। কিন্তু অनা অন্নে ইচ্ছের মরো এতাঔ সামলে নিয়েছিন।
কাজের লোকদরর হাতে কেকটা ত্তনে দিয়ে বিতনুদের ড্রইংরুম বসেছিল বিষাণ। ব্যাগ থেকে কাগজপত্তর বের করে সেলস রিপোট্টা শেষ করায় মন দিয্যেছিন। ঠিক ত্থন অজু আর তার পিছনে ক্মম আর
 দিকে অকক্য়্য়িন্ বিষাণ।
 খাতপত্তর बের করেছিস?"
 আপফু-ডডট করে না রাথলে পুরো ঝাড় হর়ে যাবে।" বিষাণ কথাটা




 ছসিটা এক্দম বোক্ৰ-বোকা হয়ে গেল।

 শুননে মনে হয় চায়ের দোকনে টেবিলে-টটবিলে ডিশটোস্ট আর চা দিয়ে বেড়াস। তেকে বনেছিনাম, মনে নেই? কাল একবার তোকক

নিয়ে বরানগর যাব। লেখা আনতে।"
"আমাকে বলেছিলি?" অবাক হয়েছিল বিষাণ।
"কেন বলিনি ? ভুলে গেলি এর ভিতরে? আমি ঢপ মারছি?" অজু চোখ পাকিয়েছিল।

বিষাণ নিশ্চিত যে অজু বলেনি। কিন্তু ও এখন মানবে না। তাই আর কথা বাড়ায়নি। সোজা মেনে নিয়েছিল, "ও, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তবে প্রবলেম নেই। আটটা থেকে দশটা অবধি মিটিং, তারপর আমি ফ্রি। তুই আমার অফিসে চলে আসতে পারবি?"
"নট আ প্রবলেম। আন্টি তো বলেছে যে গাড়ি নিয়ে যেতে। না হলে এমন বৃষ্টিতে কে যাবে গুরু? বাই দ্য জয়ে, তুই কুমুর সেই অ্যাড্রেসে গিয়েছিলি ?"
"কোন অ্যাড্রেস ?" হঠাৎ করে অজু এমনভাবে প্রসঙ্গ পালটে ফেলেছিল যে থেই ধরতে পারেনি ও। কোন অ্যাড্রেসেব্রুলা বলছে অজু?
"আরে, এ তো দেখছি টোটাল স্টি! সেই গতকাল সকারে যেটা..."

অজু শুরু করলেও শেষটা ক্রুঁিল কুম, "লিভ ইট। ওর ইন্টারেস্ট নেই। ভকে যেতে হবে না

ও, সেই ব্যাপারটl? সকালেই তো এই নিয়ে কথা বলেছিল কুমুর সঙ্গে।

গত সাতাশ তারিখ সকানে পাড়ার মেড়ে কুমু আর অজুুকে দেখে অবাক হয়েছিল বিষাণ। কুমু তো কথাই বলছিল না ওর সঙ্গে। তা হলে হঠাৎ পাড়া অবধি এসেছে!

ও অবাক হয়েছিল, "তুমি?"
"কেন অপদার্থদের কাছে মানুষদের আসতে নেই? এই নাও একটা অ্যাড্রেস। এখান্ন গিয়ে দেখা করবে। এদের প্রাইভেট টিউটর দরকার।"
"এইজনা এএসেছ?" বিষাণ বিষঞ্ম হয়েছিল। এইজন্যই শুধু এসেহে কুমু?

কুমু একদৃষ্টিতে বিষাণের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "গ্যাঁ এখু এই জন্য। গাধা।"

অজু সেটার কথাই তুলেছিল গত সন্ধেবেলা। কুমুর রাগ সামলানোর জন্য বিষাণ বলেছিল, "তোমায় তো বলেছিলাম যে রোববার স.ক্ধেবেলা যাব। তুমি তো বললে 分ক আছে।"

কুমু সামান্য অপ্রস্তুত হয়েছিল। তারপর কোনও উত্তর না দিয়ে সুন্দর মতো ছেলেটার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হলে।

অজু বনেছিল, "কী কেস বল তো তোদের ? এই কুমু রাগ করূছে। এই সকালবেলা আমার হাত থেকে লেখার বাল্ডিল নিয়ে তোর কাছে যাবে বলে লাফাচ্ছে। আবার সন্ধেবেলা তোকে ঝাড় দিচ্ছে। কেস কী? তোদের কি তার কেটেছে?"

বাইরে বৃষ্টিটা বাড়ছে ক্রমশ। বিষাণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কুমু কেন এমন করছে? প্রোপোজ় করার সময় তো রীতিমট্রে অপমন করেছিল ওকে। এখন এমন করছে কেন?

এখন木 ওর ভাবলে অবাক লাক্পী সৈদিন কোন ভূতের খপ্পরে পড়ে যে কুমুকে প্রোপোজ করত্রে প্রিশ্যেছিল! এখনকার মতো মানসিক অবস্থায় থাকলে তো পারৎ

সেটা ছিল এগারোই মে। দিনটা স্পষ্ট মনে আছে বিষাণের।
একটা শূন্য বিকেল পড়েছিল একা। অজু কলকাতার বাইরে ছিল। এ ছাড়া বিশেষ বন্ধুবান্ধব কোনওদিনই ছিল না বিষাতের। বাড়িতেও ফিরতে ইচ্ছে করছিল না ওর। ऊধু কুমুর কথা মান পড়ছিল। ওর হাত দু’টো মনে পড়ছিল। টোল-পড়া থুতনিটা মনে পড়ছিল। .ককমন যেন সম্মোহনন পড়ে গিয়েছিল। পাঁজরের নীচে কে যেন টাইম বোমা ফিট করে দিয়েছিল। মরে হয়েছিল, এ বোমার সময়, ওর জীবান্রর নিয়ন্ত্রণ একমাত্র কুমুদ্বতীর হাতে রয়েছে। কী করে যে জর পা দু’টো ওকে টানতে-টানতে লেক গার্ডেস্স নিয়ে গিয়েছিল ও নিজেই জানে না।

এক-একটা দিন থাকে, যখন যা হলে ভাল হরে না, তা সহজেই হয়ে যায়। সেদিনটাও তাই ছিল। অতবড় প্রাসাদের মতো বাড়িটা প্রায়

পুর্রেটই খালি ছিন। সিঁড়িতে পা রেরেই হঠাৎ ঘ্াঁ করে উঠেছিিল বুকট゙। নীচে কাজের লোকের কাছে তো জেনেছে ক্মম একা আছছ। কিন্তু কুমুর কাছে গিত্যে কী বলবে? কুমু যা মেয়ে, यদি চড়-থাপ্ড় মেরে দেয় ? কিশ্শু মনেন আর-এক অংশ বে চিরকান ঝৃট-ঝামেলা পছছন্দ করে,
 যায় তে জানবি জীবনের সবচেচ়ে বড় সাফল্য পেনি।" বলছছিন, "রিষ্ক নিত্ভ শেখ বিষাণ। কতদিন ককেন্নোর মরো শরীর গुি্য়ে থাকবি? "

অজ్న বলে, "ड్হই বড্ড বাড় থve়ে যাস। নর্মাল থাকতে পারিস না?"
নর্মাল অবস্श্যায় তে মনুষ নর্মাল থাকবে! কিন্তু এমন একটা ঝলসানো বিকেল, এত বড় গাছ-৷,য়া নির্জন বাড়ি, ম্বপ্নের মডো একটা মেয়ে, এ कি বিষাণের মতো ছাপাষা মানুষ্যের কাছে নর্মাল ব্যাপার? এথন যদি আধcপটা থেয়ে দিন-কাটনো মনুষকে সেভেন
 বাধিয়ে বসবে না?
 করেছিন। মু:খর উপর এমনক্কু কু্মু রিজেকমন নিতে পারেনি ও।
 থেকে তখন ঢনু বেয়ে নামছিন সৃর্য। বেলে-যাওয়া আলোর কয়েকটা কুচি জড়ি়়েছ্রিল কুমুর গালে, গলায়।
"তুমি?" কুমু অবাক হয়ে তাক্কিয়্যিন ওর দিকে।
"光, আমি।" কীডাবে ঙরু করবে বুম্তে পারছিল না বিষাণ। পাঁ্ট ভুলে-यাওয়া অভিন্নেতার মজো দরদর করে ঘামছিল বিষাণ।
"মা তে নেই"’
"यদিও বলার ইচ্ছে ছিল না, তব্ না বনেভ থাকভে পারছ্ছি না। তোমায় আমার খুব ভাল লারে কমম। আমি তোমায় খুব পছন্দ করি। ডালবাসি। আমার সব কিছু গু লিত্যে যাচ্চ্।। তোমায় দেখলেই যায়। আমি কী করব?" বিষাণণর সমম্ত ডায়ালগ হ্যাe করে মনে পড়ে গিত্যেছিল।



 ना कীजাবে এসব বলয় হহ! आনম্মাঢ, काাবना !কা|थ|का!!"
তার পরের সাতদিন বাড়ির ট্য়নেটেই বেশির ভাগ সময় কাট্তত বিষাণ। সবাই ভাবে টয়়েটে ঘন-ঘা যাওয়া মানেই পেটের ব্যাদো। মনের ব্যামোতেও বে টয়েেেট একটা উপযুক্ত পারগেশন স্পট সেটা কেউ বুঝতে পারে না। ওখু কপিল একবার জিজ্sেস করেছেন, "আশ্মা, টয়েলেটে কী আছে বল তো? বেরন্নোর সময় প্রতিবার তোর ঢোখ দ'টটো

সেই কুমু এখন এমন করে কেন ? এই ভাল, এই খারাপ। মাথায় ছিট নেই তো? यदि বিষাণ ক্যাবলা, आনশ্মাঁ হয়েই থাকে তা হলে ও
 এসে যায় কুমুর?


 ওর। তারপর অবশ্য অনুষ্ঠানের তান কেটে গির্যেছিল। অসুস্থ সুতনুকে নিত্যে অ্যাম্নন্যাস্ করে ফিরেছো জয়। তারপর কারও পাট্টিতে মন ছিল ना।
রাতে ঝেরার আগগ বিষাণের সামনে অজুকে কুমু বঢেছিল, "ঋষভ আবার প্রেপোজ করেছে আমায়। কী করি বল তো?"
"আমার আর কিছু করার নেই!" সד্তোষদ্দা কনঝারেল্ রুুমে হুকে চেচচিয়ে বनल।
"অাঁ!?" ঘাবড়ে ঢেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে ব্যাগটা শদ্দ করে ঝেন্নল বিষাণ।
"বলছি, আমার আর কিছু করার নেই। দিল্পিওলাদ্দর বলেছিনাম,

তোকে রাখার কথা। বাট দে ওয়ান্ট ইউ আউট।" সন্তোষদার দুঃখের অ্যাকটিংটা ঠিক জমছে না।

বিষাণ মাথা নিচু করল, "ঠিক আছে। তুমি তো আগেই বলেছিলে।"
"বলেছিলাম?" সস্তোষদা এমন মুখ করল যেন মিথ্যে বলছে বিষাণ, "তা হবে হয়তো। এক মাস আছিস। তারপর তুই স্বীধীন। কমার্সের ছেলে হয়ে এসব লাইনে আসতে গেলি কেন ?"

বিষাণ মাথা নিচু করল আবার। কেন আসতে গেল তা আর অন্যদের বলবে কী করে? বেগার্স আর নো চুজ়ার্স। এখন ভাবে, পড়াশোনাটা यদি মন দিয়ে করত! তা হলে পথ বাছার স্বধধীনতা থাকত ওর নিজের হাত।
"কী আর করা যাবে? সামনের মাসটাও আছিস যখন, নিজের মতো থাক। ইচ্ছে হলে ফিল্ডে নামিস, না হলে ন্র্র্সিস না।" সন্তোষদা শেষের কথাগুলো বলে সন্তোষ প্রকাশ করে ঘক্টু?থকে বেরিয়ে গেল।

ঘরটা হঠাৎ শ্মশানের মতো নিক্ক্ লা লাগল বিষাণের। চেয়ার থেকে
 বরাহ্নগর যেতে হবে। ব্রুতে-ভাবতেই পকেটের ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা ধরল বিষাণ, "হ্যালো!"
"তুই কোথায় বিষাণ?" মায়ের গলা। তাতে সমস্ত রকম ভয় আর কষ্ট মিলেমিশে আছে।
"কी रয়়েছে মা?"
"দোয়েল," মা হাঁপাচ্ছে, "দোয়েল...দোয়েলকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে চন্দ্র। দোয়েল এক কাপড়ে বেরিয়ে রাজারহাটে ওর বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছে।"
"মানে ? মাথা-ফাটা নিয়ে ?"
"পথে নাকি ব্যান্ডেজ করিয়ে নেবে।"
"কী या তা বলছ? পথে ব্যাc্ডেজ করাবে মানে? দাদাই বা মাথা ফাটিয়েছে কেন ?" বিষাগ বিশ্ধস করতে পারছে না।

মা আবার বলল, "তুই তাড়াত্তাড়ি আয়, বড্ড বিপদ।"
"আসছি মা। কিন্তু আমি এলেই তো আর বউদি ফিরে আসবে ना।"
"শোন না। তোকে খুব দরকার। দোয়েল শাসিয়ে গিয়েছে যে, চন্দ্রকে পুলিশে দেবে। তুই আয়।"

ও সামলাতে পারে অবস্থা? জানলার দিকে তাকিয়ে রইল বিষাণ। ফোনের ওপারে বৃষ্টি নেমেছে। আর এপারেও বৃষ্টি এসেছে ঝেঁপে। সব কিছু ভীষণ আবছা লাগছে। কোনও পথ নজরে আসছে না।

রথী, ২৯ জুন: রাত

গাড়িটা ছোট আর পুরনো। তবে বর্ষান্ৰুক্ষেত্রে আদর্শ। জলে বন্ধ হওয়ার চান্স নেই। তাই তো এতে বৃৃ্রে নিয়ে যাজয়া হচ্ছে রথীকে। বাইরে বৃষ্টিট এVনও হয়ে চলেলের্পে দৈদে ওর মনে হয়েছিল, গোটা


আজ এই ছোট্ট গাড়িরার্টর নসে বাবার কথা মনে পড়ছে রথার। মায়ের কথাও মনে পড়ছে। দিদি, মুনিয়া, এমনকী নিজের ঘরের খাটটার জন্যাও মনখারাপ করছে। মনে হচ্ছে, যদি একবার ফিরতে পারंত ওখানে! মনে•পড়ছে ব্লসমের মুখটা। ওর কান্নাটা। ওভাবে কষ্ট পেয়ে চলে যাওয়াটা। কী এমন চেয়েছিল ও? রथী ওর জন্য এট্রকু করতে পারল না?

কিছু পারেনি রথী। ও একজন ব্যথ্ব মানুষ। একজন খারাপ মানুষ। ওর ইচ্ছে হচ্ছে আর একটা সুযোগ পেতে। আর একবার 刃ুরু করতে ইচ্ছছ হচ্ছে জীবন। যেখানে সব স্বাভাবিক মননুষেরা থাকবে। ভালবাসার জন্য ন্লসম থাকবে। যেখানে এমন বন্দুকের নল তাক করে থাকবে না ওর দিকে।
"কী রে ওয়োরের বাচ্চা? ভয় লাগচ্? ?" च্যাক-খ্যাক করে হাসল বলাই। মুখ দিয়ে কাঁচা মদের গন্ধ বেরচ্ছে ওর।

জ চুপ করে রইল।
" আচ্ছা, তোরা কী ভাবিস? সুতনু রায়ের টাকা ওড়াবি আর আমরা কেউ ধরতত পারব না?" বলাই কনুই দিয়ে খখাঁচা দিল রণ্থীকে। রথী কিছু বলল না। বলাই যে অবস্থায় আছে তাতে কেনও কথা ওুবে ना।

জীবনে নানা রকম ভ্ললভাল কাজ করেছে রথী; কিন্তু খুন করেনি কেন্ডদিন। ভকে হাতে বন্দুক ধরিয়ে একবার হাত-পা বাঁধা একজনকে গুলি করতে বলেছিল শিবি। রথী পারেনি। শিবি বলেছিল, "তোর দ্বারা এসব হবে না। ততার ভিতরে সেই জন্ত্রটা ,.নে।"

কিন্তু বলাইয়ের ভিতরে সেই জন্তুট আছে। ওর মুখ এই গাড়ির আবছায়ায় দদখা না গেলেও গলা দিঁয়ে জন্তুটা নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। রথী বুঝতে পারছে আজ ওর মৃত্যু নিশ্চিত। বলাই ওকে বাঁচতে দেবে না।
"দেখলি তো, শিবি যতই নিজ্রেক্টু রুস্তম ভাবুক, আমরা ওর বাপ। ওর চোদ্দোগুষ্টিরে একসঙ্গে পষíগে পাঠাব। কী ভেবেছিল, সব আরামসে করর বেরিয়ে যাবে aly মরা বসে-বসে দাঁত ক্যালাব ? আজ
 দ্যাখ।" বলাই হাতে ধরা প্লাস্টিকের বোতল থেকে গলায় মদ ঢালল। ছোট্ট গাড়ির ভিতর দমচাপা পরিবেশে জঘন্য গন্ধটা পাক খেয়ে উঠল। রথীকে এমন কিছু একটটা খাওয়ানো হয়েছে যাতে ও সব বুঝতে-শুনতে পেলেভ হাত-পা ঠিক নাড়াতে পারছে না। সব কেমন অসাড় লাগছে ওর।

আজ সকালটা যেভাবে শুরু হয়েছিল তাতে কিন্তু বুঝতেও পারেনি রাতটা এমনভাবে শেষ হবে!

সকালে বৃষ্টির মধ্যে ঠিক জায়গায় ৎ.পঁঁছনোর পাঁচ মিনিটের ভিতরেই একটা লাল গাড়ি এস্স ওদের ক্রস করে আরও দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখন থেকে একজন বেরিয়ে সামনের ঝোপের দিকে এমনভাবে এগিয়ে গিয়েছিল যেন পেচ্ছাপ করতে যাবে। লোকটার পিছনটা দেখে

চেনা-চেনা মনে হলেও চিনতে পারেনি বৃষ্টিতে লোকটা মাথায় ছাতা নিয়ে থাকায়।

গাড়িটা থামতেই রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো ছেলে দু’টো রথীকক হাত দিয়ে ইশারা করে দৌড়েছিল গাড়ির দিকে। রথী নিয়ে রাস্তা পার হয়ে পিছু নিয়েছিল ওদের। ছেলে দু’টো গাড়ির কাছে গিয়েই বন্দুক ব.বর করে পিছনের সিটে বসা ছু’জনকে নামিয়ে এনেছিল রাস্তায়। তারপর রথীকে বলেছিল, "ব্যাগটা পিছনের সিটেই আছে। নিয়ে কেটে পড়ো তাড়াতাড়ি।"

কিন্তু কেটে পড়া সহজ হয়নি। পিছনের সিট থেকে টাকার হলুদ ব্যাগটা তুলতে যেতেই সামনের সিট থেকে ড্রাইভার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর উপর। লোকটার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। রথীর একটা হাতে ব্যাগ থাকায় কিছুতেই এঁটে উঠছিল না ওর সঙ্গে। তার মধ্যে লোকটা ছুরি বের করার চেষ্ঠা করছিল। ব্ষীকে সাহায্য করতে আসা

 বুঝতে পারছিল কোনও অস্ত্র জis এমন কাজে নামা ঠিক হয়নি।

ড্রাইভার ছুরি বের করেবর্রেলেছিল এর মধ্যে। আর রথীর দিকে সেটা উঁচিয়ে চালাতেও গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তে জানলা দিয়ে একটা লাল শার্ট পরা হাত এসে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরেছিল ড্রাইভারের মাথায়। আর তার সঙ্গে রথী ঙেন্নিিল, "পালাও!"

ব্যাগটা নিয়ে প্রাণপণে দৃরে দাঁড়ান্না সাদা গাড়ির দি:কে గ্দাড়়েছিল রथী। গাড়িতে উটে স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ ছাড়তে গিয়য় পারেনি। চম<েক দেখ্খছিল, ওর পাশে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে সিটে বসে পড়়়ছিল সোই লাল শার্ট পরা মানুষটি। লোকটা বলেছিল, "চলো, পাল心, দেরি কোরো না।"

রথী গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। এর তো যাওয়ার কথা ছিল না ওর সঙ্গে! কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যে, ওকে বাঁচাতে গিয়ে লোকটা ঝামেলায় জড়িয়় পড়েছে। তাই ওকে বাঁচানোর দায়িত্নও রথীর। কিছ্রো গিয়ে ভাল

করে লোকটাকে দেখ্খেিল রথী। আর সজ্গে-সত্গ চিনতে পেরেছিল। আরে লোক কোথায়? আসলে চাপ দাড়ি আর মোটা গোঁফের জন্য এমন লাগছে। মাস-ছ’য়েক আগে তো কয়েকবার ওকে শিবির অযিসে দেখেছে রথী। তথন তো ক্রিন-শেভ্ন ছিল। আরে, এ যে শামিম!
"শুয়োর, কী ভেবেছিলি, শামিমকে আমাদের দলে গুঁজে দিত্যে সব কাজ হাসিল করে নিবি? ভেবেছিলি তোদের দলে আমাদের কোনও লোক নেই?" খিকখিক করে হেসে উঠল বলাই। হাত বাড়িয়ে ড্রাইভারকে মদের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে হেনান দিয়ে বসল।

প্রথমে রথী ভেবেছিল হাওড়া যাবে। কিস্তু শামিম গাড়িতে ওঠায় প্ব্যান বদলেছিল। বি কে পাল অ্যাভিনিউর কাছে শামিমকে নামিয়ে দিয়েছিল, তারপর গাড়িটাকে নিয়ে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউর একটা পার্কিংত়ে রেখে হেঁটে এসে মেট্রো ধরেছিল চাঁদনি থেকে। যতীন দাস পার্কে নেমে যখন হিমির কাছে পোঁছেছিলর্রিমি রান্না বসিয়েছিল সবে। ওকে দেখে বনেছিল, "ঝগড়া করার দ্যু দিন পেলে না ? এমন বর্ষায় কেউ ঝগড়া করে ঘর থেকে বের্রেৌ্? ? পাগল নাকি?"
রथী কোনও উত্তর দেয়নিব করে বসেছিল চৌকির ওপর।
হিমি বলেছিল, "সঙ্গে র্টেরেরে এোটা মাত্র ব্যাগই শুধু এনেছ দেখছি। এতে দু’দিন থাকার মতো জামাকাপড় আছে তো?"

প্রায় তিনটে নাগাদ ভাত দিয়েছিল হিমি। সঙ্গে মুসুর ডাল, পটলভাজা আর চুনো মাছের ঝাল। দিব্যি লাগছিল রথীর। এমন বৃষ্টির দিনে গরম খাবার, ভাবাই যায় না। সারাদিনের মানসিক ধকলের পর বিছানাটা খুব টানছিল রথীকে।

রथী বলেছিল, "আমি একটু শোবো? ঘুম পাচ্ছে। তবে তোমার থদ্দের এলে ডেকে দিয়ো আমায়, আমি ঘর ফাঁকা করে দেব।"
"খদ্দের?" হেসেছিল হিমি, "আজ আমার শরীর ভাল নেই। কাউকে নেব না। আমি পাশের ঘরে ছছেলের কাছে আছি। তুমি যত ইচ্ছে ঘুম্মোও।"

বিছানা মুম্বকের মতো টেনে নিয়েছিল রথীকে। একনিমেষে ঘুম এসে

জুড়ে বসেছিল চোেে। শুধু ঘুম আসার ঠিক আগের মুহুর্তে রথীর মনে হয়েছিল, হিমি তো চুনো মাছের ঝালটা খেল না!

আচমকা দেওয়ালে ধাক্কা লাগার মতো কষ্ট আর হতভম্ব ভাব নিয়ে ভেঙ্ডেছিল ঘুমটা। কারা জান চেপে ধরেছিল জকক। উপুড় করে শুইয়ে ওর হাত দু’টো বাঁধছিল পিছন দিকে। কে যেন পিছন দিক থেকে ওর ঘাড়টা চেপে ধরে ছিল বিছানার সঙ্গে। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে ওদের থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিল রথী। কিন্তু এক ফোঁটা জোর পাচ্ছিল না গায়ে। কী হয়েছে ওর ?

রথী চিৎকার করার চেষ্ঠা করেছিল। আরে! ওর মুখও কখন বেঁধে দিয়েছে এরা? কারা এসব করছে? কেন করছে? দু’জন আচমকা শোওয়া অবস্থা থেকে ধরে বসিয়ে দিয়েছিল রথীকে। আর ঘোর-লাগা চোথে, অশক্ত শরীর নিয়ে রথী দেখেছিন, দু’জন ষগামার্কা ছেলে ওকে খাটের উপর বসিয়ে রেথোছে। আব্রারর সামনে কোমরে হত দিয়ে হ্যারিকেনের ভুতুড়ে আলোয় দাঁ!íg \% রয়েছে ছনু!
 पুকিয়ে দিয়েছিল। ছানু ? ছান ক্রেক্রে দিয়ে বাঁধছে! সোমবার না ছুনু ওকে এখান থেকে করে নির্দিষ জায়গায় টাকাগুলো পৌঁছে দেবে কথা দিয়েছিল ! সেই ছানু এখানে ? হিমি কোথায় ? হিমির কোনও ক্রি হয়নি তো? ওর বিস্মিত চোৰের দিকে তাকিয়ে ছনু ফ্যাঁসফ্যাঁাসে গলায় বলেছিল, "শুয়োরের বাচ্চা, বেড়ালের চামচা। তোর টাকা ছ’মাস ধরে নিজের কাছে রাখলাম। তোর দায়ে তোর পাশে দাঁড়ালাম। আর শিবির কাছে দিলি আমার পুরিয়ার খবর ফেচকে? চল শালা, তোর যম অপেপ্মা করছে তোর জন্য।"

বাইরের সরু গলি দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে যথন ওকে বের করছিল ছানুর সঙ্গের ছেলেরা, ঘোলাটে ধোয়া-লাগা চোখ নিয়ে রথী দ্বিতীয়বার বিস্মিত হয়েছিল। ও দেত্ছেিল, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে হিমি।
"কী কাকা? घাবড়ে যাচ্ছ?" এবার নেলো কথা বলল।
"শোনো রথী ভাই, বেশি মাগিবাজি করনে, বিড়ি না খেলে, এমন ভাবেই লোকে বাঁশ দিয়ে যাবে, বুবেছ্? চেহারাই বানিয়েছ, বুদ্ধি একরত্তি হয়নি দেখছি! ছানু তো বলাইদার লোক। প্রথমে ছিল না অবশ্য। পরে হয়েছে। টাকা যেখানে শিবি প্পোঁছ দিতে বলত, সেখানে চপচাপ প্পাঁছে দিলেই হত। এতে ছানুর মততে মালকে জড়ালে কেন ? ছানু তোমার থেকে হিমির ঠিকানা পপয়ে ওকেও টাকা দিয়ে হাত করল। সেই হিমি খাবারে ওষুধ মিশিয়ে তোমায় কাত.করল। তুমি? বোকা ছেলে কোথাকার! তিরিশ লাখ নিয়ে যুধিষ্ঠির হয়ে শিবির কথা শুনলে। কেন, টাকাটা মেরে অন্য কোথাও পালাতে পারলে না? সত্যি, যে ছেলে মুখে গন্ধ হয় বলে বিড়ি খায় না, তাকে এভাবেই লাথ খেতে হয়, বুঝেছ?"

হিমিও? আবছায়া অন্ধকারে বসে হঠাৎ কষ্ট হল রথীর। হঠাৎ রথীর মনে পড়ল ব্লসমের মুখ। মেয়েটা তো সব্র্ছছড়ে দিতে বলেছিল। কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল শেষ কাজটা <্লীর ? মা মারা গিয়েছে অক্প বয়সে। তারপর থেকে একমাত্র জ্নৌী ওকে ভালবেসেছে। তার কথাই ও તুনল না? তাই কি ভগবান্র এক এমনভাবে শাস্তি দিল?

আর হিমি এমন করল সঙ্গে ? মাছটা কেন হিমি খায়নি বুঝতে পারছে রথী। হিমিই না একদিন বাঁচিয়েছিল ওকে?

বলাইয়ের লোকদের তাড়া খেয়ে যে টিনের দরজা দেওয়া চৌকো জায়গার ভিতরে নিজেকে ছুড়ে দিয়েছিল রথী, সেটা আসলে ছিল কমন বাথরুম। শ্যাওলা মেঝে, স্যুঁতস্যঁঁতে দেওয়াল আর পুরনো টোবাচ্চা-সমেত ঘরটায় দুকে ও দেখেছিল শুধুমাত্র গামছা পররে একটা মেয়ে বসে রয়েছে সাবান হাতে। রথী হাঁপ-ধরা গলায় বলেছিল, "আমায়...ওরা...খুন করবে...বাঁচান...প্লিজ়..."

চৌবাচ্চার ভিতরে অকে লুকিয়ে হিমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল দ্রুত। কিছু জিজ্জেস করেনি। বাথরুমের দরজা পিটিয়ে যখন বলাইয়ের লোকজন চিৎকার কর্木ছছল, হিমি শুধু সামান্য কাপড়ইুকু পরে ওদের মুখোমুখি হয়ে ভাগিয়ে দিয়়ছিল ওঢ্দে। নিজের প্রাণের মায়া করেনি।

এমন হিমিও টাকার বিনিময়ে ঙককে ধরিয়ে দিল? মাথা নিচু করল রথী। কাকে মননম বিশ্ধাস করবে তবে?

বলাই বলन, "মালটাকে কিন্তু হেভি চমকোছ বল? তিরিশ লাখ শালা বাপের জন্মে দেথেছে, যে হজম করবে ?"

নেলো হাসল, তারপর বলল, "যাই বলো বলাইদা, সেই রাজারহাটের ফাঁকা মাঠে এই দুর্যোগে না নিলেই চলছিল না মালটাকে? আরামসে গলাট কেটে টালি নালায় ভাসিয়ে দিতাম। কোনও ল্যাঠা থাকত না।"

বলাই সামনে-বসা ড্রাইভারকে বলল, "ওরে হারামজাদা বিনা পয়সায় পেয়েছিস বলে আর মাল টানিস না। এবার অ্যাক্সিডেন্ট করবি।" তারপর নেলোকে বলল, "শোন, রাজারহাটের নিউ টাউনের ফাঁকা মাঠ আমাদের পয়া জায়গা। রাতে মাল নিয়ে যাও, মাঠে নামাও, দানা ক্ফরে ফেলে চলে এসো। জয়দার প্রিয় জায়গা ওটা। ওর সঙ্গে থাকতে-থাকতে আমারও ওটাই প্রিয়।"
"জয়দা?" নেলো হাসল, "বাঁশি খোপরি জ্রলে গিয়েছে এক্দম। আম্পে এএই টাকাটা কি আমদের ফেরত দিতেই হবে ? চলো না মেরে পার্"
 হচ্ছে না ঠিকমতো। তার ভিতর দিয়েও রথী দেখল নিউ টাউনের রাস্তা দিয়ে হু-হ করে গাড়ি ছুটছে। নেলো গাড়ির সামনের সিটের পিছনে পকেট মতো জায়গা থেকে রিভলভার বের করল। কির-কির শব্দে ছ’ঢা চেম্বার ঘুরিয়ে হাসল। বলল, "বহুদিন পর... নার্ভাসস লাগছে।"

বলাই বলল, "চিন্তা নেই। দু’টো বুকে আর দু’টো মাথায়।" তারপরই ড্রাইভারকে বলল, "আস্তে চালা। মাল টেনে হুঁশ নেই তোর?"
"হৃঁশ"" ড্রাইভার ছেলেটা হাসল, "ভয় পাচ্ছ কেন বলাইদা? মাল খেলেও হাত স্টেডি আছে।"

বলাই বলল, "চোপ শালা, পাশের লেনটায় কাজ হচ্ছে। এই লেনটাই খোলা ওধু। সাবধানে চালা।"

ড্রাইভার হাসল, তারপর পিছননে ফিরে বলল, "তুমি বলাইদা এমন

ডরপপাক যে..."
ড্রাইভারের কথা শেষ না হতেই, "দেখে..." বলে আচমকা চিৎকার করে উঠল নেলো।

রিফ্লেক্সে নিজেকে যতটা সম্তব গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যথ্র হল রथী। বলাই কুঁকড়ে গিয়ে ভয়ার্ত গলায় চিৎকার করল, "এই..."

সামনে জোরালো একটা আলো দ্রুত কোনাকুনি হয়ে ঘুরে এসে মারল ওদের ছোট্ট গাড়িটার ডান দিকে। সব তালগোল পাকিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। গাড়িটা লাফিয়ে উটে হাওয়ায় পাক খেল, তারপর বাতিল দেশলাই বাক্সের মতো ছিটকে পড়ল রাস্তার কোনায়। গাড়ির পিছনের কাচের শিল্ডটা ভেঙে ছিটকে পড়ল দুরে। গাড়ির দেওয়াল তুবড়ে এল ভিতর দিকে। একটা ভীব্র যক্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল রথীর মাথায়। অসাড় হাত-পাগুলোয় যেন সাড় ফিরে এল আচমকা। রথী দেখল, গাড়ির পিছনের কাচ দিয়ে ওর শরীরটা অর্র্রেক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। বাকিরা কই? ঘাড় নাড়াতেও যেন লা৷?। সারা শরীরে যন্ত্রণাটা তীব্র
 আসছে মুখে। দূরের লাইটপে আলোগুলো উলটে গিয়ে কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। মাথার্ট্রুভতরের ঘরে কারা যেন আলো নিভিয়ে দিচ্ছে একে-একে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রথীর। বুক ভেঙে যাচ্ছে যেন। মর্চের পর্দা কে যেন নামিয়ে আনছে। এই কি মৃত্যু? এভবেই কি মৃত্যু আসে?

রথী শুয়ে রইল বৃষ্টির নীচে। চোথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ওর মনে হল, এ আসলে মৃত্যু না ছুটি? এবার কি তবে হ্লসমের কাছে যেতে পারবে ও?

জয়, ২৯ জুন: রাত

খুন একটা পদ্ধতি। একটা বিজ্ঞান। নির্দিষ্ট কিছু ধাপ পরপর ঠিক মত্ো না সাজালে খুন প্রক্রিয়াটিকক পূণ রূপ দেওয়া যায় না। বিশেষ করে এমন একটা খুন।

জয় আড়চো,থ পাশে বসা বাঁশিকে দেখল। এমন খবর পেয়েও ছেলেটা কানে ইয়ারয়ান গুঁজ একমনে গান ওুনে চলেছে ! হাতে ধরা মোবাইনটা থেকে গান ওই তার ব্যেয়ে পৌৗঁছ যাচ্ছে কানে। মোবাইনটার বোতামে নীল আলো জ্লে রয়েছে। গাড়ির অন্ধকারে অম্ভুত লাগছে আনোট। জয় জানে, মোবাইলটা কেয়া দিয়েছে বাঁশিকে।

লোকটার নাম ছিল মর্নোহর। কেউ-কেউ বলত মন্নাহরণ। বাংলা. গুজরাতি, কন্নড়. তামিল আর হিন্দিতে অনর্গল কথা বলে যেতে পারত লোকটা। একটা ছছাট্ট ঘরে থাকত এই মর্লুহর। আর ঘরের অর্ধেকই ছিল নানা দেবয়েবীর ছবিতি ভর্তি। প্রিহর একাহারী ছিল। রাতে কোনওদিন রুটি-ডাল আর কোন খেত। কোনও নেশা করত সময় পেলে গ্রহনক্ষত্রের ছবিওলা মোটা-মোটা বই পড়ত লোর্ট্রু।
উত্তরপ্রদেশের ছোট এক গ্রাম একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির হয়ে কাজ করতে গিয়ে জয়ের আলাপ হয়েছিল মানাহরের সঙ্গে। কী করত লোকটা তা জানতে পারেনি জয়। আর সেই উনিশ বছর বয়সে জানতে ইচ্ছেও করেনি। শুধু, সৌম্যদ্শন মননুষটার প্রতি একট। অদ্তুত টান অনুভব করত জয়। ফ্যাক্টরি কন্ট্ট্রাকশনের প্রতিদিনের কাজ শেষ হলে ও পায়ে-পায়ে চলে যেত মনোহরের কাছে। নানারকম গক্প শুনত। উপদেশ শুনত। মনোহর ওকে বলত শক্ত হতে। বলত, জয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল ওর আগে-পিছে কেউ নেই। বলত, এই না থাকাটাই জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে ওকে। বলত, জয়ের মধ্যে অন্য একটা মানুষকে দেখতে পায় মনোহর। অসম বয়স হলেও দু’জনের মধ্যে অদ্যুত এক বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আর এই মনোহরকেই ফাাক্টরি

কনস্ট্টাকশনের প্রায় শেষ পর্যায় একদ্দিন আচমকাই অন্য রূপে দেখে ফেনেছিল জয়।

মনোহরের ছোট্ট ঘরের দরজাটা সেদিন ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না। তাই অন্যদিনেের মতো টোকা না দিয়েই দরজা ঠেলে সরাসরি ভিতরে पুকে গিয়েছিল জয়। আর ছুকেই থমকে গিয়েছিল। দেথেছিল, নিজের ছোট্ট চৌকির উপর ছাঁটু মুড়ে বসে মনোহর একটা বন্দুক পরিষ্কার করছে।

দরজার আওয়াজে মনোহর ঘুরে তাকিয়েছিল। জয়ের চোখ যেন আটকে গিত্যেছিল মনোহরের অష্కুত সুন্দর দু’টো চোখে। দৃষ্টিবঞ্ধন। পায়ে-পায়ে গিয়ে জয় বসেছিল মনোহরের সামনে।

মনোহর হেসে বন্দুকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল জয়ের দিকে। ঠান্ডা ধাতুটা ধরে হাত কেঁপে গিয়েছিল জয়ের। তবু হাত থেকে বন্দুক নামিয়ে রাখ্খেনি
 এমন একটা কিছু থাকলে আর কেউ বে ম্র মনে হবে না কোনওদিন।

মনোহর ওর মৃদু কিন্তু ছন্দোময়ুুষ্র বলেছিল, "এটা লুগার। নাৎসি পিস্তল। পুরনো, কিন্তু খুব মস্ৰুআাম বহুদিনের বন্ধু।"

"আমি?" अদ্ভুতভবে হেসেছিল মনোছর, "আমি কনট্র্যাক্ট কিলার। পয়সা নিয়ে খুন করি। সামান্য দূরত্ব থেকে গুলি করে মানুষ মেরে ফেনি। এটাই আমার পেশা।"

জয় অবাক হয়ে দেখেছিল মনোহরকে। কেউ এত স্বাভাবিক গলায় এমন একটা কথা বলতে পারে? এমন সাধুসন্তের মতো জীবন কাটায় যে মানুষটা সে কি না একজন খুনি!
"তোমার ভয় লাগে না?" জয় অ<াক গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।
মনোহর বন্দুকটা পরিষ্কার করতে-করত্ত বলেছিল, "প্রথম যখন মানুষ মেরেছিলাম তখন আমার বয়স তোমারই মতো। মানুষটাকে মেরে, গর থাঁাতলানো মাথা দদখে গা গুলিত়় উঠেছিল আমার। ভয়ে হাত-পা জমে গিত্যেছিল। কিছুক্ষেের জন্য যেন ভুলেই গিত্যেছিলাম

যে পালাতে হবে। যখন পালালাম তখনভ ভয় পিছ్ু ছাড়়েনি। কেবলই মনে হচ্ছিল, সবাই সব জেনে যারব। এই বৃঝি পুলিশ আসবে। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর কোথাও আমি সেফ নই। খুম আসছিল না আমার। বই উলটো্ছিলাম, কিন্তু পড়তত পারছিলাম না একটা শক্দভ। ফ্যানের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিলাম সারারাত। আর বমি পাচ্ছিন ভীষণ। গা পাক দিয়ে পেটের সব বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু পেটে কিছ্ञ ছিল না যে বেরবে। অনেক কষ্টে ঘুম এসেছিল আমার, পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখ্েছিলাম পৃথিবী নিজের মতোই চলছে। কোথাও কোনও বদল নেই। কোনও তফাত নেই অগের দিনটার চেয়ে।"

জয় বন্দুক হাতে বসেছিল চুপ করে। ওর কেমন অদ্ডুত লাগছিল। এমন মানুষ তোও আগে দেখ্খেন।

মনোহর বলেছিল, "ভগবান তোময় সৎবুদ্ধি দিন। এমন কাজ য়ন


 তোমার থেকে মানুষটার দূরত্তুন এমন হয়, যাত্ত তার গায়ের রক্ত


বাঁ দিকের সিটটা বড্ড কাছে। এখান থেকে গুলি করলে. বাঁশির রক্ত ছিটকে এসে লাগবে জয়ের গায়ে। ওকে গাড়ির থেকে নামিয়ে মারভে হবে।

বাঁশি গান শুনে যাক্ছু এখনভ। বৃষ্টির শব্দঙ হরয়া চলেছে অবিরাম। দু’পায়ের মাঝে রাথা হিপ ককস থেকে খানিকটট হইইপ্রি গলায় ঢলল জয়। ও জানে ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালানো উচিত নয়। কিন্তু আজ নার্ড স্টেডি রাখতে গেলে ওকে এই আগ্নেয় তরললের সাহাযা নিতে হরে। কারণ খুন তো জীবন্ন আগে করেনি।

না, করেছে। সেই ঢোদ্দে বছর বয়সে একবার একটা হত্যা করেছিল বটে জয়। মামর বাড়ির পাশে টুলি বলে জরই বয়সি একটা মেয়ে থাকত। রোগা, ফরসা, আর অష্যুত সুন্দর মুখের একটা মেয়ে। জয়ের

খুব ভাল লাগত টুলিকে। ওর এই মামার বাড়ির কঠিন জীবনের ভিতর টুলিই ছিল ওর আনন্দ।

টুলির স্কুল যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত জয়। ওর স্কুল থেকে ফেরার পথেও দাঁড়িয়ে থাকত। নানা ছুতোয় לুলিদের বাড়িতে যেত। לুলির ঠাকুরমার ফাইফরমাস থেটে দিত। ছাদের উপর রাখা টুলিদের পায়রার খোপগুলো পরিষ্কার করে দিত। টুলির সবচেয়ে প্রিয় লকা পায়রাটার জন্য এনে দিত লাল-নীল রিবন। ওঢ্দর গাছ থেকে সুপুরি পেড়ে দিত জয়। পুকুরে ঘটিবাটি ডুবে গেলে তা জলের গভীর থেকে তুলে এনে দিত। প্রয়োজনে কেরোসিন তেলও ধরে দিত। আর এসব কাজের ফাঁকে ও দেখত টুলিকে। ছাদের পাচিলে বসে চালতার আচার খাওয়া টুলি। টেবিল ল্যাস্পের আলোয় মাথা নিছু করে অঙ্ক করা টুলি। সরস্বতী পুজোয় বাসন্তী শাড়ি পরা ঢুলি। বৃষ্টির দিনে ভেজা ফ্রের ভিতর থেকে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা টুলি...

এই সব দৃশ্যের সামনে কতবার যে গিয়েছে জয়। কত রাত যে

 কেঁঁদেছে একা-একা।

তারপর একদিন, এক দুগ্গাপুজোর ভোরে, টুলিদের বাড়ির ছাদে নুলির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জয়। সমস্ত দ্বিধা, ভয় আর লজ্জা কাটিয়ে ও উুলিকে বলেছিল, "চুলি, ইুলি আমার খুব কষ্ট হয়। অমি তোমায়..."
"সমীদা, ওই সমীদা এসেছে!" টুলি জয়কে কথা শেষ না করতে দিয়েই ছদের অন্যদিকে দোড়ে গিয়েছিল।

সমীদা। টুলির দাদা রূপঙ্করের বন্ধু। লম্বা, কালে।। টুলি সমীদাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছিল! সারাটা পুজো টুলি সমীদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াল সেবার। আর দুর থেকে জয় মরে গেল একদম।

বিজয়ার সন্ধেবেলা পাড়ার সবাই ঠাকুর নিয়ে ভাসানে গেলেও জয় গেল ন।। বরং সক্ধে একাু গা় হলে ও গিয়েছিল ঢুলিদের বাড়ি। ইুলিকে দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব। সারা বাড়ি ঘুরে টুলিকে কোথাও না

পেয়ে ছাদে উঠে গিয়়েছিল জয়। আর দেখেছিল, নিঝুম ছাদে পায়রার খোপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানে। টুলির উপর জুঁকে আছে সমীদা। দু’জনেই যেন ছায়ার তৈরি। যেন দু’জনেই আর এই পৃথিবীতে নেই। জয় দেখেছিল, টুলি দু'হাত দিয়ে ধরে রেথেছে সমীদার পিঠ আর সমীদার হাত ধরে রেখেছে টুলির নরম শরীর। মুম্বনবদ্ধ দু’জনের মাঝে নিজেকে বড্ড ছোট আর বোকা মনে হয়েছিল জয়ের। মনে হয়েছিল, যেন চুরি করে पুকে পড়েছে অন্য কারজ জীবনে।

অসহায়তাই কখনও-কখনও রাগের জন্ম দেয়। সারারাত শরীরে লাভা ফুটছিল জয়ের, মনে হচ্ছিল টুলি ভীষণ অন্যায় করেছে। ওর শাস্তি পাওয়া দরকার। জয়ের ভালবাসাকে গুরুত্ম না-দেওয়ার শাস্তি।

ভোর থাকতে-থাকতে দুলিদের বাড়ি চলে গিয়েছিল জয়। টুলিদের পিছনের ভাঙা পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে নিঃশব্দে উট্ঠ গিয়েছিল


 চিনত জয়কে। জয় পাখিটার্রু র্তিতে রেখে আলতো করে দু’টো হাত দিয়ে ধরেছিল গলাদ্ম心র চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল গত সন্ধেবেলাট।। দু’টো শঙ্ঘলাগা ছায়া। বিদ্যুৎ বয়ে গিয়েছিল জয়ের শরীর দিয়ে। জ চোখ বন্ধ করে নিমেষে মুচড়ে ছিঁড়ে এনেছিল টুলির প্রিয় লক্কার গলাটা। গরম রক্তু ছিটকে লেগেছিল গর মৃ:থ, শরীরে। তখন
 হত্যা করতে হয় দূর থেকে।

তবে সে-হত্যার থেকেও আজকের হত্যা অনেক গন্তীর। সেদিন সমীদাকে মারতে চায়নি জয়; কিন্তু আজ বাঁশিকে মারতে চায়। তাই সমন্ত রকম সতর্কতা নিয়ে ও এসেছে। জয় জানে, সতর্কতা যে-কোনও পদ্ধতির অঙ্গ। আর খুন একটা পদ্ধতি। একটা বিজ্ঞান। নির্দিষ্ট কিছ্ৰ ধাপ পরপর ঠিকমতো না সাজালে খুন প্রক্রিয়াটিকে পৃর্ণরূপ দেওয়া যায় না। বিশেষ করে এমন একটা খুন।

সেদিন গাড়ির ভিতরে বসে বলাইয়ের ফোনটা কেটে ঝুম হয়ে বসেছিল জয়। একই সঙ্গে এমন দু’টো খবর ! তিরিশ লাখ টাকা উধাও। আর বাঁশি কন্ডোম কিনছে। পরের দিনই না কেয়ার সঙ্গে বাঁশির কোথায় যেন যাওয়ার কথা আছে ? কোথায় যাবে ওরা ? কোনও রিসট্টে ? কোনও হোটেল-রুম ভাড়া নেবে ? জয়ের সারা শরীরে পেট্রোল ভরে কেউ যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, বাঁশির মাথাটাও সেই পায়রার মতো ছিঁড়ে নেয়। এত বড় সাহস কেয়ার সঙ্গে শোবে জানোয়ারটা ! এর ফল ভোগ করতে হবে বাঁশিকে। নিমেষে কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিল জয়। ঠিক করে নিয়েছিল, বাঁশির চরম শাস্তি।

আবার বেজে উঠেছিল ফোন। বলাই। ও বলেছিল, "আরে কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোন কেটে দিলে কেন ? শোনো, টাকাটার ঐ্রকটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে..."
"মনে? কী বন্দোবস্ত ?"
"কেন, আমরাও তো ফিল্ডি? লাগ্থির্থি। ওটা নিয়ে চিন্তা কোরো না। বরং ওই বাঁশির ব্যাপারটা..."○
"কিম্ছু করতে হবে না। যা র্রেরার আমি করব।" জয় গঙ্টীর গলায় বলেছিল।
"তুমি?" অবাক হয়েছিল বলাই, "তুমি কেন ফালতু ঝামেলায় জড়াবে?"
"এটা আমকেই করতে হবে বলাই। এই নিয়ে অন্য কাউকে ভাবার দরকার নেই।"
"ঠিক আছে," বলাই যেন নিরাশ হয়েছিল একদু, তারপর বলেছিল, "তবে সন্দেহের বশে হুট করে কিছু কোরো না। থ্রোজখবর নিয়ে নাঙ আর একটু।"

ছঁঃ, খোঁজখবর! আর তার আগেই বাঁশি বিছানায় নামিয়ে ফেলুক কেয়াকে। বলাইকে আর কিছ্ন না বলে ফোন কেটে দিয়েছিল জয়। ভেবেছিল, টাকাটা নিয়ে যখন ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলাই বলেছে, তখন আর তা নিয়ে অসুস্থ সুতনুকে বিব্রত করবে না। আর বাঁশির ব্যাপারটা

নিয়ে আজকেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে ও।
সেই মতো সব সাজিয়েছে জয়। মিটিং থেকে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে প্রথমেই ঘুমন্ত কেয়ার পাশ থেকে আলতো করে ওর মোবাইলট। নিয়ে তার ভিতরের সিমকার্ডটা খুলে ভেঙে ফেলেছে। যাতে াঁশশ কোনওরকম যোগাযযাগ না করতে পারে কেয়ার সঙ্গে। এর পর নিজের বন্দুকটা বের করে ভাল করে পরিষ্কার করে, গুলি ভরে, ছোট্ট ব্যাগে ভরে নিয়েছে। তারপর অ,পক্ষা করেছে। বাঁশিকে জালে তোলার সময়ের জন্য অ:পক্ষ। করেছে।

বাঁশির ফোন নম্বর আগের থেকেই ছিল জয়ের কাছে। জয় ঠিক রাত ন’টা নাগাদ একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে ফোন করেছিল বাঁশিকে। জয় সাধারণত ফোন করে না। তাই জয়ের ফোন পেয়ে খুবই আশ্চর্য হয়েছিল বাঁশি। অন্তত বাঁশির গলা শুনে ,তো তাই মনে হয়েছিল।


 ভাই।"
"অ্যাক্সিডেট্ট? কীভার্থে ফোনের এপাশ থেকে চিৎকার করে উঠেছিল ধাঁশি।
 আছ?"
"আমি जে এয়ারপোর্টের কাছে আছি। এক আগ্পীয়য়র বাড়িতে এসেছি।" বাঁশির গলাটা বিভ্রান্ত ハশানাচ্ছিল।
"এয়ারপৌর্ট!" এক মুহ্র্ত সময় নিয়েছিল জয়। এত দূর ! ভকে ত। হলে এই ভারী বৃষ্টির ভিতরে অতটা ঠ্যাঙাতে হাব? কিন্তু এখন তো আর পিছিয়ে আসা যাবে না। জয় বলেছিল, "আমি কাছেই আছি, মধ্যমগ্রমম। সঙ্গে গাড়ি আएছ। আমি আসছি। তুমি একটু যাবে ভাই আমার সঙ্গে?"
"নিশ্চয়ই! এ আবার বলতত? আমি এক নম্বরের সামরে গিতয়

দাঁড়াব। জয়দা, আপনি ওথান থেকে আময় পিক-আপ করে নেবেন, কেমন ? বাই দ্য ওয়ে কী হয়েছে? কোন নার্সিংহোমে ভর্তি আছে?"

জয়, যেন তাড়া আছে, এমন গলায় বলেছিল, "নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় ভর্তি হবে জানি না। পড়ে গিয়ে মাথায় লেগেছে। জ্ঞান নেই। শোনো, এর বেশি ঠিক জানিি না। আমি আসছি, তুমি একটু কষ্ট করে এক নম্বরে এসে দাঁড়াও।"

ফোনটা কেটে এবার বলাইকে ধরেছিল জয়, "কী খবর ওথানের ? টাকা কত দূর?"

বলাই চাপা গলায় বলেছিল, "কাজ চলছে, শেষ হলে জানাব। টেনশন নিয়ো না।"

দোকান থেকে বেরিয়ে গলায় হুইস্কি ঢেলেছিল জয়। টেনশন হচ্ছিল খুব। নার্ভটা শক্ত রাখা দরকার। ও জানত যে, বাঁশি কেয়াকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু মোর্রেইলে পাবে না। তা ছাড়া বাড়িতে ল্যান্ডলাইন নেই জয়ের। তাই ফ্রিচ্চিত ছিল যে কেয়াকে আর যোগাযোগ করত্তে পারবে না বাঁস্রি(1)
"আপনি এমন ড্রিঙ্ক করবেল্রা।"
 ইয়ার ফোন খুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলল কথাট।।
"কেন?"
"এমন খারাপ ওয়েদার। রাস্তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তাই বললাম আর কী। জানি দিদির জন্য আপনার টেনশন হচ্ছে। তবু ড্রিঙ্ক না করাই ভাল। আচ্ছা, দিদির ফোনটা নট রিচেব্ল বলছে কেন?"

জয় বলল, "আমি কেমন করে বলব? চলো, তারপর দেখা যাবে।"

কাজি নজরুল ইসলাম সরণি থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে গাড়িটা রাজারহাট নিউটাউন্নের দিকে নিয়ে নিল জয়। এটা ওর পছন্দের জায়গা। অন্ধকার, নির্জন। বাঁশিকক এখানেই কোনও মাঠে ওইয়ে দেবে।

নিউটাউনের রাস্তায় গাড়ি ছোটাল জয়। বৃষ্টিটা যেন বাড়ছে খুব।

ডান দিককের দরজা আর সিটের মাকেে প্গঁজা রয়োছে ছেট্টে ব্যাগটা। ওর ভিতর রয়েছে বন্দুক।

অতি বৃষ্টিতেই কিনা কে জানে, রাস্তাঘাট শুনশান। সব ক’টা স্ট্রিটলাইটও জ্বলছে না। তবু জোরে গাড়ি ছছাটাল জয়।
"জয়দা একটু আস্তে," বাঁশির গলায় ভয়, "একটু আस্তে চালান। জানি, দিদির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কিন্তু এভাবে চালালে তো..."
"চোপ শুয়োরের বাচ্চা!" হিসহিসে গলায় বলল জয়, "দিদি? আমার সামনে দিদি আর পিছনে..."
"কী বলছেন জয়দা?" বাঁশি ঘাবড়ে গেল খুব।
"ন্যাকা না শালা ? হারামিপনা হচ্ছে? অজ শুয়োরের বাচ্চা ,তাকে আমি..." রাগের বোমটা দুম করে ফাটল জয়ের মাথায়। ↔ পাশের ব্যাগটার চেন ধরে টান মেরে সেটা খুলতে গিয়ে ফসকাল আর ঠক করে


 স্টিয়ারিংয়ের উপর নিজের জ্রুর পাশে। মাথা তুলে রাস্তা দেখতে গিয়ে ব্রেরের বদলে অ্যাক্কি্ডূরেরেটেে পা পড়ে গেল জয়ের। গাড়িটা বোঁ করে ঘুরল, তারপর একই লেরেন উলটো দিক দিয়ে আসা একটা ছোট্ট গাড়িতে কোনাকুনি গিয়ে ধাক্কা মারল জোরে।

ছাদটা আজও নিঝুম। আজজ দু’টো ছায়। চুম্বনবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। পাতলা একফালি চাঁদ দ্বিধা নিয়ে মুখ বাড়িয়েছে আকশের কোণ থেকে। ছায়া দু’টো কিছুতেই ছাড়ছে না একে অপরকক। জয় চিৎকার করে উঠল,"‘টুলি, আমায় ছেড়ে যাস না টুলি! টুলি তুই..." জয় দেখল ছায়ার জোট ভেঙে একটটি মেয়ে এগিয়ে এল ওর দিরে। ছায়া সরে গিয়েছে তার মুখের উপর থেকে। জয় দেখল, কোথায় টুলি? এ তো কেয়া!

অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার আগে জয় বুঝল, আর কোনওদিন কেয়াকে দেখতে পাবে না ও।

বিষাণ, ২৯ জুন: রাত

বহুদিন পর স্কুটার চালাচ্ছে বিষাণ। হাত একাঁ কাঁপছিল প্রথমে, কিন্তু এখন স্টেডি হয়ে গিয়েছে। শুষু একটাই চাপ যে সঙ্গে লাইসেন্স নেই৷। অবশ্য এত বৃষ্টিত কী-ই বা হবে? পুলিশদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই এমন ওয়েদারে রাস্তায় বেরিয়ে লোককে লাইসেন্স চেক করবে।

তবে এভাবে স্কুটার নিয়ে আসতে ইচ্ছে ছিল না বিষাণের। কেন অন্যের গাড়ি নিয়ে আসবে? यদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়? তখন তার ড্যামেজ চার্জ কে দেবে? একেই তো এই চাকরিটা গেল। ভবিষ্যতে কী হবে, কে চাকরি দেবে ওকে, কে জানে!

বৃষ্টিটা ঝেঁপে এসেছে। রেনকোট ভেদ করে জলের ছ্ছঁচ গায়ে ফুটছে ওর। রাজারহাটের ভিতর থেকে বেরিয়ে নিউটাউন অর্বি আসতেআসতে রেনকোট থাকা সত্ব্বেও একদম জ্রিজ্রু গিয়েছে বিষাণ। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে খুব। শালা, আজ কধ্ধু ্রুঘ দেথে যে ঘুম ভেঙেছিল। মায়ের ফোন পেয়ে যে কী অস্ধস্বি@ रবে বলে অজু গাঁইতুই করছ্ছি বিক্তু বিষাণ শোনেনি। দোয়েল চন্দ্রকে
 গৃহবধু নির্যাতন্নে কেসগুলো খুব জটিল হয়। পুলিশে ধরলে একদম বাঁশ হরয়ে যায়।

বাড়ির দরজার কাছে মা দাঁড়িয়েছিল। ফররস। মনুষটার মুখ লাল হয়েছিল টেনশনে। চন্দ্র ছোট থথকেই মনুমের সক্গে খারাপ বাবহার আর মারপিট করে রাস্তার ঝামেলা ঘরে টটনে আনভে ওস্তাদ। বাবা বেঁচে থাকলেও এসব ঝপ্প্পাট বারবার সামলেছে ম।। বিষাণণর মনে হয় চন্দ্রর এমন হওয়ার পিছনে মায়ের প্রশ্রয়ড় কিছুট্রা দায়ী। তবে বুড়ো বয়সে মায়ের এই অশান্তি !পাহান্নার ,কোনভ মান্ন ,নেই।

বিষাণকে দেখ্খই মা কাঁদতত শুরু করেছিল। বিষাণ দু’হাতে মায়ের দু’টো হাত ধরে জিজ্ঞেস করররছিল, "কী হয়েছে মা? को করে এসব হল?"

মায়ের চে|খ দিয়ে দরদর করর জল বেরচ্ছিল। তার ভিতরেণ মা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলেছিল, "চন্দ্রটা আর মননুয ন্নই। একদম জানোয়ার হয়ে গিয়েছে।"
"কেন? आমি যখন বেরলাম তখন তো ঠিকই ছিল সব। जা হলে ?" বিষাণের অবাক লাগছিল খুব। অবশ্য এ বাড়িতে চন্দ্রর কৃপায় আবহাওয়া বদলাতে সময় লাগে না।

ও মাথা 方ন্ডা রেথে মাট্তিতে হাটু গেড়ে মায়ের কাছে বসে বলেছিল, "মা, ঠিক করে শুধু ঘটনাটা বলো। অন্যগুলো বাদ দাও। কারণ তুমি তাড়াতাড়ি না বললে আমি কোনও ব্যবস্থা নিতে পারব না। তাই সংক্কেপে গুছিয়ে বলো।"

মা অবস্থাঢা বুঝেছিল এবার। তারপর যতটা সষ্তব নিজেকে গুছিয়ে निয়ে বলেছিল, "সকলে ডিমের অমলেট দিয়ে পাঁউরুটি থেতে চেয়েছিল চন্দ্র। আমার হাত,জাড়া ছিল, ম্র্র্ন্ন জই অন্নকদি,ন্রর খবর

"আঃ, তারপর?" বিষাণ বিরহ্ঞু@য়ৈঁিল।
"ও", মা আঁচল দিट়ে চোর আবার মুছেছিল, "দোয়েল পঁউরুটট
 পেঁয়াজটা বেশি। তাই..."
"মানে? নুন কম, লঙ্কা-পেঁয়াজ বেশি। এর মানে?" বিষাণ অবাক रয়েছিন।
"চন্দ্রর সসটাতেই তো রাগটা হায়েছিল," মা আবার কান্নর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিষাণের অবাক আর বিরক্তি একই সক্সে এর্সেছিল, "লঙ্কাপেঁয়াজ বেশি, নুন কম তাতেই মাথা ফাটিয়েছে ? এমন ছছলের গালে দু’টো থাপ্রড় বসাতে পারোনি ? এ তো জানোয়ারেরঙ অধম!"
"না, মানে," মা ইতস্তত গলায় বলেছিল, "সারা সপ্তাহ খাট।খাটনি করে তো। রোববারও যদি ঠিক মতো ব্রেকফাস্ট না করতে পারে..."
""তা বলে মাথা ফাটিয়ে দেেবে?" এ কেমন যুক্তি ঠিক বুঝতে পারছিল না বিষাণ।
"नা, মনন..." মা চন্দ্রর স্বপক্ষে কী বলবে যেন বুঝতে পারছিল ना।
‘অজ তো বউদি তোকে বলেনি, মারামারি আটকাতে গেলে চন্দ্র কেমন করে বৌদিকে মেরেছে," কপিল ফুট কেটেছিল মাঝখা়ে।
"কী?" বিষাণ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। চচ্দ্র মাকেও মেরেছে? আর সেটা মা এতক্ষণ বলেনি! এত পুত্রম্নেহ! ধৃতরাক্টের ফিমেল এডিশন!

বিষাণ এক মুহূর্ত দঁাড়ায়নি আর। ছিটকে ঢুকেছিল চন্দ্রর ঘরে। একটা হেস্তনেন্ত করা খুব দরকার। বিষাণ মন শক্ত করে চন্দ্রর ঘরে ঢুকেও হঠাৎ থমকে দঁঁড়িয়ে পড়েছিল। এ কী দেখছে ও? এ কোন চন্দ্র ?

চন্দ্র বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। চুল এরোমেলো। মুথটা মাথার বালিশে গেঁজা। পিঠটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। একটা চাপা শব্দের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বিষাণ অবাক হয়ে জুত্খছিল চন্দ্র কাঁদছে। আর অম্মুটে গোঙানির মতো শব্দে বলছে, প...মা..."

মাথায় রক্ত-পড়া অবস্থা নিয়ে কেফ্য়ীতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছে। মা বারণ কর্রে শোনেনি। বলেছে চন্দ্রকে জেলের হাওয়া খাইয়ে ছাড়বে। বিব্ছু দুপুরবেলা পৌঁছেছিল দোয়েলের বাড়ি। বাস পালটে, অটো ধরে যখন দোয়েনের বাপের বাড়ি পৌঁছছছিিল, বিষাণের শরীরের গোটাটাই ভিজে গিয়েছিল।

বিষাণের টেনশন হচ্ছিল খুব। এ বাড়িতে দোয়েলের বাবা-মা আর দাদা-বউদি থাকে। সবাই খুব ভদ্রমানুষ। কিস্তু মেয়ের এমন অবস্থা হয়েছে দেখলে তারা কীভাবে রি-আ্যাক্ট করবে ভগবান জানে। অবশ্য তাদেরও তো দোষ দেওয়া যায় না। সত্তিই থুব অন্যায় করেছে চন্দ্র। আর দোয়েল যতই চলে আসতে চাক মায়েরও ওকে এ অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরতে দেওয়া উচিত হয়নি। বিষাণের খুব খারাপ লাগছিল। সারা জীবন ওকেই এই সমস্ত অস্বস্তিকর ঘটনার সামনে পড়তে হয়। নোংরা করবে চন্দ্র আর পরিক্কার করবে বিষাণ। দোয়েলদের কলিংবেলে হাত দিতে পর্যন্ত লজ্জা লাগছিল বিষাণের। ভয়ও লাগছিল। কোন মুতে

দাঁড়াবে ও দোয়েলদের বাড়ির লোকের সাম/ন ? কী বলবে গোয়েলকে? যে, এখন চন্দ্রর অনুতাপ হচ্ছে? এখন চন্দ্র ক্লাস ভয়ানের বাচ্চার মত্তা কাঁদছে? কাঁদলে, অনুতাপ করলেই কি সব দোষ স্থালন হা়় যায়? সব খারাপ কাজ মাফ হয়ে যায় ? দোয়েলকে কী বলবে বিষাণ ? কোন অজুহাত দেবে?

দরজা খুলেছিল দোয়েলের বউদি। তারপর বিষাণের দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বলেছিল, "তুমি খবর পেলে কী করে? দোয়েল তো বলল কাউকে জানায়নি ?"
"মানে?" ভাষ্যাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল বিষাণ। বলে কি মহিলা? কী জানায়নি? দোয়েল কী বলেছিল? বিষাণ উৎকণ্ঠার সঞ্গে জিজ্ঞেস করেছিল, "বউদি কোথায়?"
"দোয়েল? নিজের ঘরে। রেস্ট নিচ্ছে।"
"কে গো বউদি?" বিষাণ দ্দায়োলের গাক্রুর্নছিল পিছন্ন।


 তুমি খবর পেলে কী করেো আমার রাস্তায় একটা দোকানের চালায় লেগে মাথা ফেটে গিয়েছে? দ্যাঢো তো, কিচ্চু হয়নি, আর তখন থেকে বাড়ির সবাই অস্থির হয়ে উঠেছছ।"
"না, অস্থির হরে না," দোয়েনের বউদি কিচিরমিচির করে উত্ঠেছিনি, "চन্দ্র যদি শোনে বাপের বাড়ি আসার পথে এমন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আর কোনওদিন এভাবে তোকে এখানে একা আসতে দেবে? তুই এমন ছেলে মানুযের মতো কথা বলিস না মাঝে-মাঝে!"

বিষাণ কিছু বুঝতে পারছিল না কোন নাটকের অভিনয় চলছে সামনে। ও একবার দেয়েলকে দেখছিল আর একবার দোয়েলের বউদিকে দেখছিল। এক অদ্রুंত পিংপঙের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিষাণ।

বউদি বনেছিল, "তা বিষাণ তুমি খবর পেলে কী করে যে দোয়েলের মাথায় চোট লেগেছে ?"

বিষাণ কিছু বলার আপেই দোয়েল বলেছিল, "আরে, ওকে আমিই তো ফোন করেছিলাম। এয়ারপোর্টের কাছে এসেছিল। বলল, আমায় দেখে যাবে।"
"তাই বলো!" বউদি হাঁপ ছেড়েছিল। তারপর বিষাণকে বলেছিল, "তা যেমন ভিজে এসেছ, জ্র এসে যাবে। যাও স্নান করে নাজ, দু’টো ভাত খাবে।"

বউদির গলা শুনে দোয়েলের পিছনে বাড়ির অন্যান্যরাও বেরিয়ে এসেছিল। সবাই বিষাণের কর্তব্যজ্ঞান দেখে ও চন্দ্র, দোয়েলের মাথা ফেটে গিয়েছে বলে ব্যাকুল হয়ে পড়বে জেনে খুশি মনে ঘরে চলে গিয়েছিল। শুধু বিষাণ খুশি হতে পারছিল না।

স্নান সেরে খেতে বসার আগে দোয়েলকে ঘরে একা পেয়েছিল বিষাণ। মাথায় ব্যান্ডেজ করা দোয়েলকে নিস্তেজ লাগছিল খুব। মুখচোখে ক্লান্তি আর কষ্ট এক সঙ্গে ফুন্রেরেবরচ্ছিল। বিষাণ জিজ্ঞেস করেছিল, "ত্মমি তো জেল, পুলিশ অ্ঞক কথা বলে এসেছিলে। তা হলে এসব কেন? দাদা সত্যিই অ্ৰে্পীয়ী করেছে। শাস্তি তো পাওয়াই উচিত।"

হেসেছিল দোয়েল, "ব䦾 মায়ের বয়স হয়েছে বিষাণ। দাদা-বউদির কোনও সন্তান হন না, সেই চিন্তায় দু’জনেই কষ্টে আছে। তার উপর यদি জনে আমারও এমন অবস্থ, তা হ,লে ? ত.তামার দাদা কেন এমন করে জানি না। হয়তো আমায় পছন্দ নয়। হয়তো ভিতরে চাপা কোনজ দুঃখ আছে। মানুষকে কি চট করে খারাপ বলে বাতিল করা উচিত? আমার মাথা ফাটেনি, একটু গভীর করে কেটেছে। কাল রেগে গিয়ে পুলিশ-টুলিশ বলেছিলাম। তারপর পতে আসতে-আসতে ভাবলাম, "কী হবে রাগটা বয়ে বেড়িয়ে? এত তুচ্ছ কারণে আমি সবাইকে কষ্ঠ দেব? শুধু নিজের জন্য বাবা-মা’র চিন্তা আরও বাড়িয়ে দেব?"
"কিন্তু তা বনে অন্যায় সহ্য করবে?"
"এটা অন্যায় সহ্য করা হলে, তাই। কিন্তু কী করব, আমার যে এমনটাই করতে ইচ্ছে করছে। তোমার দাদা যেমনই হোক, তাকে তো

ভালবাসি আমি। কনিকের একটা ঘটনা সম্পর্কটাকে মিথ্যে করের দেবে? এই যে আমি এলাম আর তুমি খ্ৰাজ নিতে এলে, সেটা কিছ্ৰ না? তোমরা আমায় যে ভালবাস, বুঝি না? জীবনে অসঙ্গতি থাকবেই। কিন্তু यদি ভুলচুকগুকলো ছছাটবেলার মতো ইরেজ়ার দিয়ে মুছে নেওয়া যায়, দেখবে মোটের ঙপর জীবনটা ভালই। একটা রাগের মুহ্ত্ত দিয়ে গোটা মানুষকে বিচার ন। করাই ভাল।"

স্কুটারটা পুরন্না। ববশি স্পিডও তোলা যাচ্ছে না। লম্বাচওড়া বিষাণের শরীরট। দোয়েলের বেঁটেখাটো দাদার ওয়াটার প্রুফ পুরোটা ঢকেইনি।

আসলে এই দুর্যোগে বিষাণকে আর আসতে দিতে চায়নি দোয়েল। কিন্তু বিষাণই জোর করেছে। তার আগে অবশ্য মকে ফোন করে চিন্তার কিছু নেই তা জানিয়েও দিয়েছে। সন্ধেবেলা তো দোয়েল ফোন্ন কথাজ
 দোয়েল ভাল বলে অক্চের উপর দিয়ে
 মনে একটু হতাশই হয়েছে যোু ৷িতই কাঁদুক, চন্দ্রর একদু শাস্তি হভয়া উচিত ছিল।

রাস্তাটা একদম নির্জন। রাতে না খাইয়ে ছাড়েনি দোয়েনরা, তাই দেরি হল বেরতে। অবশ্য বৃষ্টির ফ্যাক্টরটা বাদ দিলে দেরিটা তেমন কিছ্জ নয়। নির্জনতা খুব একটা খারাপ লাগত়ু না বিষণণে। আর এমন নির্জন, একা অবস্থায় इঠাৎ ওর কুমুর কথা মনে পড়়ে যায়। মেয়েটা টিউশনির জন্য যেখানে যেতে বলেছিল, আর যাওয়া হল না। আরঙ্ত রেগে যাবে কুমু। সত্যি কুমুর কাছে একের পর এক দোষ করে যাচ্ছে ও। কিল্তু কী করবে? অবস্থা এমন তৈরি হছ্ছে যে উপায়ও তো থাকছে না। সেই যে কুমু ওর উপর রাগ করে মুখ দেখবে না বলেছিল, তাত্ই বা কী করার ছিল বিষাণের ?

আনন্দী আন্টির বাড়িতে আর-একট্ট পার্টি ছিল সেদিন। যথারীতি লাবানা বেশি ড্রিঙ্ক করে উলটোপালটা বকতে শুরু করেছিল। সবাই

বারণ করেছিল আর ড্রিঙ্ক করতে। কিন্তু লাবানা শুনছিল ন।। আরও মদ খাচ্ছিল। একসময় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। এক কোনায় দাড়ান্না বিষাণকে কোনওমতে বলেছিল, "বাথরুম।"

বিষাণ প্রায় কোলে করে বাথরুম নিয়ে গিয়েছিল লাবানাকে। বিষাণের জামা ধরে বমি করেছিল লাবানা। বমির পর সারা শরীরের ভার লাবানা ছেড়ে দিয়েছিল বিষােের উপর। লাবানার ঘাড়ে-মুখ্য জল দিয়ে বিষাণ ওকে ধরে-ধরে এনে বসিয়েছিল ছোট একটা ঘরে। তারপর বিশ্রাম নিতে বলে চলে আসতে গিয়েছিল আর তথনই একদম আচমকা বিষাণকে এক হ্যাঁচকায় নিজের কাছে টেনে এনে ঠোঁট কামড়ে চুমু খেয়েছিল লাবান।। সেই ভেজা স্ব!দ। আ্যালকোহলের গন্ধ। জিভ। দাঁত। ভাল লাগছিল না বিষাণের। জামার উপর দিয়ে লাবানার নখ গেঁথে বসছিল ওর শরীরে। বিষাণের মাথাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহুর্ত পুরো পাথর হয়ে গিয়েছিল

সংবিৎ ফিরতেই নিজেকে লাবনন্পে থেকে উপড়ে নিয়ে এসে


লাবানা কেন এমন করেছ্হি দ্রাণ জান্ না। সেদিনের পর লাবানা এ নিয়ে মুখ খোলেনি কখ্রু৷ এমন ভাব করেছিল যেন কিচ্মু হয়নি। আর কুমু তারপর কেনঞ কারণ ছাড়াই ওকে অপমান করেছিল। মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চায়নি। বলেছিল, "অপদার্থ একটা। আর কোনওদিন আময় তোমার মুখ দেখাবে না। আর কোনওদিন আস়বে না আমার সামনে।"

বিষাণ ভেবেছিল জিজ্ঞেস করে, আমায় তো তুমি ফিরিয়েই দিয়েছ কুমু। তা হলে? এত রাগ কেন অন্য মেয়ে আমায় ধরলে? বাতিল জিনিসের উপর কীসের জন্য তুমি অভিমান করো ?

বিষাণ বোঝেে, সবার ভিতর একটা কপিল থাকে। এক লক্ষ প্রশ্ন থাকে। বোঝে পৃথিবীতে উত্তরের চেয়ে প্রশ্ন বরাবরই বেশি।

একাু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বিষাণ। কিন্তু আচমকাই প্রায় মাটি ফুঁড়ে একজন সামনে এসে পড়ায় তড়িঘড়ি ব্রেক কষল ও। রাজারহাট

নিউ টাউন্নে এই রাস্তাটায় আজ পরপর বেশ কিছু স্টিট্রিইট অকেজো হয়ে আছছ। দু’টো লেনের একটা বক্ধ করের দেওয়া হয়োে রাস্তার কাজের জন্য। অनাটা দিয়েই যাম্ছিল বিষাণ। তা ছাড়া পুরনো ক্কুটরটার হেড নাইটও ঠিক মতো আানা| দিচ্ছে না। জব্ডিসের রুগির মতো ম্যাট্মেটে
 পाए़नि।
লোকট। লম্ব। কালো। অঞ্ধকরে মুথটা স্পষ্ট না দেথা গেলেে বিষাণ বু及ল नোকটা টলঢছ ভীষণভাবে। মাতাল নাকি? কিস্তু এমন বৃষ্টিতে কোনও মাতা আসবে কী কার?
বিষাণ ম্রুটর থেকে নেমে এগির্যে গেন। আরে, একী! আঁতকে উঠল বিষাণ। লোকটার গায়ে রক্ত? তাল করে দেখল বিষাণ। সর্বনাশ। এ ৷ে ভয়ংকর কাঙ! অ্যাক্ষিডে্ট!
বিষাণ ললাকটাক ধরন, "কী হয়েছে? হয়েছে আপনা? ?"
 বলঢত। অসীম মনের জোর বলে মু বলাছ।
বিষাণ দেখল দু’টো গাড়ি আছে একাু দৃরে। .ছোট গাড়িটার


 নোকটর পিছনে গিল্যে গাড়ির 心িতরে বুঁকল বিযাণ। ড্রাইডারের সিটে বসা মননষটার অর্ধেক শরীর রাস্তুয়, অর্ধেক , ভেরের। আবছা আলোয় দেখল মাথাট ঝফটেছো রক্ত বেরচ্ছে। লোকট। বলল, "বের করতে...সাহাय্য...বেঁচে আছে..., ববঁচে..."
বিষাণ নিছু হয়ে লোকটাকে টেটে বেে করল গাাড় ণ্থকে। আর তথনই চিনতে পারল। আরে জয়দ!
"জয়া!" " বিষাণ ডাকল।
উত্তর নেই।
"আপনি...আপনি চেনেন?" লোকটা ईঁপাচ্ম বেশ।
"অন্য গাড়ির কাউকে চেক করেছেন ?"
"আমি...জানি না...জয়দাকে বাঁচাতে হব.ব...কেয়াদি...ককয়াদি..."
বিষাণ নিমেষে ঠিক করে নিল কী করবে। কোনও গাড়ি গেলে আগে সেটাকে থামিয়ে জয়দা আর এই লোকটিকে হাসপাতালে পাঠারে আর তারপর ফোনে আনন্দী আন্টিকে যোগাযোগ করে হেল্প নেবে। আনন্দী আন্টির কানেকশন খুব ভাল। তবে আগে যে-কোনও গাড়ি দরকার। কিন্তু রাস্তায় গাড়ি কই? বিষাণ দ্রুত আনন্দী আন্টিকে ফোন করে সব ঘটনা সংক্ষেপপ বলল। আনন্দী বলল যে পুলিশকে খবর দিচ্ছে। ফোনটা রেথেই দুরে একটা গাড়ির হেড লাইট দেখল বিষাণ। মাক! কিন্তু অন্য গাড়িটা ? ওটাকেও তো দেখা কর্তব্য।
"আপনি ওই গাড়িটাকে আটকন। আমি এ দিকটা দেখছি।" বিষাণ জখম লোকটাকে সামনে থেকে ধেয়ে আসা গাড়িটা দেখিয়ে বলল, তারপর নিজে দৌড়ল অন্য গাড়িটার দিকের্রু

অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না স্প, $\mathrm{S}_{6}+$ রে। ছোট গাড়ির ভিতরটা



"শুনছেন? শুন্ছেন?" বিষাণ ডাকল।
ওদিকে গাড়িট। এসে দাঁড়িয়েছে। তার হেডলাইটের আালোয় চারিদিক এখন কিছুটা স্পষ্ট। ছোট গাড়ির ভ্রিতরটা দেখল বিষাণ। একজন কি নড়ছে? ওই পিছনের সিটের মধ্যিখানের মানুষটি? যে গাড়ির পিছনের ফাঁক দিয়ে অর্ধেক বেরিয়ে রয়েছে রাস্তায় ?

পেছনের ভাঙা উইন্ডশিন্ড দিতয় ল্লাকটাকক পুর্রাটা টোন বের করল বিষাণ। মুখ্খের একটা দিক ক্ষ্তবিক্ষ্ত হয়় গিরয়াছছ। চোখটাs ফোলা। ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। তবু মানুযটা নড়ছে। ছা心 ক্রেলে কিছ্ বলেত চাইছে।

ওদিকে দাঁড় করান্না গাড়ির ঢললক আর জখম লোকটটা মিলে জয়দাকে তুলছে গাড়িতে। এ লোকটাককও নিতে হবে। ত্小র ঙাগ্গi

লোকটা কী বলতে চাইছে সেটা শুনাত হবে একনরর। অন্তত শোনর চেষ্টা করতে হবে।

লোকটটর মুখট। এমন হয়় আাएছ যে, চেনার উপায় ,ননই। তবু নড়তে থাকা টোঁটটর কছে কানটা নিয়ে গ.গল বিষাণ। শুনল লে।কটটা বল!ছ, "টাকা...হলুদ ব্যাগ...টাকাটা গাড়ির ভিতরে...বের কর্র...নিন। ...লেক গার্ডেন্স...."

টাকার ব্যাগ? বিষাণ গাড়ির ভিতর দেখল। ভই তো পায়ের কাছে। হলুদ রঙেরই ত্তা মনে হচ্ছে। বিষাণ ব্যাগটা নের করল। রক্ত লেগে একটা দিক চাটচাট কর়ছ।
"আপনার ব্যাগ এটা?" বিষাণ नিচ় হয়্য় জি,জ্ভস করল।
 ওকে ডাকছে। য়তে বলছে।
 কাছছ।
"আমর....শীৗঁছছ দে?বর্ন...অ.নেক...টা...দরকারি...পাপ..."
"কার তাকা? কোথায় প.প্রাঁছ দেব ?"
গাড়ির ড্রাইভার আবার ডাকছে। লোকটাকক নিয়ে আসতে বলছে। বিষাণ দ্বিধায় পড়ল। नিতে গিয়ে থদি অজ্ঞন ছ!য় যায়? থ্যাততলানো
 এও যদি না বাঁচচ ? কথাটা তো জানাই হ, বে ন।।

বিষাণ দদখল লোকটার ঠোঁট নড়ছে আবার, "‘অনেক টাকা...লেকগ ার্ডেন্স...বলবেন...বলা.বন... রায়...রায়...সু...সুতন্. রায়। টাকাটা... সু... সুতনু রায়ের।"

তারপর ঠঠাঁট দু’টো স্থির হয়ে গেল।

মাথার উপর দিনের আলোর ছাতা বন্ধ করে আনছে সন্ধে। তিনদিন বৃষ্টির পর আর বৃষ্টি নেই আজ। পশ্চিম আকাশে আহত মোষের মতো কিছু মেঘ পড়ে রয়েছে আর তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে চরাচর। আজ বড় অন্যরকম একটা হাওয়া বইছে কলকাতায়। ভিজে জড়োসড়ো গাছেরা যেন নড়ার সাহস পাচ্ছে আস্তে-আস্তে। লেকের মাঝের ওই দ্বীপখজটায় ছায়া আজ অন্য কিছুর সংকেত পাঠাচ্ছে। হাওয়াজ বয়ে আনছে অন্য ইশার।। কীসের সংকেত পাঠাচ্ছে এই হাওয়া? ওই দ্বীখখণ্ড ? এই সাহসী গएপালারা? কী কথা ওরা বলতে চাইছে মানুষকে?

প্রশ্ন। গোট। পৃথিবীটই আসলে নানা প্রশ্নের সমধ্টি। যেন একটা গোলকধাঁধার ভিতর রাখা আর একটা গোক্কককেধাধা। এই সব প্রশ্নসমষ্টির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কপিল। খীন যেমন তাকিয়ে রয়েছে এই আবছা হয়ে আসা দিনের দিহককী একটা দিনের শেষ দেখলে কি বোঝা যায় তার শুরুটা কেমন গ্রিল? বোঝা যায়, এক একট। নত়ন
 ভঠে? নার্সিংহোম। অ্যক্সিডেন্ট। এমার্জেন্স। ত়িনটে শব্দ আর বিষাণের ফোন নিয়ে আজ 刃ুরু হয়েছিন দিন। বিষাণ কাউকে যেতে বলেনি তব্ অদম্য কৌতূহল নিয়ে সন্টলেকের সেই নার্সিংহোমে ছুটেছিল কপিল। বৃষ্টি সকাল ছ’টায় থেমে গিয়েছিন। তবু স্থির জম। জল নিয়ে শহরটাকে রাংতায় মোড়া মনে হচ্ছিল।

নার্সিংহোমে প্পাঁছে অবাক লেগেছিল কপিলের। এত পুলিশ! টিভি ক্যামেরা! আর তারা প্রশ্ন করছে বিষাণকে! এদেরও এত প্রশ্ন জমা থাকে? কাদের ভর্তি করা হয়ে!ছ? জয়? রথী? এরা কারা? বিষাণ রাস্তার ক্য্যাক্সিডেন্ট থথকে এদের কীভাবে উদ্ধার করে এনেছে?

পুলিশ আর বিষাণকক ঘিরে থাকা লোকজ্গনদের ভিতর কৌতৃহলবশত নিজেকেঙ গুঁজে দিয়েছিল কপিল। বিষাণ ইশারায় যথাসম্ভব দূরে

থকতত বলেছিল। তবু কপিল শোনেনি। ঘটনাটা ওর জানতে ইচ্ছে করছিল যে ভীষণ!

ও শুনছিল, রথী নাম লোকটির সঙ্গে যে তিনজন ছিল, তারা নাকি সমজবিরোধী! অ্যাপ্সিডেনেে তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। শুনছিল রথীও জেল ৷থেকে ববরিয়েছে দু’-চার দিন হল। পুলিশ সন্দেহ করছে, কোনভ অসৎ উদ্দেশোই তারা রাত্রিবেলা বেরিয়েছিল। কিন্তু কী উদ্দেশ্য তা জানার উপায় ,নেই। রথীর অবস্থা সংকটজনক। আটচপ্পিশ ঘন্টার আগে বলা যাচ্ছে না কিচ্চু।

ও শুনছিল জয়ের কথাও। লোকটি নাকি মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। এর অবস্থাও ভ়াল নয়। তবে বেঁচে যাবে। দু’টো গাড়ির ধাকার জায়গা থেকে দু’টো বন্দুকও পাওয়া গিয়েছে। যদিও বন্দুক দু’টো কার জানা যাচ্ছে না। প্ৰলিশ এখন আহতদের জ্ঞান আসার অপেক্ষা করছে।
 মহিলার সঙ্গে বাস্সছিল জগৎ। মহিলপ্কাদছিল খুব। কিছ্ত বলছিল
 যুক্ত? জগৎ কখনজই বাড়ির ক্রা বলে না বিশেষ।
 গলায় আবছাভাবে বলছিল, "এত সন্দেহ? শেষে বাঁশি...একবার জিজ্ঞেসও করল না আমায়...বাঁশি লুক্য়ে়ে বি!য় করেছিল...ভদের নত্রন ঘর ঠিক করে দেব বলেছিলাম...ডার ভাবল...ভর সঙ্গে আমার...তাই মারতে গেল? আমি কেন অন্য কাউকে...বাবুই নেনই...ভ ছাড়া কে আছে আমার? জ এত অবুঝ্ঝ...রাগ এভাবে কেউ দেখায়? .কেন বুঝল না আমার কষ্টটl? কেন...মামু, কেন ? জয় কেন সন্দে করত আমায় ? কেন বুঝত না যে ওকে কত ভালবাসি ?"

এত প্রশ্ন ! না বোঝার প্রশ্ন! আর לুকরোটুকরো কথাগুলো কী-ই বা বলতে চায় ? সম্পূণ হচ্ছে না। কিচ্ছু সম্পূণ হচ্ছে না। পাশের সোফায় আর একজন মহিলা ও সুন্দর ফুলের মতো একটা মেয়ে বসে কাঁদছিল। ওরা কার বাড়ির লোক? রথীর নিশয়ই। হাঁ, রথীরই जো। পুলিশ

এসে ততে জিজ্ঞেস করেছিল，＂আপনার। রথীর বাড়ি থেকে আসছেন তো？＂

মহিলাটি বলেছিল，＂হাঁা，আমি ওর দিদি．．．আর．．．＂
＂আমি হ্লসম। রথীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা আমার।＂দঁ｜ড়িয়ে পড়। সুন্দরমতো মেয়েটার কথা শুনে পুলিশ অফিসারের কঠিন মুখটায় অদ্ত্তত এক বিস্ময় দেখ্খেিল কপিল। কেন বিস্মিত হয়েছিল পুলিশটি？জেল－ খাটা কয়়দির এমন সুন্দরী প্রেমিকা থাকতে পারে না？কপিল অবাক হয়ে দেখেছিল ব্রস়ম এবার গিয়ে কেয়ার পাশে বসেছিল। কেয়ার মাথায় হাত দিয়ে বন্েেছিল，＂শক্ত হজ। সব ঠিক হয়ে যাবে।＂

কপিলের জানতে ইচ্ছে করছিন মেয়েটি ，ক হয় ，কয়ার ？
＂কী করছ তুমি？চলো！＂বিষাণ এగ্সে ছাত ধরেছিল কপিরলের， ＂আমি जো কোথায় কী অবস্থায় আছি জানিয়ে ফোন করেছিলাম।
 সেরে বাড়ি ফিরব।＂
কপিল জগতের কাছে এগিয়ে ন্মির্য় বরেছিল，＂তুমি তো．．．মানে．．． কোনঙ দিন এঢদর সম্পক্ক আজ যে কথা শেষ না－করার দিন।
 মানুষকে নিজের মনের ভাব বোঝানে। যায় না। আর বিপর্যয়ের সময় অর্ধ－সমাপ্ত কথা কী দ্রুত বুৰ্রে নেয় মানুষ！

জগৎ বলেছিল，＂ডামার ভাগনি এটি। কেয়া। জয় আমাদের জামাই। দেখ্ো তো কী হল। ঈশ্বর পরম করুণাময়，তবু তাঁর করুণার ধরন আমি বুঝে উঠতে পারলাম ন। আজও！পরে কথা হবে। আজ আর ভাল লাগছে না।＂

কেয়া কাঁদছিন খুব，তার সন্দেহপ্রবণ স্বামীর জন্য। জগৎ পাশে বসেছিল মাথা নিছু করে। পরম করুণাময় কি দেখত্ত পাচ্ছিলেন এই দু জন্ক？？দেখভে পাচ্ছিলেন জই সুন্দরমতো মেয়েটিকে？

স্কুটার ：কত দিন স্ক্টটারে চড়েনি কপিল। বিষাণ জোরে চালাচ্ছিল গাড়িটা আর জক．ক শক্তু করে ধরে বসেছিল কপিল। কী ভীষণ ভাল যে

লাগছিল কপিলের! বিষণের স্কুটার গিয়ে থেমেছিল লেকগার্ডেনেের একটা বড় বাড়ির সামরে। স্ক্টটরটা বাইরে রেখে বিষাণ তালাবন্ধ খোপ থেকে ময়লা লাগা হলুদ একটা ব্যাগ বের করেছিল।
"কী রে এটা ?" কপিল ভাবছিল, এমন দিনে একটা ব্যাগ দিতে হঠাৎ এখানে এল .কেন বিষাণ? বাড়িটা কাদের? ওই ময়লা হলুদ ব্যাগে কী আছে?

বিযাণ কপিলকক গেটের বাইরে অপেক্ক করতে বলে ঢুকে গিয়েছিল বড় বাড়িটার ভিতরর।

প্রায় আধঘ্টা পর বাড়ি !,থকে খালি হাতে বেরিয়ে এসেছিল বিষাণ। কেমন অদ্রুত লাগছিল জকে। কোনভ দিকে না তাকিয়ে স্কুটার স্টার্ট করেছিল ভ। কপিলকে পিছনে বসতে বলে নিজে বসেছিল সিটে। আর যখন কপিল বসভে যাবে ঠিক তখনই লোহার গেট খুলে একটা ভীষণ


 সরে দাঁড়াঅ। তুমি এখানে অর্থি।"

কপিল এক পাশে সর্ছে゙্দীড়িয়ে শুনেছিল, মেয়েটা প্রায় চিৎকার করছে, "‘ককন তুমি নিলে না বাবার দেওয়া চাকরিট। ? লাবানার চাকরিটা তুমি ছাড়ত্ত পার্রা না?"
"কেন /.নব ?" বিষাণ শান্ত গলায় বলেছিল, "আমি আনস্মার্ট, ক্যাবলা হতে পারি, কিন্তু এইুকু আञ্মসম্মান जো সবারই থাকে। তুমি বলেছিলে না অপদার্থতার কথা? আর অপদাথ্থ থাকতে ইচ্ছে করে ন।।"
"ভ তুমি সেটাই ধরে বসে আছ? আর কিছু বোঝো নl? আর কিছু...জঃ, তোমার তো আবার ইচ্ছেজ করে না...বুঝ<ভভ কি ইচ্ছে করে না ?"
"ক্ষম, তুম্ম বলেছিলে, ‘গেট আ লাইফ’। তা সেটা নিজের মতোই দেখি না। ব্যাগটা ফেরত দিলাম বলেই ত্তামার বাবা বিশ্ধসসী ভাবলেন আময়? ব্যস! টাকাই বিশ্ষসস-ホবিষ্ধাস নির্ণয় করে শুধু? গ্রিডি কি না
 নেই?"
"আময় কষ্ঠ দিয়ে থুব আনদ্দ পাও, না?" কুমুর গলায় অडিমনন দেথে ঘাবড় গিঁ্যেছিল কপিল। মেয়ৌা এমন করছছ কেন ? এবার তে কেঁদে ফেলবে!
"আনन্দ? তই মনে হয় .তামার?" বিষাণ ক্লান্ত ঢোখ দু"টো তুলোিি, "ঢ్रম को চাও কুমু?"
কুমু কন্নাড্জো গলায় বলেছিন, "তুমি বোবো না?"
প্রশ্, লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে কলকাতার হাওয়ায। তাদের দিকে
 থেকে আলো মুহত-মুছতে এগিয়ে আসছে সন্ধে।
সम্পর্ক কী? थूব শীতের মধ্যে দু'হাত ফ্রিহ্যে ধরে থাকা গরম চাফ়ের
 সামদে বসা সেই নীলের উপর নুলiঁ ফুট্টকির টাই পরা ছেলেটা ৫

 কম্প্রোমাজ, ফিনিংস, আলারস্টাশিং ইত্যাদি নানা জটিল কথা বনে সে কি ,যোনাটে করে দেয় না দৃষ্টি?
সম্পক্ক কি এই মুহরর্তের ওই ছেেেটট আর মেয়েটার মরো হতে পারে না? সम্পর্ক কি পাখিদের মতো হতে পারে না? আলো-বুরির্যে-আসা প্থিবীর পাখিদির মরো? সময় থাকতে-থাকতে ভাগ করে নিতে পারে না সব কিচিরমিচির, সব ভালবাসা?
পারেই তো! না হলে কেন ক্রিমিন্যাল ছেলেটির জনা जমন ফুদলের
 তেঙে পড়় কেয়া? কেন এত কিছুর পরণ দোয়েল ঢেকে রাথভে চায়
 রাগী মেख্যেিির গना?

প্রশ্ন। সত্তি, জীবনে উত্তরের চেয়ে প্রশ্নগুলো চিরকালই বেশি। তাই হয়তো উত্তর ঢথ゙জার জন্য রোজ সকালে আকাশে বেরোয় পাখিরা, মানুষ বেরোয় জীবনে। এই উত্তর খুঁজতে-থুঁজতেই হয়তো রাগ, কষ্ট, সন্দেহ আর অভিমানের আড়াল থেকে সে খুঁজে পায় আনন্দ, খুঁজে পায় ভালব।সা, খूঁজে পায় নিজের ভিতরের পাখিটিকে!
 অনিচ্ছাকৃত এবং আকস্মিক)

আমাদদর প্রকাশিত এই লেখা,কর অন্যান] বই

আমাদের ৷সই শহরে<br>উনিশকুড়ির প্রেম<br>ক্রিস-ক্রস<br>পাতাঝরার মরশুমে<br>পাল্টাহাঙয়া<br>বৃদ্বুদ



স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯ জুন ১৯৭৬, কলকাতায়। শৈশব কেটেছে বাটানগরে। বর্তমান্ দক্ষিণ কলকাতার বাসিক্দা। নঙ্গী হাইস্কুল থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভরতি হন। কিন্তু কিছুদিন পরে পড়া ছেড়ে দেন। তারপর কলকাতা বিশ্ষবিদ্যালয় থেকে ইংরেজির স্নাতক। কবিতা দিয়ে লেেখালিথির শুরু। প্রথম ছোটগক্প প্রকাশিত হয় ‘উনিশ কুড়ি’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ২০০৩-এ। প্রথম উপন্যাস ‘পাতাঝরার মরশুচ্ম’।
ভালবাসা: ফিল্ম, বই আর ফুটবল।

ষ্রীর প্রতি সক্দেহ, অবৈধ ডলারের ডেলিভারি আর বস সুতনুর ব্যক্তিপত জীবনের ত্রিভুজ্ে আটকে পড়ে জয় থুঁজছেে বেরোবার পথ। অন্ধাকার জগৎৎ ছেড়ে ন্লসন্মের কাছে চলে যা৫য়ার আগে রথীকে একটা শ্শেষ কাজ করে দিতে হবে। মুখচোরা, ব্যর্থ সেলসম্যান বিযাণ সর্ব্র অপদস্থ হর্যেও ঘুরে দঁঁড়াবার কथা ভাবে। এই তিনটি গল্পকে গেেঁথে রাখে বর্ধাকাল, ভালবাসার ধারাস্নান।

